উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৫৯৬.৬৩ (+৪১০.১৯)
নিফটি : ২৪,৮১৩.৪৫ (+১২৯.৫৫)

রেষারেষি ভুলে হাত মেলানোর বার্তা » ১০

বালুরঘাটে বিমানবন্দর নয়
বালুরঘাটে বিমানবন্দর হবে না। উত্তরের প্রশাসনিক সভা থেকে কার্যত এই বার্তাই দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই কথা শুনে হতাশ বালুরঘাটের বাসিন্দারা। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

উত্তরবঙ্গেও সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির » ৭

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 22 May 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 4

জঙ্গি ঢুকছে না তো?

বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে চা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার। ছবি : খোকন সাহা

পুলিশের ভূমিকায় রুষ্ট মমতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গের ঘাড়ের কাছে পাকিস্তান নেই তো কী হয়েছে! বাংলাদেশ তো আছে। ফলে নিশ্চিন্ত থাকার যে জো নেই, তা স্পষ্ট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরের আট জেলায় তাই সতর্ক থাকার জন্য একইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন পুলিশ ও নিজের দলকে। গ্রামে গ্রামে পুলিশি টহল বাড়াতে পরামর্শ দিলেন। চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চোপড়া, ইসলামপুরের সীমান্ত দিয়ে লোক ঢুকছে না তো?

শেখ হাসিনা যতই কড়া থাকুন না কেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালেও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী তৎপরতা ছিল। ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ প্রমাণিত হয়েছিল। গত এপ্রিলে মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা পরিস্থিতির পিছনেও বাংলাদেশ-যোগের অভিযোগ উঠেছিল। উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে ছয় জেলাতেই বাংলাদেশ সীমান্ত থাকায় তাই এত উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি তাই অনুপ্রবেশ ও জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের তিনি বলেন, 'পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলছি, কোনও জঙ্গি যেন আশ্রয় নিতে না পারে।' টহলদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন টহলদারি কম হচ্ছে। নজরদারি ভ্যান ঘুরলে মানুষ বুঝতে পারবে পুলিশ সক্রিয় আছে।'

শুধু বিএসএফের ওপর নির্ভরতার মানসিকতা ছাড়তে পুলিশের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, 'বিএসএফ আছে বলে নিজেরা বসে থাকবেন না। এই তো ক'দিন আগে শীতলকুচি থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল। পাড়ার ক্লাবগুলোকে হাতে রাখুন।' বাইরে থেকে এসে লোকে এলাকার তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে জানিয়ে মমতা সাধারণ মানুষকেও পরামর্শ দেন, 'অথরাইজড লোক ছাড়া কাউকে নিজের নথিপত্রের বিস্তারিত দেবেন না। অন্য রাজ্য থেকে লোকজন

এরপর দশের পাতায়

মমতা উবাচ

দাঙ্গা নয়
দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন, কেউ করলেই আমাকেও করতে হবে?

পুলিশেও গ্রুপবাজি!
তোমরা নিজেরাই যদি নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে নাও, তা হলে কী হবে? সে কাজ করতে চায়, তবু কাজ করতে দেবে না, এ আবার কী?

গ্রামের রাস্তায় ট্রাক কেন?
রাজীব, আমি কতবার বলব এক কথা? হাউ মেনি টাইমস? এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। কেউ টাকা খেয়ে গ্রামীণ রাস্তায় ট্রাক ঢোকাবে, সেটা চলবে না। আইসি-রা কী করছে?

ঢুকছে ভেজাল ওষুধ
গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, তা দেখতে হবে।

ওরা কারা?
বাইরে থেকে ঢুকে অনেকে ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দলের অনেকের সঙ্গেও এটা হয়েছে। কেউ চট করে কাউকে কোনও ডিটেলস দেবেন না।

সাবধান থাকুন
সাবধান থাকতে হবে। বাইরে থেকে এসে কোনও জঙ্গি যেন শেলটার নিতে না পারে।

বাঁধ ভাঙায় অন্য দেশের হাত দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ মে : আত্রেয়ী নদীর স্বল্প উচ্চতার বাঁধ ভাঙার পিছনে অন্য দেশের হাত রয়েছে বলে প্রশাসনিক বৈঠকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় ওই বৈঠকে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র আত্রেয়ীর বাঁধ ভাঙার কারণ জানতে চান। তখনই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর পিছনে অন্য দেশের হাত রয়েছে। তাই আমি কিছু বলব না। দেশের নাম বলছি না, কিন্তু দুটো দেশ মিলে ওপারে বাঁধ তৈরি করেছে। এই বিষয়টি আমি কেন্দ্র সরকারকে বলেছি। ওই বাঁধের কারণেই বালুরঘাটের মানুষ জল পায় না। তারপরেও আমরা আমাদের অল্প ক্ষমতায় কাজ করেছি।'

বাংলাদেশের দিকে রাবার বাঁধের মাধ্যমে ভারতে আসা আত্রেয়ীকে আটকানো হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে বালুরঘাটে। সেই আন্দোলনকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল জাতীয় স্তরেও। তবুও আজ পর্যন্ত আত্রেয়ীর সমস্যা না মেটায় ক্ষোভ রয়েছে বালুরঘাটে। চিনের মদতে তৈরি বাংলাদেশের বাঁধ নিয়ে সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও। বালুরঘাটের মানুষ জল পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীই আত্রেয়ীর জল আটকাতে বালুরঘাটে একটি স্বল্প উচ্চতার বাঁধ তৈরির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওই বাঁধই গতকাল ভেসে যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাঁধ ভেঙেছে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংস্কারের কাজ দ্রুত শুরু করতে বলা হয়েছে।'

আত্রেয়ীর বাঁধ ভাঙায় শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সেচ দপ্তরের পাঁচজন প্রাক্তন আধিকারিককে। এরমধ্যে দুজন নির্বাহী বাস্তুকার পদমর্যাদার, দুজন জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদার। জানা গিয়েছে, বাঁধ নির্মাণের সময় এই আধিকারিকরাই দায়িত্বে ছিলেন। এদিন সকালেই কলকাতা থেকে সেচ দপ্তরের সচিব পদমর্যাদার এক প্রতিনিধিদল ওই ভাঙনের জায়গা পরিদর্শন করে। তাঁদের রিপোর্টের পরেই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য।

এরপর দশের পাতায়

আরও বিপাকে চাকরিহারারা। একই দিনে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশে বিপাকে পড়লেন তাঁরা। একদিকে যেমন আন্দোলন নিয়ে কড়া কথা শুনিয়েছে হাইকোর্ট, তেমনই 'অযোগ্য'-দের ফের পরীক্ষায় বসতে দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট।

র‍্যাংক জাম্পে পরীক্ষার সুযোগ নয়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২১ মে : একে তো অনিশ্চিত চাকরি। তার ওপর একদিনে জোড়া বিড়ম্বনা নামল আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশের ওপর। দুটি বিড়ম্বনাই আদালতের নির্দেশে। প্রথম নির্দেশটি সুপ্রিম কোর্টের। যাতে র‍্যাংক জাম্প করে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যত থমকে গেল। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, র‍্যাংক জাম্প করে নিযুক্ত শিক্ষকরা আর নতুন নিয়োগ পরীক্ষা হলেও তাতে অংশ নিতে পারবেন না। তাঁদের আর কোনও সুযোগই দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়ত কলকাতা হাইকোর্টের আরেক নির্দেশ বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষকদের আরেক অস্বস্তির কারণ হয়ে গেল। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বুধবার চাকরিহারাদের কার্যত সতর্ক করে বলেন, 'আপনারা শিক্ষক। শিক্ষকসুলভ আচরণ করুন। আদালত আপনাদের যন্ত্রণা অনুভব করছে। তবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত।'

ধর্না নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাতে বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না। ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে। একদিনে এই দুই ধাক্কা চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চয়তায় ফেলে দিল।

র‍্যাংক জাম্প করে নিযুক্তরা যদি আর পরীক্ষা দিতে না পারেন, তাহলে তাঁদের আর শিক্ষকের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যাঁদের কারণে প্রকৃত মেধাবীদের নিয়োগও বাতিল

আদালতের নির্দেশ

- বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত 'অযোগ্য'। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই
- বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না
- ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে
- সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত

হয়ে গিয়েছিল শীর্ষ আদালতে। বুধবারের নির্দেশে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁদের কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'ওরা তো অযোগ্যই। অযোগ্যদের চাকরি যাওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে ভাবতে অনুরোধ করব।'

২০১৬ সালে নিযুক্ত ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি খারিজে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশ যথাযথ বলেও বুধবার উল্লেখ করে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। দুই বিচারপতির মতে, বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত 'অযোগ্য'। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই। আদালতে চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমত, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, দ্বিতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে বা প্যানেল বহির্ভূতভাবে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন ও তৃতীয়ত, র‍্যাংক জাম্প করে যাঁরা নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ চললেও যোগ্য শিক্ষকদের দাবির কোনও সুরাহা এখনও হয়নি। সুরাহার তেমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রতিদিন বিড়ম্বনা বাড়ছে। সম্প্রতি বিকাশ ভবনের গেট ভাঙা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় একাধিক শিক্ষককে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করেছিল পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আলাদাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তিনজনকে চিহ্নিত করে তাঁদের শোকজ করেছে।

পুলিশি তলবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেও যোগ্য শিক্ষকরা পুরোপুরি রেহাই পেলেন না।

এরপর দশের পাতায়

মুখোশ দিয়ে যায় যে চেনা। বালুরঘাটে বাড়ি বাড়ি মাগন তুলছে সন্ন্যাসীর দল। ছবি : মাজিদুর সরদার

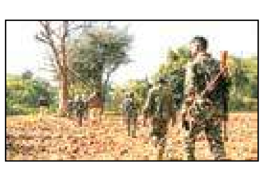

ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২১ মে : ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শীর্ষ সিপিআই (মাওবাদী) নেতা নাম্বালা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজু রয়েছেন। তাঁর মাথার দাম ছিল দেড় কোটি টাকা। সূত্র অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে আরও রয়েছেন দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির নেতা মধুও।

হত বাসবরাজু

গত ৫০ ঘণ্টা ধরে নারায়ণপুর ও বিজাপুর জেলার সীমানাবর্তী আবুজমাড় অঞ্চলে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। নারায়ণপুর, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর ও কন্দাগাঁও জেলার রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান শুরু করেন। অভিযানে লক্ষ্য ছিল মাওবাদীদের মাড় ডিভিশনের শীর্ষনেতারা।

বাসবরাজু আগে মাওবাদী সংগঠনের সেন্ট্রাল মিলিটারি

এরপর দশের পাতায়

মালদায় কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

চিকিৎসায় ছেলেখেলা

অরিন্দম বাগ ও সেনাউল হক

মালদা ও কালিয়াচক, ২১ মে : ব্যাঙের ছাতার মতো মালদা জেলাজুড়ে গজিয়ে উঠছে নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার। কোথাও প্রশিক্ষিত চিকিৎসক নেই, কোথাও নার্স নেই বলে অভিযোগ উঠছে। কোথাও রক্তের পরীক্ষার কোনও রেজিস্টার নেই, কোথাও আবার টেকনিশিয়ান পর্যন্ত নেই। এমনকি ফাঁকা রিপোর্টে অজ্ঞাত চিকিৎসকের সইয়ের হদিস পর্যন্ত পেয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের সদস্যরা। সব মিলিয়ে বলা চলে, মালদা জেলাজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে অবৈধ ব্যবসার 'হাব' গড়ে উঠছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই মৃতকে জীবিত সাজিয়ে রাখার অভিযোগের তদন্তে বুধবার কালিয়াচকের সুজাপুরে এল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জেলা কোঅর্ডিনেটর প্রতীক সান্যাল ও দুই চিকিৎসক। দুই ঘণ্টা ধরে নার্সিংহোমের বিভিন্ন পরিকাঠামো সহ ওই রোগীর বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তাঁরা। এবিষয়ে তাঁরা বলেন, 'জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে রিপোর্ট দেবেন।' যদিও এদিন তাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেন দাবি করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার কালিয়াচকের

সুজাপুরের নার্সিংহোমে তদন্তকারী দল। বুধবার। -সংবাদচিত্র

কড়া নজর

- মৃতকে জীবিত সাজিয়ে রাখার অভিযোগের তদন্তে সুজাপুরের নার্সিংহোমে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম
- দুই ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তাঁরা
- আরও একটি নার্সিংহোমের সিই লাইসেন্স বাতিল
- বিভিন্ন গাফিলতিতে সিল দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার

সুজাপুরের একটি নার্সিংহোমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত বলে বিল বাড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় আগামী শুক্রবার ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে শুনানিতে ডেকেছে মালদা জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম একের পর এক নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দিচ্ছে। গাফিলতি নজরে এলেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমরা কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করব না।'

মালদা জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এবছর এখনও পর্যন্ত তিনটি নার্সিংহোমে হানা দিয়ে একটি নার্সিংহোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এমনকি তার ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট (সিই) লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। রোগীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর করা হয়েছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কাশ্মীরে গিয়ে নিখোঁজ কিশোর

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ মে : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার রেশ, অপারেশন সিঁদুর ইত্যাদি নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল। তবে এসবের মধ্যেই সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটিওন গ্রামে আশফাকের বাড়িতে দুশ্চিন্তার মাত্রাটা অনেকখানি বেশি। কারণ কাশ্মীরে অস্থিরতার মধ্যেই সেখানে কাজে গিয়ে নিখোঁজ বছর সতেরোর পরিযায়ী শ্রমিক আশফাক হক। বাড়ির সঙ্গে তার শেষ কথা হয়েছিল বারোদিন আগে। তারপর আর কোনও পাত্তা নেই।

বাড়ির বড় ছেলে আশফাক। রয়েছে দুই ভাইবোন। নাবালক হওয়া সত্ত্বেও পেটের দায়ে দিন কুড়ি আগে সে পাড়ি দিয়েছিল কাশ্মীরে। সেখানে ঢালাই মিস্ত্রির কাজ করবে বলে গিয়েছিল। বিধির এমন গেরো, আশফাক যাওয়ার দুই-তিনদিনের মধ্যেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়। শেষবার যখন কথা হয়েছিল, তখন সে বাড়িতে জানিয়েছিল, খাবার সমস্যা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আর কাজের ভরসায় না থেকে বাড়ি ফিরে যাবে বলেও জানিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই। মোবাইলে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এদিকে, ব্যাপক উৎকণ্ঠায় রয়েছে পরিবার। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা রেহেনা বিবি। প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন, ছেলেকে ফেরানোর ব্যবস্থা করার জন্য। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন অবশ্য তাঁদের খোঁজ নিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। রাজ্য প্রশাসনের মাধ্যমে ওই ছেলেটির খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

আশফাকের মা রেহেনা বিবি বললেন, 'ছেলে কুড়িদিন আগে কাশ্মীরে গিয়েছিল কাজের জন্য। যখন ওখানে অশান্তি চলছে, ছেলে ফোন করেছিল। বলেছিল, ওখানে ভালো নেই। বাড়ি ফিরে আসবে। তারপর থেকেই আর খোঁজ মিলছে না ছেলের।'

বাড়িতে মাকে ফোনে আশফাক বলেছিল, গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছে দিনরাত। ১২ দিন আগে সেটাই তার শেষ কথা। তারপর থেকে মোবাইল ফোন সুইচড অফ। বাড়ির লোকজন বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেও তার কোনও খোঁজ পায়নি। দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন বাবা আকবর আলি। বললেন, 'সংসারে অভাব লেগেই আছে।

এরপর দশের পাতায়

বাড়ি ফেরেনি ছেলে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। ইনসেটে আশফাক হক।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-Tender Notice NIT SL No.-23 & Tender Reference No : AGRI/MLD/e-NIT-13/2025-26 Date-21/05/2025 for Civil Works. Tender ID :- 2025_DOA_850161. Bid submission date starts from 21.05.2025 at 10.00 A.M. onwards & Bid submission closing date 09.06.2025 at 6.00 P.M. Details will be available from the office of the undersigned on any working day between 11 A.M. and 4 P.M. or visit e-tender portal of Govt. of West Bengal.
Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda

পূর্ব রেলওয়ে
চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন., পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর জুন, ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী। নং. এস.৪/এস/ডিএসি/২০২৫-২৬ তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৪.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিশন	০৫.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	২৭.০৬.২০২৫
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিশন	০৬.০৬.২০২৫	১৩.০৬.২০২৫	২৪.০৬.২০২৫
৪	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১১.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫
৫	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৩.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
৬	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	১২.০৬.২০২৫	২৫.০৬.২০২৫	-
৭	মালদা টাউন ডিভিশন	মালদা টাউন ডিভিশন	০৬.০৬.২০২৫	২৩.০৬.২০২৫	-

STORES-12/2025-26 চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন.
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর (বিজিপি), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নিমতিতা (এনআইএলই) ও নাথনগর (এনএটি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ পার্কিং-০৬-২৫
ক্রমিক নং, লট নং, স্টেশন ঃ (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১, ভাগলপুর, (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১, সুজনিপাড়া, (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, নিমতিতা, (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, নাথনগর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৫.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে (প্রত্যেকটির জন্য)। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-66/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নুন-হলুদে ঘুমের ওষুধ চোরেদের

পুলিশের জালে ৩ দুষ্কৃতী

ছবি : এআই

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ মে : কথায় বলে, সর্ষের মধ্যে ভূত। তা বলে নুন আর হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ! এই কীর্তিই করে আসছিল এক আন্তঃজেলা দুষ্কৃতীচক্র। খাবারের মধ্যে রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়ার পর সেই খাবার খেয়ে বাড়ির লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখনই চুরি করত তারা। তবে শেষরক্ষা হল না। নাগরাকাটা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সেই চক্রের ৩ জন। পুলিশ সূত্রের খবর, সেই চক্রে মেখলিগঞ্জ, কুচলিবাড়ি, মালবাজার, নাগরাকাটা এলাকার কয়েকজন রয়েছে।

গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা, মেটেলি, ক্রান্তি থানার বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকায় একাধিক বড় মাপের চুরির ঘটনা ঘটে। তদন্তে নেমে নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের নেতৃত্বে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পুলিশ বলছে, এই অপকর্মের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত। আত্মগোপনকারী ওই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।'

পুলিশ বলছে, ধৃত দুষ্কৃতীরা চুরির একটি অভিনব কৌশল নিয়েছিল। চুরির আগের দিন সুযোগ বুঝে টার্গেট করা বাড়ির রান্নাঘরে রাখা নুন বা হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ বা মাদক জাতীয় কিছু মিশিয়ে দিত। তা দিয়ে রান্নাবান্নার পর নৈশভোজ শেষে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘুমে ঢলে পড়তেন পরিবারের সকলে। তাঁদের গভীর ঘুমের সুযোগে গভীর রাতে সেরে ফেলা হত অপারেশন। কার্যত বিনা প্রতিরোধে চুরি করে চম্পট দিত দুষ্কৃতীরা। তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখার ওই ওষুধ বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। যে বাড়িগুলি দুষ্কৃতীদের চুরি করার তালিকায় থাকত সেখানে রীতিমতো রেইকি করে কাজটি করা হচ্ছিল।

তদন্তে নেমে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ দেখতে পায়, চুরি যাওয়া পরিবারগুলির বাড়িঘর যথেষ্ট ভালো। তবে রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে। কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ। আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন। আর সবকয়টি ক্ষেত্রেই রান্নাঘরগুলি মূল বাড়ির বাইরে। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছিল চক্রটি। চক্রের মূল চাঁইদের সঙ্গে কমিশনের ভিত্তিতে স্থানীয় এজেন্টও কাজ করত। তারাই খোঁজখবর দিত।

পুলিশ জানাচ্ছে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির ঘটনাগুলির পরপরই প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকার যে সমস্ত বাড়ির রান্নাঘরগুলির পরিকাঠামো ভালো নয় সেখানে সচেতনতা শুরু হয়। গৃহস্থরা নুন, হলুদ সহ রান্নার সামগ্রী সরিয়ে রাখতে শুরু করে।

চুরির নিশানা
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে
- কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ
- আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন
- সবকটি ক্ষেত্রেই রান্নাঘর মূল বাড়ির বাইরে

> চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি*

ঠিকাদারদের বিশেষ সুযোগ
পেভার ব্লক রোডের সরকারি ঠিকাদারি কাজে 50% Partnership চুক্তিতে টাকা লগ্নি করতে ইচ্ছুক। T & C appl. BGPL 9434054095. (C/116527)

NOTICE
Notice is hereby given to Public in general, Financial Institutions, Banks, etc., that my client is going to purchase a vacant land measuring in total 3.23 Acres, in the Plot No. 286 & 287 (R.S.) & (L.R.), recorded in Khatian No. 2814 (R.S.) 2311, 2313, 2317, 2318, 2829 & 2836 (L.R.), Land situated at Nauwapara, Near Canal Road, in Mouza-Binnaguri, Sheet No.09 (R.S.) & (L.R.) J.L. No. 03, P.S. New Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., from Sri Lalit Marda & Sri Sushil Marda S/o Mr. Jiwan Ram Marda of Naya Bazar, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar- 734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., Sri Rahul Agarwal S/o Sri Mahesh Kr. Agarwal of Sevoke Road, Siliguri, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., Sri Kallol Roy S/o Late Khitish Chandra Roy of Mother Terisa Sarani, P.O. & P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., Sri Subhankar Saha S/o Sri Ratan Saha Nibedita Road, P.O. & P.S. Pradhan Nagar, Dist. Darjeeling, W.B., Sri Anil Kumar Agarwal S/o Sri Chhaju Ram Agarwal of Punjabi Para, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., Smt. Kabita Mondal Malakar W/o Biswajit Malakar of APC Sarani, Deshbandupara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., Smt. Bhaswati Majumdar W/o Sri Nihar Majumdar of Sri Pally, Kathaltola, Road No. 01, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., The said Sale shall be confirmed by the legal heirs of Late Radha Kishan Kanu @ Gupta S/o Late Nathuni Ram Kanu of M.R. Road, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B. If any person/persons have any objection or claim in the above stated land may contact in the below mentioned address within 15 (Fifteen) days of these notice.
Yours Faithfully,
(RAJESH KUMAR AGARWAL)
ADVOCATE
Nehru Road, Siliguri,
(Near Krishna Bhog Atta)
P.O. & P.S. Siliguri, Pin-734005,
Dist. Darjeeling.
Cell-9832093380, 9434093380

কর্মখালি
অলরাউন্ডার ম্যানেজার ও কুক (হোটেল), মল-এর জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। Gangtok. 94341-17292. (C/113357)
•
শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি পাইস হোটেলের জন্য কর্মঠ যুবক চাই। থাকা, খাওয়া সহ মাহিনা 10,000. ফোন -7908742879. (C/110987)

আচার্য/আচার্যা নিয়োগ
রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আচার্য-আচার্যা নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। আগামী ৩১/০৫/২০২৫, শনিবার। সময়- সকাল ১০.৩০ মিঃ। যোগ্যতা- B.Sc বা তদূর্ধ্ব (D.El. Ed/ B.Ed -প্রশিক্ষণ আবশ্যিক)। (C/116529)

লোন
পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। (M) 79086-31473. (C/113357)

বিক্রয়
3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে 1056 sq.ft. (সম্পূর্ণ সজ্জিত) 2nd floor front side গ্যারাজ সহ। শিলিগুড়ি অরবিন্দপল্লি বরদাকান্ত হাইস্কুলের নিকট। লিফট নেই। (M) 82501-58252. (C/116357)

অ্যাফিডেভিট
D.L. No - WB6920050000365-এ ভুল নাম থাকায় ১৫/০৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Haripada Madak, থেকে Haripada Modak হলাম। Haripada Madak এবং Haripada Modak হলাম একই ব্যক্তি। (C/115573)

বাধ না মানা শৈশবের আনন্দে।। কোচবিহারের তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

রক্তদান ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং

বাগডোগরা, ২১ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ দার্শনিক পরিষদ, শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং কর্মশালা। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে হওয়া ওই আয়োজনে জলপাইগুড়ি মহারাজা অগ্রসেন লায়ন্স ম্যাগনাম ব্লাড সেবাও সহায়তা করেছে। একই সঙ্গে এদিন বিভাগে একটি কেরিয়ার কাউন্সেলিং শিবিরও আয়োজিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত হওয়ার নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিন রাইস এডুকেশন, ফ্রাঙ্কফিন, জিডি গোয়েঙ্কা হেলথকেয়ার অ্যাকাডেমি ও বন্ধন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শাখা) প্রভৃতি সংগঠন উপস্থিত ছিল।

এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কান্তিলাল দাস বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগ 'ন্যাক' মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়াও 'রক্তদান জীবনদান' এই বার্তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি পালিত হল।' বিভাগের এক অধ্যাপিকা দীপা ভট্টাচার্য মণ্ডল জানান, এই উদ্যোগে ভালো সাড়া মিলেছে।

মূর্তি বসাবে পঞ্চায়েত

পতিরাম, ২১ মে : ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনেই বসানো হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি। সম্পূর্ণ উদ্যোগটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়িত হবে।

এছাড়া রানিবাজার মার্কেট এলাকার নেতাজির মূর্তিটিও সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'সবকিছু এখনও পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। আমরা খতিয়ে দেখছি কী কী করা সম্ভব'

NARCOTICS CONTROL BUREAU
SILIGURI ZONAL UNIT
E-mail: slgzu-ncb@gov.in
Appointment of Public Prosecutor for Narcotics Control Bureau on contract basis (at NCB Siliguri Zonal Unit)
Applications are hereby invited from eligible Advocates for appointment as Public Prosecutor (PP) in Narcotics Control Bureau, at Siliguri Zonal Unit on contract basis. The eligibility criteria and other details are available on website of Narcotics Control Bureau, www.narcoticsindia.nic.in. The eligible advocates may apply in the requisite Proforma by 25.06.2025, by email at slgzu-ncb@gov.in.
Zonal Director

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ
ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনৌ ডিভিসনে জফরাবাদ-অযোধ্যা ক্যান্ট. শাখায় জাফরগঞ্জ ও আকবরপুর স্টেশনের মধ্যে আপ লাইনে ২৪.০৫.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৩ দিন (সপ্তাহে ৪ দিন অর্থাৎ, শনিবার, রবিবার, সোমবার ও বুধবার) প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে (সকাল ১১.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নোক্তমতো পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রিত হবে : নিয়ন্ত্রণ : • ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা জংশন ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। • ১৩০০৯ হাওড়া-যোগ নগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৪.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫, ৩১.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৭.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৪.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২১.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

প্ল্যানেট আর্থ : টু সন্ধে ৭.১৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ কে তুমি নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ অপরাধী, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, ১.০০ গোলেমালে পিরিত কোরো না
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বিয়ের লগ্ন, বিকেল ৪.২০ হার জিত, সন্ধে ৭.৩০ দেবা, রাত ১০.২০ জোর
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.০০ মেজবউ, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ বৌমার বনবাস, ১.১০ হারানো প্রাপ্তি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আপন পর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সপ্তমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩১ ভীমা, দুপুর ২.২১ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.৩০ আচার্য্য, সন্ধে ৭.৫৫ অখণ্ড, রাত ১১.০৮ চেন্নাই ভার্সেস চায়না
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১২.০০ চান্স পে ডান্স, ২.১৫ এক্সকিউজ মি, বিকেল ৪.৪৫ খিচড়ি-দ্য মুভি, সন্ধে ৬.৪৫ টিউবলাইট, রাত ৯.০০ সনম রে, ১১.০০ নকশা-আনলক দ্য মিস্ট্রি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১১ স্টেজ অফ সিজ-টেম্পল অ্যাটাক, বিকেল ৪.২০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সন্ধে ৭.০৬ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১১.২৮ বদলাপুর
মুভিজ নাউ এইচডি : দুপুর ১২.০০ টুম্ব রেইডার, ১.৫৫ ট্রান্সপোর্টার-টু, বিকেল ৩.২৫ আই রোবট, ৫.১৫ গোল্ডেন আই, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১০.১০ ফাইনাল স্কোর, ১১.০৫ ট্রেসার্স

মেগ-টু : দ্য ট্রেঞ্চ রাত ৯.০০ স্টার মুভিজ এইচডি

বোঝেনা সে বোঝেনা রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

রেড অ্যাপল ডেজার্ট এবং চিহাল কাবাব তৈরি শেখাবেন গীতা দেবনাথ। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ক্যারাটের বাংলা দলে আলিপুরদুয়ারের তিন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২১ মে : ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল আলিপুরদুয়ারের তিন স্কুল পড়ুয়া। শুভাঙ্গি রায়, শ্রীপর্ণা পাল ও অমিত সাহা নামে ওই তিন খেলোয়াড় সম্প্রতি কলকাতায় ন্যাশনাল খেলার বাছাই পর্বে নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে তারা ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান করবে। মঙ্গলবারই তারা কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারে ফিরেছে। খেলায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনজনেই উচ্ছ্বসিত। তবে এখন তাদের মূল লক্ষ্য ন্যাশনালে ভালো খেলা। তাদের এই সাফল্যে অন্যান্য ক্যারাটে শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক সহ পরিবার সকলেই বেশ খুশি।

তিনজনের মধ্যে শুভাঙ্গি এই নিয়ে পঞ্চমবার ন্যাশনাল খেলার সুযোগ পেল। প্রথম সুযোগ আসে ২০১৯-এ। ২০২৩-এর দিল্লি ও দেরাদুনে ন্যাশনালে সে সোনা ও ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। আলিপুরদুয়ারের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা শুভাঙ্গি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। তবে তার ধ্যানজ্ঞান হল ক্যারাটে। চার বছর বয়সে শ্যাডো ফাইটিং থেকে তার শেখার শুরু। শুভাঙ্গি জানাল, প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা করে সে অনুশীলন করে।

২০১৫ ও ২০১৮ সালে ডুয়ার্স কাপে কাতা ও কুমি বিভাগে সে সোনা জেতে। পাশাপাশি ২০১৯-এ কলকাতায় পঞ্চম ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপেও কাতা ও কুমি বিভাগে সোনা পেয়েছে। শুভাঙ্গি ২০১৭ সালে ব্ল্যাকবেল্টের প্রথম ডিগ্রি এবং ২০২১-এ দ্বিতীয় ডিগ্রি পেয়েছে। শুভাঙ্গির কথায়, 'এবার নির্বাচিত হওয়ার আগেই খুব উৎসাহিত ছিলাম। তবে একটু ভয়ও ছিল। যখন সোনা পেলাম তখন বাবার কথা মনে পড়ছিল। এই সুযোগে আমার প্রশিক্ষকের গুরুত্বও অপরিসীম। শুভাঙ্গির মা চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ও চান মেয়ে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করুক। তবে ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বেস্ট প্লেয়ার ও অলিম্পিকে সোনা জেতার স্বপ্ন দেখে সে।

অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা এলাকার বাসিন্দা শ্রীপর্ণা পাল এই প্রথম ন্যাশনাল খেলবে। সুযোগ পেয়ে সে উচ্ছ্বসিত। শ্রীপর্ণা বলে, 'প্রথমে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বাড়ি থেকে ক্যারাটেতে ভর্তি করিয়েছিল। তারপর এটা ভালো লেগে যায়। আমি পাঁচ বছর ধরে ক্যারাটে শিখছি।' ২০২২-এ ইস্ট জোন ক্যারাটেতে এবং বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে দু'বার শ্রীপর্ণা সোনা জিতেছে। তার বাবা সুরঞ্জিত পাল ও মা সুতপা পাল মেয়ের সাফল্যে খুশি।

এছাড়া তার কোচ চন্দন দেবনাথও উচ্ছ্বসিত। বড় হয়ে আইএএস হতে চায় ওই পড়ুয়া।

আরেক প্রতিযোগী অমিত সাহা এনিয়ে দ্বিতীয়বার ন্যাশনাল খেলতে যাবে। আগেরবার সে তৃতীয় রাউন্ডে উঠে আর এগোতে পারেনি। এবার সে সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। শোভাগঞ্জের বাসিন্দা অমিত তিন বছর ধরে ক্যারাটে শিখছে। সে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা ধরে অনুশীলন করে। অমিত এর আগে সিকিম ও ডুয়ার্স কাপে সোনা পেয়েছে। অমিত বলে, 'আমি নিজের সেরাটা দেব। ভবিষ্যতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমি দেশের সেবা করতে চাই।' মা অণিমা সাহাও এবার ছেলের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী। সুভাঙ্গি ও অমিতের কোচ সুমন্ত দাসও চান, তাঁর দুই খেলোয়াড় আরও এগিয়ে যাক।

শ্রীপর্ণা পাল, অমিত সাহা ও শুভাঙ্গি রায়।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। বন্ধুর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। **বৃষ :** উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মিথুন :** স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় বাড়বে। বিদেশে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **কর্কট :** কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় সুফল পাবেন। **সিংহ :** ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হতে পারে। অসতর্কতায় ছোটখাটো আঘাত লাগতে পারে। **কন্যা :** সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সুফল লাভের সম্ভাবনা কম। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। **তুলা :** কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা চাকরি নিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। রক্তচাপ সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। **ধনু :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। লটারি বা ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মকর :** দীর্ঘমেয়াদি কোনও মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। **কুম্ভ :** ব্যবসায়িক কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মীন :** পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে, ২০২৫, ৭ জেঠ, সংবৎ ১০ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ৮।৩৫। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১।৪০। বিষ্কুম্ভযোগ সন্ধ্যা ৬।২০। বণিজকরণ দিবা ৯।৩৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।৩৫ গতে ববকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ২।৫৩ গতে ৬।১১ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৪ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।৩৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৯।৩৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস(২২ মে)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।১০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪০ গতে ৬।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মালদায় বিমানবন্দর চালু হতে পারে এবছরই

বালুরঘাটে হতাশা

পঙ্কজ মহন্ত ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ

বালুরঘাট ও মালদা, ২১ মে : ‘বালুরঘাটে হবে না।’ বিমানবন্দর ইস্যুতে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে ঠিক এই জবাবই দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমানবন্দর ঘিরে বালুরঘাট যখন হতাশ, তখন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন। মালদায় চলতি বছরেই বিমান পরিষেবা চালু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার উত্তরকন্যায় বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বিপ্লব মিত্র জানতে চান বালুরঘাট বিমানবন্দর কবে হবে। তখনই মুখ্যমন্ত্রী সাফ জবাব দিয়ে দেন, ‘বালুরঘাটে হবে না।’ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা যায় ‘সিঙ্গল ইঞ্জিন থেকে ডাবল ইঞ্জিন’ প্রসঙ্গও। অবশ্য এবিষয়ে বিপ্লব বলেন, ‘সিঙ্গল ইঞ্জিন ও ডাবল ইঞ্জিন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী বোঝাতে চেয়েছেন, সেটা তিনি নিজেই বলতে পারবেন। এখানে আমার কিছু বলার নেই।’

বর্তমানে বালুরঘাট বিমানবন্দরের ১৩৮০ মিটার রানওয়ে তৈরি রয়েছে। কিন্তু নবান্নের তরফে জানানো হয়েছিল, রাজ্যের বিমানবন্দরগুলি শুধু যাত্রী পরিবহণ নয়, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা হবে। তাই কমপক্ষে ৯০ আসনসংখ্যা বিশিষ্ট বিমান ওঠানামার জন্য পর্যাপ্ত রানওয়ে বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত রানওয়ে বানানোর জন্য মোট ১৮০০ মিটার জমির প্রয়োজন। ফলে বড় বিমান নামানোর ক্ষেত্রে এখনও আরও প্রায় ৪০০ মিটার রানওয়ে প্রয়োজন। কীভাবে রানওয়ে বাড়ানো যাবে, তা খতিয়ে দেখতে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সদস্যরাও আসেন। কিন্তু এখন সেই প্রকল্প বিশবাঁও জলে। ভার্চুয়াল বৈঠকে বিপ্লব মিত্রকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে যেন কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে গেল।

এদিকে, মালদা বিমানবন্দরের রানওয়ের কাজ শেষ হয়েছে বছর পাঁচেক আগে। কিন্তু এখনও চালু হয়নি বিমান পরিষেবা।

মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, ‘মালদায় বিমান পরিষেবা চলতি বছরেই চালু হবে। বিমানবন্দরের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। আমরা এনিয়ে প্রোজেক্ট তৈরি করে রাজ্যে পাঠিয়েছিলাম। সরকারের তরফে সবুজ সংকেত মিলেছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকায় বিমানবন্দরের টিকিট কাউন্টার, লাউঞ্জ, ফুড জোন তৈরি করার পাশাপাশি উন্মুক্ত সীমানা প্রাচীরের কাজ হবে।’ ইতিমধ্যেই প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মালদা বিমানবন্দরের রানওয়ে পূর্বদিকে বাড়ানো হয়।

মালদা শহরের বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী কমলেশ বিহানী বলেন, ‘মালদায় বিমান পরিষেবা চালু হলে প্যাসেঞ্জারের অভাব হবে না। প্রতি বছরই আমরা শুনে আসছি, মালদায় বিমান পরিষেবা চালু হবে। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে কোথায়?’

উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী কে রামমোহন নাইডুর সঙ্গে আমি দেখা করেছি, যাতে মালদা বিমানবন্দরকে চলাচলের উপযোগী করে বিমান পরিষেবা দ্রুত চালু করা যায়।’ দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, ‘মালদা বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালুর জন্য সংসদে দাবি তুলেছি।’

“
মালদায় বিমান পরিষেবা চলতি বছরেই চালু হবে। বিমানবন্দরের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। আমরা এনিয়ে প্রোজেক্ট তৈরি করে রাজ্যে পাঠিয়েছিলাম। সরকারের তরফে সবুজ সংকেত মিলেছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- নীতিন সিংহানিয়া
জেলা শাসক, মালদা

উড়ানে আশা-নিরাশা
- বালুরঘাটে বিমানবন্দরের পরিকাঠামোর কাজ থমকে
- তবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মালদা বিমানবন্দরের রানওয়ে পূর্বদিকে বাড়ানো হয়
- মালদায় দ্রুত কাজ শেষ করতে আরও ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে

যাত্রীবোঝাই গাড়ি উলটে জখম ২০

মালদা, ২১ মে : টোটোকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে গেল একটি যাত্রীবোঝাই ম্যাক্সি ট্যাক্সি। ঘটনায় ২০ জন যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন। বুধবার দুপুরে মালদার ইংরেজবাজার থানার অমৃতি বটতলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। তাঁদের মধ্যে দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। ঘটনায় এদিন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ম্যাক্সি ট্যাক্সিটি মালদার দিকে আসছিল। অমৃতি বটতলি এলাকায় একটি টোটো হঠাৎ গাড়ির সামনে চলে আসে। টোটোটিকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় এবং পুলিশের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র পেশ শুরু

বুনিয়াদপুর, ২১ মে : আলো মহিলা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের পরিচালন সমিতির নির্বাচন উপলক্ষ্যে বুধবার মনোনয়ন পেশের প্রথম দিন ছিল। তবে এদিন কোনও সদস্য মনোনয়নপত্র জমা করেননি। যদিও আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মনোনয়ন দেওয়া যাবে। এবিষয়ে ব্লক সমবায় পরিদর্শক ময়ূখ চক্রবর্তী বলেছেন, ‘আটটি নির্বাচনক্ষেত্রে ২২০৮ জন মহিলা সদস্য ভোট দেবেন। চারটি পঞ্চায়েতে ২০টি আসনে ও পুরসভায় ২৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আগামী ১৫ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

পুড়ল বাড়ি

মানিকচক, ২১ মে : মঙ্গলবার মাঝরাতে মানিকচকের এনায়েতপুরে শেখ আজিজুল নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি পুড়ে যায়। এই এলাকার পশ্চিমপাড়ায় আজিজুলের বাড়ি। বর্তমানে তিনি মুম্বইয়ে ভ্যানরিকশা চালান। যে সময় ঘটনাটি ঘটে সেই সময় নাবালক তিন সন্তানকে নিয়ে আজিজুলের স্ত্রী পিয়ারি বিবি ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে পিয়ারি চোখের সামনে আগুন দেখে তিন সন্তানকে নিয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হন। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সবাই মিলে চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। গয়না, নগদ টাকা, আসবাবপত্র, জামাকাপড়, মোটরবাইক পুড়ে যায়। শর্টসার্কিটের জেরে আগুন লাগে বলে স্থানীয়দের দাবি।

রক্তদান শিবির

পুরাতন মালদা, ২১ মে : প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার পুরাতন মালদা ব্লক দপ্তরে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিডিও সেঁজুতি পাল সহ ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মী-আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা রক্তদানে অংশ নেন। এদিনের শিবির থেকে ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। শিবিরে জয়েন্ট বিডিও পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়দীপ মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

পতিরাম, ২১ মে : মঙ্গলবার রাত আটটার সময় দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম বাইপাস এলাকায় এক সাইকেল আরোহীকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি টোটো। আহত হন কদমতলির বিচিত্র সূত্রধর (৫৭) নামে এক ব্যক্তি। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিলুপ্তির পথে বিরল প্রজাতির মালদার আম

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২১ মে : মালদার গর্ব ও স্বাদে অতুলনীয় দুধকুমার, আড়াজম্মা, দুধিয়া, ফুনিয়ার মতো বিরল প্রজাতির আম। কিন্তু বর্তমানে সেগুলি প্রায় বিলুপ্তির পথে। নির্বিচারে আম গাছ কেটে ফেলা ও নতুন করে গাছ না লাগানোর ফলে ওই ঐতিহ্যবাহী প্রজাতির আম মালদা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

একসময় জেলাজুড়ে প্রায় ১২০০ হেক্টর জমিতে ওই প্রজাতির আম গাছগুলির বাগান থাকলেও বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০০ হেক্টর জমিতে। এমন পরিস্থিতিতে ওই প্রজাতির আমগুলিকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নিল উদ্যান পালন দপ্তর ও সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাব-ট্রপিক্যাল হর্টিকালচার। তারা যৌথভাবে এমন উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এবিষয়ে উদ্যান পালন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক বলেন, ‘ওই প্রজাতির আম গাছগুলিকে সংরক্ষণের জন্য আমরা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাব-ট্রপিক্যাল হর্টিকালচারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছি। যে বাগানগুলিতে এখনও ওই প্রজাতির গাছ রয়েছে। সেখান থেকে চারা তৈরি করে বিশেষ সংরক্ষণাগারে সেগুলি বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।’

মালদা জেলায় প্রায় ২৫০ রকম প্রজাতির আম হয়। এগুলির মধ্যে দুধকুমার, আড়াজম্মা, দুধিয়া, ফুনিয়ার মতো বেশ কিছু বিশেষ প্রজাতির আম আর দেখাই যায় না।

একসময় পুরাতন মালদার সাহাপুর, মুচিয়া, মহিষবাথানি, ইংরেজবাজার, মানিকচক ব্লক সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় আম বাগানে ওই প্রজাতির আম গাছগুলি দেখা যেত। কিন্তু একের পর এক বাগান কেটে জমির প্লট তৈরি করার ফলেই বর্তমানে এমন অবস্থা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে পরিবেশপ্রেমীরা।

আবার বাগান মালিকদেরও নতুন করে ওই প্রজাতির চারা লাগানোর কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। ওই আমগুলি শুধু সুস্বাদুই নয়, পুষ্টির দিক থেকেও যথেষ্ট ভালো। আমগুলির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বেশি থাকায় রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি বিদেশেও ওই আমগুলির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। উদ্যান পালন দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে জেলায় ৩১,৮১২ হেক্টর জমিতে আম বাগান রয়েছে। তার মধ্যে কোথাও ১০-১২টি, আবার কোনও বাগানে সর্বোচ্চ ১০০টির মতো গাছ রয়েছে।

পুরাতন মালদার মুচিয়ার এক আমচাষি মহিদুর রহমান বললেন, ‘আমাদের জেলা থেকে ওইসব গাছ এখন বিলুপ্তির পথে। আগে এলাকার আম বাগানগুলিতে ওই গাছগুলি দেখা যেত। যথেচ্ছ হারে বাগান ধ্বংস করার ফলে সেগুলি এখন নেই বললেই চলে। নতুন করে গাছ না লাগালে একেবারে বিলুপ্তি হতে আর বেশি সময় লাগবে না।’

হারিয়ে যাচ্ছে আম
- মালদা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু বিরল প্রজাতির আম
- যথেচ্ছ হারে গাছ কাটা ও নতুন করে চারা না লাগানোর ফলে এমন অবস্থা
- আমগুলি যেমন সুস্বাদু তেমন পুষ্টিকর
- সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ প্রশাসনের

দেহ উদ্ধার

বৈষ্ণবনগর, ২১ মে : বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার কুম্ভীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখপাড়ায় বুধবার এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম টুম্পা সাহা (২৮)। আট বছর আগে রিতম সাহার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। এর আগে একাধিকবার সালিশি সভা করে তাঁদের বিবাদ মেটানো হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। বুধবার দুপুরে তাঁদের মধ্যে আবার অশান্তি শুরু হয়। তখন টুম্পা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর তাঁর স্বামী টুম্পাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁকে বেদারাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিলান্যাস

গাজোল, ২১ মে : গতিশক্তি প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আদিনা রেলস্টেশনে হবে গুডস ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ। এই কাজের জন্য ৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে এই কাজের শিলান্যাস করেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল সাহা, কাটিহার ডিভিশনের চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার সঞ্জয় কুমার, ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার নরেশ কুমার প্রমুখ। পুরাতন মালদার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিনা স্টেশন থেকে গুডস ইয়ার্ড পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৬০০ মিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়। পাশাপাশি, গুডস ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণ ও মার্চেন্ট রুমের শিলান্যাসও করা হয়েছে।

উদ্বোধন

কালিয়াচক, ২১ মে : ন্যায্যমূল্যের ওষুধ শাকসবজি ও র‍্যাশনের পর এবার সুফল বাংলা মৎস্য বিক্রয়কেন্দ্রে ন্যায্যমূল্যের মাছ পাওয়া যাবে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকন্যা থেকে সুফল বাংলা মৎস্য প্রকল্পের বিক্রয়কেন্দ্রেটি উদ্বোধন করেন। ফিতে কেটে জায়গাটি উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী তজমুল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজবাজারের বড় সাগরদিঘি মৎস্য ফার্মের পাশে সুলভ মূল্যের মাছের বাজার প্রতিদিন বসবে। সকাল সাতটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এই বাজার খোলা থাকবে। জেলা শাসক নীতিন বলেন, ‘বড় সাগরদিঘি এলাকায় মৎস্য ফার্ম রয়েছে। সেখানে মাছের চাষ করা হয়। এবার থেকে সুফল বাংলার অধীনে মাছের বাজার বসবে। সেখানে সুলভ মূল্যে মাছ পাওয়া যাবে।’

রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন

মালদা ব্যুরো

২১ মে : ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির আত্মবলিদান দিবস পালন করল কংগ্রেস। বুধবার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেসের তরফে রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালিত হয়। সকালে জেলা কংগ্রেস কার্যালয় হায়াত ভবনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন জেলা কংগ্রেসের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মোত্তাকিন আলম, কালীসাধন রায় সহ অন্যরা। অন্যদিকে, মঙ্গলবাড়ি রাজীব গান্ধি পুর বাজারের সামনে আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন কংগ্রেস নেতা ভূপেন্দ্রনাথ হালদার, শিবনাথ সুকুল, প্রাণতোষ ঘোষ, ছাত্র নেতা মান্তু ঘোষ। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। এদিকে, বৈষ্ণবনগর থানার বেদারাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস পার্টি অফিসেও রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সিটু শেখ সহ কংগ্রেসের অন্য নেতা-কর্মীরা। হরিশ্চন্দ্রপুরে রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন করা হয় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে।

সময় পরিবর্তন

রায়গঞ্জ, ২১ মে : ২২ এবং ২৪ মে’র জন্য রাধিকাপুর- শিলিগুড়ি ডিএমইউ-এর সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ইসলামপুরের আলুয়াবাড়িতে ট্রাফিক ব্লকের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রেল জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৬টার পরিবর্তে ট্রেনটি সকাল সাড়ে ৮টায় রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেবে। এর পাশাপাশি যোগবাণী- শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি-বালুরঘাট ট্রেনের সময়ও পরিবর্তন করা হয়েছে। যোগবাণী-শিলিগুড়ি ভোর সাড়ে ৪টার পরিবর্তে সকাল সাড়ে ৬টায় এবং বালুরঘাট-শিলিগুড়ি সকাল ৮টার পরিবর্তে সকাল ১০টায় ছাড়বে। বেশ কিছু ট্রেনকে বুধবার থেকে ঘুরপথে চালানো হচ্ছে।

আত্রেয়ী নদীতে মাছ ধরতে ব্যস্ত জেলেরা। বুধবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

হাসপাতালে হিপ রিপ্লেসমেন্ট সাজারি

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ মে : ফের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সফলভাবে হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি হল। ৫১ বছর বয়সি রিন্টু দাস বালুরঘাট শহরের চকভৃগুর বাসিন্দা। বেশ কিছুদিন আগে এক দুর্ঘটনায় তাঁর ডান পায়ে আঘাত লাগে। সেই সময় চিকিৎসা করা হলেও সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি। হাঁটাচলায় তাঁর সমস্যা হচ্ছিল। সমস্যা ক্রমাগত বেড়ে চলায় ৯ মে তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর হাসপাতালের চিকিৎসকরা রিন্টুর অস্ত্রোপচারের কথা চিন্তাভাবনা করেন। ১৬ মে এই হাসপাতালে তাঁর হিপ রিপ্লেসমেন্টের অস্ত্রোপচার হয়। তারপর থেকে প্রায় এক সপ্তাহ রিন্টুকে হাসপাতালে রেখে পর্যবেক্ষণ করা হয়। গত মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি বাড়িতে আছেন। রিন্টু দ্রুতই আগের মতো স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবেন বলে চিকিৎসকদের আশা।

রিন্টু বলেন, ‘আমার ডান পায়ে সমস্যা ছিল। হাঁটাচলা করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এরপর বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর আমাকে হিপ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে বলে চিকিৎসকরা জানান। আপাতত অনেকটা সুস্থ হয়েছি। ধীরে ধীরে হাঁটাচলা করতে পারছি।’ সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বললেন, ‘বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সম্পূর্ণ হিপ রিপ্লেসমেন্ট সাজারি খুব কম হয়েছে। অনেকদিন আগে একবার আমাদের হাসপাতালে এই অস্ত্রোপচার হয়েছিল। এবারেও অস্ত্রোপচারটি সফল হয়েছে। রোগী বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন।’ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সকলের প্রচেষ্টায় অস্ত্রোপচারটি সফল হয়েছে বলে তিনি জানান।

“
বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সম্পূর্ণ হিপ রিপ্লেসমেন্ট সাজারি খুব কম হয়েছে। অনেকদিন আগে একবার আমাদের হাসপাতালে এই অস্ত্রোপচার হয়েছিল। এবারেও অস্ত্রোপচারটি সফল হয়েছে। রোগী বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন।

- কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ
সুপার, ‘বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল

সরেছে রাস্তার নীচের মাটি, বাড়ছে বিপদ

মুরতুজ আলম

সামসী, ২১ মে : গ্রামের রাস্তার একপাশে কয়েক বিঘার একটি বড় পুকুর রয়েছে। পুকুরপাড়ের কংক্রিটের পাকা রাস্তার তলার মাটি ধসে গিয়েছে। এর জেরে বড়সড়ো বিপদের আশঙ্কা জোরালো হয়েছে। এবিষয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে রতুয়া-২ ব্লকের মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীপুর দরগাপাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গির রহমান খান বললেন, ‘বছর সাতেক আগে এই পাকা রাস্তাটি তৈরি করা হয়। পুকুরপাড় লাগোয়া ওই রাস্তার তলা থেকে মাটি ধসে পুকুরে পড়ছে। নীচে মাটি না থাকায় রাস্তা কার্যত শূন্যে ভাসছে। গ্রামবাসীরা অন্য কোনও উপায় না থাকায় বিপজ্জনক ওই রাস্তার ওপর দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন।’ মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর অবশ্য আশ্বাস, ‘বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় পুকুরপাড়ে গার্ডওয়াল তৈরি করা হবে।’

মোটরবাইক, সাইকেল, টোটো, অ্যাম্বুল্যান্স ছাড়াও ভারী যানবাহন এই রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করে। কিন্তু এই রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা আরিফুল মিয়াঁর কথায়, ‘রাস্তা বাঁচাতে হলে পুকুরপাড়ে গার্ডওয়াল তৈরি করে মাটি ভরাটের কাজ অবিলম্বে শুরু করা দরকার। না হলে যে কোনওদিন রাস্তা ভেঙে যাবে। চলাচলের পথ বেহাল হলে শ্রীপুর দরগাপাড়ার বাসিন্দারা বিপদে পড়বেন।’ পেশায় শিক্ষক স্থানীয় বাসিন্দা রাকিব খান বললেন, ‘কংক্রিটের ঢালাই পাকা রাস্তা বাঁচাতে পুকুরপাড়ে গার্ডওয়াল নির্মাণের জন্য অনেকবার প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজই হয়নি।’ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

রাস্তার এই অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ জমছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। গ্রামবাসীরা জানান, যা পরিস্থিতি, তাতে যে কোনও সময়ে বড়সড় সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। এই অবস্থার কথা প্রশাসনের জানা নেই, তা নয়। তবে গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শোনার কেউ নেই বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

পাকা রাস্তার তলার মাটি ধসে গিয়েছে। বুধবার শ্রীপুর দরগাপাড়ায়।

“
বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় পুকুরপাড়ে গার্ডওয়াল তৈরি করা হবে।

- আব্দুর রহিম বক্সী
বিধায়ক, মালতীপুর

SHARDA UNIVERSITY
Beyond Boundaries
Your journey starts with a Sharda Degree.
500+ CORPORATES ARE THE NEXT STEP.

PRESTIGIOUS RECOGNITIONS
nirf RANKING 2024 86th
NBA B.Tech MBA
Times School Management Ranking 2025 4th
ENGINEERING National Ranking 2024 14 | 12 | 7
THE World University Rankings 2025 Asia 401-500

INVITING APPLICATION FOR
- Computer Science & Engg.
- AI & ML • AI & Data Science
- Blockchain Technology
- Augmented & Virtual Reality
- Cloud Computing & IoT
- Networking & Cyber Security
- Robotics & Automation
- Computer Applications
- Information Technology
- Electrical and Electronics Engg.
- Electronics & Comm.Engg.
- Civil Engineering
- Mechanical Engineering
- Biotechnology • Mathematics
- Physics • Chemistry • Zoology
- Data Science & Analytics
- Bio-Chemistry • Microbiology
- Food Science & Technology
- Management • Economics
- Commerce • Medical • Dental
- Animation, VFX & Gaming
- Interior Design
- Fashion Design
- Communication Design
- Film, TV & OTT Production
- Journalism & Mass Comm.
- Humanities & Social Sciences
- English • Integrated Law
- Forensic Sciences
- Optometry • Physiotherapy
- Medical Laboratory Technology
- Radiological Imaging Technology
- Cardiovascular Tech.
- Nutrition & Dietetics
- Clinical Psychology
- Pharmacy • Nursing

UPTO 100% SCHOLARSHIP FOR MERITORIOUS STUDENTS & VARIOUS OTHER CATEGORIES
9205883458, 9205883450 www.sharda.ac.in
Campus: Plot No. 32, 34, Knowledge Park-III, Greater Noida (Delhi-NCR)

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বৃষ্টিভেজা বিকেলে।। গজলডোবা সেতুর ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দপাড়ার অরুণিমা চক্রবর্তী।

লক্ষ্য '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন

শশাঙ্ক-চৈতন্যের নীতিতে ভরসা পদ্মের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২১ মে : রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যত মত, তত পথ'। সব মতে বিশ্বাস না রাখলেও, ভোটের অঙ্কে সমস্ত পথ খোলা রাখার ক্ষেত্রে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী তেমন নেই। যেমন হঠাৎই মালদা বিজেপির নজরে এখন স্বাধীন বাংলার শেষ রাজা শশাঙ্ক এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

'২৬-এ চোখ রেখে পদ্ম শিবিরের নেতারা তাই মালদার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে হাতিয়ার করে নতুন পথে হাঁটতে চাইছেন। ওই পথেই শশাঙ্কের রাজধর্ম আর চৈতন্যদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ইতিহাসবিদদের উপস্থিতিতে দুই মনীষীর আদর্শ নিয়ে একটি সেমিনারও হয়েছে মালদা বিজেপির উদ্যোগে।

'চলো পালটাই', প্রাথমিকভাবে '২৬-এর ভোটে বিজেপির ক্যাচ লাইন। শহর থেকে গ্রাম, রাজ্যে সরকার পালটানোর বার্তা দেওয়া শুরু করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের নির্দিষ্ট পথে হাঁটতে গিয়ে পালটেছে মালদা বিজেপিও। মহারাষ্ট্রের বিজেপি যেমন ভোট এলেই সামনে নিয়ে আসে ছত্রপতি শিবাজিকে, তেমনই গৌড়বঙ্গের বিজেপি শশাঙ্ক আর চৈতন্যদেবকে তুলে ধরতে চাইছে নির্বাচনি ময়দানে। শশাঙ্ক আর চৈতন্যদেবের সঙ্গে মালদার মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। সেই আবেগকেই উসকে দিতে চাইছেন পদ্ম নেতারা। পরিকল্পনায় রয়েছে শশাঙ্কের রাজধর্ম তুলে ধরার। যা স্পষ্ট হয় বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। তিনি বলছেন, 'আমরা যদি ইতিহাস ঘাঁটি তবে দেখতে পাব, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজির আদর্শ মেনে চলা হয়। তেমনই আমাদের বাংলার ক্ষেত্রে শেষ স্বাধীন হিন্দু সম্রাট শশাঙ্কের গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর নীতিতে বাংলাকে শাসন করা গেলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন বাংলার প্রতিটি মানুষের আর্থিক উন্নতি।'

নয়া উদ্যোগ

- শশাঙ্ক ও চৈতন্যদেবের মালদা সম্পর্ককে হাতিয়ার করার চেষ্টা বিজেপির
- দুই মনীষীর রাজধর্ম ও সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বাড়ি বাড়ি প্রচারের সিদ্ধান্ত
- জেলার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে সিংহভাগ দখলে ভরসা শশাঙ্ক ও চৈতন্যদেব

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, সংস্কার পালটাতে গেলে প্রাচীন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা শশাঙ্ককে অনুকরণ এবং অনুসরণ করতে হবে। যেমনটা ছত্রপতি শিবাজিকে করে মহারাষ্ট্র।'

যে কোনও নির্বাচনেই বিজেপির তাস ধর্ম-জাতপাত। বাংলার ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে হিন্দুত্বে সওয়াল করে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটাতে তৎপর বিজেপি। আদিবাসী মন জয় করার পাশাপাশি অতীতে মালদাতেও ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটিয়ে টানা দু'বার উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র দখলে রেখেছে বিজেপি।

'২১-এর ভোটে চারটি বিধানসভা কেন্দ্র দখল করেছে। সেখানে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে হাতিয়ার করা নিয়ে অনেকের মনে খটকা লেগেছে। কারণ, চৈতন্যদেব জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেছেন। যা স্বীকার করে নিয়ে অজয় বলছেন, 'চৈতন্যদেব সব ধরনের মানুষকে একই চোখে দেখতেন। তাঁর কাছে মানুষের মধ্যে জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল না।'

তাহলে কি জেলার হাতের বাইরে থাকা ৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়তি নজর রেখে সংখ্যালঘুদের কাছেও পৌঁছাবে গেরুয়া বাহিনী? ভাঙছেন না কোনও বিজেপি নেতা। এখন দেখার 'চলো পালটাই' বার্তা দিতে গিয়ে কতটা পালটায় বিজেপি।

বিধবাকে মারধর ও জমি দখলের চেষ্টা

পতিরাম, ২১ মে : এক বিধবা মহিলাকে মারধর করে তাঁর বাড়ি ও জমি দখলের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল মহিলার ভাসুরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুরের গোপালবাটি পঞ্চায়েতের কামালপুর এলাকার। মৃত দুলাল মুর্মুর স্ত্রী ভারতী টুডুর অভিযোগ, তাঁর ভাসুর বাবুলাল মুর্মু তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এছাড়া আরও তিনজনের সাহায্যে তাঁর চাষের জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে মহিলা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার পতিরাম থানায় এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভারতী। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে এলাকাবাসীর দাবি, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

ভারতী জানান, তাঁর স্বামী দুলালের মৃত্যুর পর তিনি চার বিঘা জমির মধ্যে দুই বিঘা জমিতে চাষ করে তাঁর মেয়ে ও শাশুড়ির ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। বাকি দুই বিঘায় বাবুলাল চাষ করেন। অভিযোগ, সম্প্রতি বাবুলাল তাঁদের মারধর করে বাড়ি থেকে সত্তর মন ধান লুঠ করে নিয়ে গিয়েছেন। তারপরেও তাঁদের বাড়ি ও জমি দখল করতেও বাবুলাল তৎপর। ভারতীর মেয়ে পূজা মুর্মু বলেন, 'আমাদের যেমন জমির অংশ রয়েছে, তেমনই জ্যাঠারও রয়েছে। তবু আমাদের উচ্ছেদ করতে চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমাকে এবং আমার মা-কে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে।'

প্রশিক্ষণ শিবির

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ মে : হরিশ্চন্দ্রপুর দমকলকেন্দ্র বুধবার একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল। সরকারি দপ্তর বা স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেলে দমকল আসার আগে কীভাবে সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে তা ওই শিবিরে শেখানো হয়। বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, এনসিসি ক্যাডেটদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দমকল অধিকর্তা প্রবীরকুমার রায় বলেন, 'আগুন লাগলে কীভাবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে সবাইকে শেখানো হয়েছে।'

রক্তদান

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ মে : চাঁচল মহকুমাজুড়ে রক্তসংকট কাটাতে এগিয়ে এলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতি এবং মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ। বুধবার তাঁদের যৌথ উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর কসমস ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৩৩ জন রক্ত দান করেন। তার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল বেশি। এপ্রসঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'জেলাজুড়ে রক্তসংকট চলছে। মরণাপন্ন রোগীরা প্রয়োজনে রক্ত পাচ্ছেন না। আমরা তাই হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় রক্তের ঘাটতি মেটানোর জন্য এই শিবিরের আয়োজন করেছিলাম।' আগামীতে এই ধরনের শিবির ফের আয়োজন করা হবে বলেও তিনি জানান।

জমিজট মিটলে দমকলকেন্দ্র কালিয়াচকে, আশ্বাস সাবিনার

আগুন লাগলেই সর্বনাশ

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২১ মে : কালিয়াচকে আগুন লাগলেই সর্বনাশ। কারণ ১৫ কিলোমিটার দূর থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসতে আসতেই সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেমনটা দিন কয়েক আগেই কালিয়াচক ও ইংরেজবাজারের মাঝামাঝি এলাকা মধুঘাটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হয়েছিল। অভিযোগ, কালিয়াচক ও তার সংলগ্ন এলাকায় আগুন লাগলে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রায় এক-দু'ঘণ্টা পর। এখনও কালিয়াচকে কেন দমকলকেন্দ্র হচ্ছে না, তা নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে কটাক্ষ করে পোস্টের ছড়াছড়ি সোশ্যাল মিডিয়াতেও। এতদিন ধরে কালিয়াচকে কেন দমকলকেন্দ্র হচ্ছে না, তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। দমকলকেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ টাকাই বা কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যদিও সাবিনার বক্তব্য, 'কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। ইতিমধ্যে দমকলমন্ত্রীর সঙ্গে এবিষয়ে বৈঠক করেছি। প্রাথমিকভাবে যদুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।' কিন্তু জমিটি অন্য দপ্তরের অধীনে থাকায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। জমি নিয়ে সমস্যা মিটলেই দমকলকেন্দ্র তৈরি করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

তবে মন্ত্রী যতই বলুন না কেন জনগণের ক্ষোভ কিন্তু তাতে এতটুকু প্রশমিত হচ্ছে না। বিশেষত গত বুধবারের ঘটনা তাঁদের এই ক্ষোভকে আরও বাড়িয়েছে। সেদিন রাতে ইংরেজবাজারের মধুঘাট এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি ধাবায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দুটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কালিয়াচক লাগোয়া এই জায়গাটি খাতায় কলমে ইংরেজবাজারের মধ্যে হলেও মূল শহর থেকে অনেকটাই দূরে। ফলে সেখানে আগুন লাগার বেশ কিছুক্ষণ পরে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছায়। ততক্ষণে সবকিছু শেষ। এদিকে, ওই ধাবা থেকে একটু দূরেই ছিল পেট্রোল পাম্প। সেখান পর্যন্ত আগুন ছড়ালে আরও বড় ক্ষতি হতে পারত।

চলতি মাসের ৫ তারিখে গিয়াসু মোড়ে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি কাঠের ফার্নিচারের দোকান। অভিযোগ, সেখানে দমকলের ইঞ্জিন এসেছিল প্রায় দু'ঘণ্টা পর। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬ লক্ষেরও বেশি টাকার জিনিস। এছাড়া গত ১৯ মার্চ রাতে জালালপুরের ডাঙ্গা এলাকায় গদি ও সোফা তৈরির দোকানে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেখানেও দমকল পৌঁছানোর আগে এলাকাবাসীর চেষ্টাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিস। এছাড়া কালিয়াচকের প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গি এলাকায় গত নভেম্বর মাসের ১ তারিখ একটি খেলনার দোকানে আগুন লেগে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। এর আগেও চৌরঙ্গি এলাকার ৫০টির বেশি দোকান পুড়ে গিয়েছিল। সুজাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে এবং স্টেশন রোডে শতাধিক প্লাস্টিকের গোডাউন রয়েছে। মাঝেমধ্যেই সেখানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যথেষ্ট দেরিতে পৌঁছোনোয় ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষক বিপ্লব দাসের কথায়, 'ইংরেজবাজার থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসতে সময় লাগে। ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়। এত কিছুর পরেও কালিয়াচকে কেন দমকলকেন্দ্র হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না।'

"কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য আমরা সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি। ইতিমধ্যে দমকলমন্ত্রীর সঙ্গে এবিষয়ে কয়েক দফা বৈঠকও করেছি। প্রাথমিকভাবে যদুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।

সাবিনা ইয়াসমিন
প্রতিমন্ত্রী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

কবে কোথায় অগ্নিকাণ্ড

- **১৪ মে, ২০২৫** মধুঘাট এলাকার এক ধাবায়
- **৫ মে, ২০২৫** গিয়াসু মোড়ের একটি কাঠের ফার্নিচারের দোকানে
- **১৯ মার্চ, ২০২৫** জালালপুরের ডাঙ্গা এলাকায় গদি ও সোফা তৈরির দোকানে
- **১ নভেম্বর, ২০২৪** চৌরঙ্গি এলাকার একটি খেলনার দোকানে

"প্রশাসনের তরফে নাকি দমকলকেন্দ্রের জায়গা খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত জায়গা ঠিক হচ্ছে না। এদিকে, কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র না থাকায় এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মানুষজন প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

আজিজুর শেখ, ব্যবসায়ী

মোল্লাদিঘি-ফকিরগঞ্জে বেহাল রাস্তা

অল্প বৃষ্টিতেই ভোগান্তি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২১ মে : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোল্লাদিঘি থেকে ফকিরগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি বর্তমানে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বহুদিন ধরেই এই রাস্তায় গর্ত এবং বালির স্তূপের কারণে যান চলাচল বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। প্রতিদিন এই রাস্তায় টোটো, অটো, বাইক এবং অন্যান্য যানবাহনের চাকা গর্তে আটকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষকেও নিত্যদিন ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

সম্প্রতি, বৃষ্টিপাতের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশে জল জমে তৈরি হয়েছে বিশাল আকৃতির জলাধার। এলাকাবাসী উপহাস করে বলছেন, রাস্তায় এখন মাছ চাষ কিংবা স্নান করার মতো জলাধার তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে মোল্লাদিঘি বাজার সংলগ্ন রাস্তাটির অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। কিছুদিন আগে ওই এলাকায় একটি নিকাশিনালা নির্মিত হলেও বৃষ্টির পরে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে সেই নিকাশিনালার ঢাকনার উপর দিয়েই চলাচল করছেন।

গর্তে ভরা রাস্তায় এভাবেই জমে থাকে জল।

স্থানীয় বাসিন্দা রাশিদুল মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কয়েক বছর ধরে এই রাস্তা ভেঙে পড়ে রয়েছে, অথচ কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। একদিনের বৃষ্টিতেই অবস্থা এমন হয়েছে যে ভাবাই যায় না।' এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত রাস্তার সংস্কার না হলে বর্ষার সময়ে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য ইরা রায় বলেন, 'রাস্তার সংস্কারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন।' একই সুরে এলাকার বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি জানা আছে, আমরা দেখছি।' তবে এলাকাবাসীর একটাই প্রশ্ন, কবে মিলবে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি? প্রশাসন থেকে আশ্বাসের পর আশ্বাস আসলেও কার্যকরী পদক্ষেপের অভাবে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বেড়েই চলেছে।

মানিকচকে মৃত শ্রমিকের দেহ উধাও

মানিকচক, ২১ মে : মানিকচকে কাজ করতে এসে দুর্ঘটনায় মৃত কালিয়াচকের এক শ্রমিকের দেহ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার মানিকচকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুরে পিএইচই দপ্তরের অধীনে একটি উচ্চ জলাধারের নির্মাণকাজ চলছিল। কাজ শুরুর সময় হঠাৎ অনেকটা উঁচু থেকে পড়ে যান আবিদ শেখ (৪৩) নামে ওই শ্রমিক। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের সুজাপুরের বাখরপুরে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর চাউর হতেই এলাকায় গ্রামবাসীরা ভিড় জমাতে শুরু করেন। তখন তড়িঘড়ি কাজের ভারপ্রাপ্ত সংস্থার তরফে শ্রমিকের মৃতদেহ সরিয়ে দেওয়া হয় বলে গ্রামবাসী ও আবিদের সহকর্মীদের অভিযোগ। এদিন বিকেল অবধি আবিদের দেহের কোনও হদিস মেলেনি।

ডাক্তারি পরীক্ষার অজুহাতে দেহ হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা। তবে কাছেই মানিকচক হাসপাতাল থাকলেও সেখানে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আবিদের সহকর্মীদের দাবি, বিতর্ক এড়াতে দেহ সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে সন্ধ্যার পর থেকে বারবার পিএইচই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার উত্তরা সাহাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। পরে তিনি ফোন বন্ধ করে দেন। উঁচুতে জলাধার নির্মাণের কাজ করার সময় হঠাৎই অসাবধানতাবশত আবিদ নীচে পড়ে যান বলে তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন। আরেক শ্রমিক আবদুল রউফ বলেন, 'মাল নিয়ে যাওয়ার সময় উঁচু সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল আবিদ। আমরা সকলে তখনই নীচে নেমে এসে দেখি যে ও মারা গিয়েছে।' তবে মৃতদেহ কোথায় নিয়ে যাওয়া হল সেই প্রশ্নের উত্তরে রউফ বলেন, 'কোম্পানির লোক আবিদের দেহ কোথায় নিয়ে গিয়েছে আমরা জানি না।'

বৈষ্ণবনগরে লিচু চোর

বৈষ্ণবনগর, ২১ মে : বৈষ্ণবনগর থানার মন্ডাই এলাকায় লিচু চুরি করতে গিয়ে বুধবার সকালে ধরা পড়ে দু'জন। বেশ কিছুদিন ধরে ওই এলাকায় লিচু চুরি হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠছিল। চোর ধরতে ওঁত পাতেন বাগানের মালিকরা। এরপর লিচু চুরি করার সময় সমাউন শেখ ও রাজু শেখকে হাতেনাতে ধরেন তাঁরা।

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মালদা, ২১ মে : বুধবার বৈষ্ণবনগর থানার শুকপাড়ায় ঘর থেকে এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের নাম টুম্পা সাহা (৩১)। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেলের কাজের গতিতে অসন্তুষ্ট জেনারেল ম্যানেজার

বালুরঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনে এনএফ রেলের জেনারেল ম্যানেজার।

পঙ্কজ মহন্ত ও বিধান ঘোষ

বালুরঘাট ও হিলি, ২১ মে : অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় বালুরঘাট স্টেশনে কাজের অগ্রগতি নিয়ে বুধবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মালিগাঁও ডিভিশনের কনস্ট্রাকশন জেনারেল ম্যানেজার অরুণকুমার চৌধুরী বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

এদিন বালুরঘাট রেলস্টেশনে নেমে স্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি জানান, অত্যন্ত ধীরগতিতে কাজ হচ্ছে। অন্যদিকে স্টেশনের উন্নতির ক্ষেত্রে রেলের কোনও স্থির লক্ষ্য নেই বলে অভিযোগ করলেন একলাখি বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিশ্বর রায়। এদিন রেলের কনস্ট্রাকশন জেনারেল ম্যানেজার এসে সেই দিকেই নজর দিলেন। আশঙ্কার সুরে অরুণের প্রশ্ন, 'কাজ এইভাবে এগোলে কীভাবে ডিসেম্বরের মধ্যে সব শেষ হবে?'

এবিষয়ে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর এই বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।' অন্যদিকে সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের মতে, 'জেনারেল ম্যানেজার তাঁর মতো কাজ করবেন। আমি তাতে হস্তক্ষেপ করব না। প্রয়োজন হলে তিনি আমার সঙ্গে ঠিক কথা বলবেন।'

এব্যাপারে একলাখি বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতি একাধিকবার লিখিতভাবে রেলের বিভিন্ন দপ্তরে কাজের গাফিলতি নিয়ে অভিযোগও করেছে। এদিন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিশ্বরের অভিযোগ, 'স্টেশনে কাজের ক্ষেত্রে অদৃশ্য হস্তক্ষেপ রয়েছে।'

অন্যদিকে বালুরঘাট হিলি রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে বেনিয়ম দেখলেই তা মেসেজ করে জানানোর কথা বললেন রেলকর্তা। বুধবার দুপুরে নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন এনএফ রেলের জেনারেল ম্যানেজার। রেলের ইঞ্জিনিয়ারদেরও সতর্ক করেন। অরুণ বলেন, 'কোথাও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে না। অনেকেই কাজের মান পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। তবে বলব, কাজে বেনিয়ম দেখলে আমাদের মেসেজ করুন। কিন্তু খারাপ কাজের গুজব ছড়ালে হবে না। আমরা চাই সবার সহযোগিতায় ভালো কাজ হোক।'

"কাজ এইভাবে এগোলে কীভাবে ডিসেম্বরের মধ্যে সব শেষ হবে?

– **অরুণকুমার চৌধুরী**
জেনারেল ম্যানেজার

চুরির অভিযোগে ধৃত পরিচারিকা

রায়গঞ্জ, ২১ মে : মালিকের বাড়ি থেকে সোনা এবং রুপোর অলংকার চুরির অভিযোগে এক পরিচারিকাকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কণিকা শীল। বাড়ি রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন নোয়াপাড়ায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জ শহরের বীরনগরে সাড়ে তিন বছর ধরে একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত কণিকা। অভিযোগ, সোমবার ওই বাড়ি থেকে অলংকার সহ নগদ টাকা চুরি করে ওই পরিচারিকা। সেদিনই রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন বাড়ির মালিক শিল্পী অধিকারী। এদিন ভোরে অভিযুক্ত পরিচারিকাকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও চুরি যাওয়া অলংকার কিংবা টাকা এখনও উদ্ধার করা যায়নি। ধৃত পরিচারিকাও চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

উত্তরপ্রদেশে কাজে গিয়ে মৃত্যু

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২১ মে : অভাবের সংসার। তাই বাড়তি রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে যাওয়া। কিন্তু স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কাছে আর ফেরা হল না শ্রমিকের। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যুতের পোলে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় কালিয়াচকের পরিযায়ী শ্রমিক জিয়াউল হকের। বছর পঁয়তাল্লিশের জিয়াউল হকের বাড়ি কালিয়াচক থানার মোসিমপুর বামনগ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপাড়া এলাকায়। মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকগ্রস্ত গোটা পরিবার।

জানা গিয়েছে, জিয়াউল প্রায় ৪০ দিন আগে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে ইলেক্ট্রিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। গ্রামে দিনমজুরের কাজ করতেন তিনি। কিন্তু এলাকায় কোনও কাজ না পাওয়ার ফলে চারজনের সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছিল। গ্রামে আয় খুব একটা হচ্ছিল না, তাই বাইরে কাজ পেয়ে কয়েকজনের সঙ্গে ভিনরাজ্যে যান তিনি। জিয়াউলের স্ত্রী সামিমা বিবি ছাড়াও পরিবারে রয়েছে এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের নাম সফিক শেখ (১৭) ও মেয়ের নাম সাফিকা খাতুন (১৫)। দুজনেই স্কুল পড়ুয়া। সফিক দশম শ্রেণির ছাত্র।

অভাবের সংসারে একটু বেশি রোজগারের আশায় গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশে। সেখানে বিদ্যুতের তার পরিবর্তন করে নতুন তার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। কালিয়াচকের এক ঠিকাদার সেজাউল শেখ সেই কাজের বরাত পেয়েছিলেন। বামনগ্রাম মোসিমপুর এলাকা থেকে প্রায় ২০ জন শ্রমিক নিয়ে গিয়ে সেই কাজ করছিলেন।

মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ জিয়াউল ইলেক্ট্রিক পোলে উঠে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নীচে পড়ে যান। তাঁর সহকর্মীরা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে দিশেহারা সামিমা। তাঁর কথায়, 'ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি এখন কী করব, কীভাবে সংসার চালাব?' ছেলে সফিকের কথায়, 'মঙ্গলবার বিকেলেই উত্তরপ্রদেশ থেকে বাবার এক বন্ধু ফোন করে জানান যে, কাজ করতে গিয়ে বাবার মৃত্যু হয়েছে। বাবা কয়েকজনের সঙ্গে ওখানে কাজ করছিলেন। বাবা ভেবেছিলেন সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়নি। বন্ধ রয়েছে। কিন্তু ইলেক্ট্রিক পোলে উঠেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারান বাবা।' সেজাউল শেখ সকলকে নিয়ে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। তাঁকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা এখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছে যাবে।'

টাঙনের ভাঙনে আতঙ্কিত জামডাঙ্গা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২১ মে : বর্ষা শুরুর মুখে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে নদীতে জলস্ফীতি। বামনগোলা ব্লকের জামডাঙ্গা এলাকায় টাঙনের পাড়ে ভাঙন শুরু। ইতিমধ্যে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে অনেকটা কৃষিজমি। নদীর গতিপথ জনবসতির দিকে এগিয়ে যাওয়ায় আশঙ্কা বাড়ছে সাধারণ মানুষের। ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু হবে কবে, সেদিকে নজর তাঁদের। অন্যথায় জামডাঙ্গা, ছাইতনতলা চৌধুরীপাড়া সহ বেশ কিছু জনবসতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। নদীভাঙনের খোঁজ নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে জেলা সেচ দপ্তর।

টাঙনের পাড়ভাঙন নতুন নয়। বামনগোলার জামডাঙ্গা এলাকার পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটি প্রতি বছরই একটু একটু করে পাড় ভেঙে গতিপথের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ব্যতিক্রম ঘটছে না এবারও। মঙ্গলবার রাত থেকে শুরু হয়েছে ভাঙন। নদীগর্ভে কৃষিজমি হারানো অনেকের আশঙ্কা, আর তিনশো মিটার কৃষিজমি নদীগর্ভে গেলে বিপন্ন হয়ে পড়বে জামডাঙ্গা গ্রাম। ফলে দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা না হলে অদূরভবিষ্যতে ছাইতনতলা চৌধুরীপাড়াকে রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে।

টাঙনে কৃষিজমি হারানো চঞ্চল চৌধুরী বলেন, 'প্রতি বছরই একটু একটু করে জামডাঙ্গা সংলগ্ন এলাকার কৃষিজমি গ্রাস করছে টাঙন। অনেকের মতো আমারও কৃষিজমি টাঙনের ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। বর্ষার আগেই নদীর জল বাড়তে না বাড়তেই ভাঙন শুরু হয়েছে। জানি না বর্ষার সময় কী হবে।'

ইতিমধ্যে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে অনেকটা কৃষিজমি। জামডাঙ্গায়।

গৃহবধূ নমিতা মাহাতো বলেন, 'টাঙন যেভাবে কৃষিজমি ধ্বংস করে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। কৃষিজমি ও জনবসতি বাঁচাতে শীঘ্রই ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।'

কুর্মি সমাজের বামনগোলা ব্লক সম্পাদক বিপেন মাহাতোর গলাতেও আক্ষেপের সুর। তিনি বলেন, 'জামডাঙ্গা সংলগ্ন টাঙন নদীর পাড় প্রতি বছরই ভাঙছে। নদী সংলগ্ন অনেক মানুষজনের কৃষিজমি ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। নদীর জল কিছুটা বাড়তেই আবারও ভাঙন শুরু হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে বাকি কৃষিজমি ও জনবসতি ভাঙনের কবলে পড়বে। বিপদে পড়বেন এলাকার অনেক মানুষ। আমরা চাই ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধান।'

সেচ দপ্তরের মালদার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'জামডাঙ্গা সংলগ্ন টাঙনের ভাঙনের বিষয়ে দ্রুত খোঁজ নিচ্ছি।'

বিকশিত ভারতের
অমৃত স্টেশন

দেশ ব্যাপী
পুনর্বিকশিত ১০৩ টি অমৃত স্টেশন
উদ্বোধন

যার মধ্যে রয়েছে
পশ্চিমবঙ্গের ৩ টি অমৃত স্টেশন

কল্যাণী ঘোষপাড়া

পানাগড়

জয়চণ্ডী পাহাড়

সুবিধা

- স্টেশনগুলিকে সিটি সেন্টারের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে রয়েছে রুফ প্লাজা, বিশ্রামঘর, প্রশস্ত সার্কুলেটিং এলাকা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা
- ভিরাসত ভি বিকাশ ভি - ভবনের নকশা স্থানীয় স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত
- আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার, উন্নততর পার্কিং, লিফট, এস্কালেটর, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ওয়েটিং এরিয়া, ট্র্যাভেলেটর এবং দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা
- মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি সহযোগে এই স্টেশনগুলি এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে
- পরিবেশগত প্রভাব কমাতে স্টেশনগুলিতে জ্বালানি সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা ও সবুজায়ন

প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদী
দ্বারা
(ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে)

বৃহস্পতিবার, ২২ মে, ২০২৫ | সকাল ১০.৩০ মিনিট

গৌরবময় উপস্থিতি

ডাঃ সি. ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

অর্জুন রাম মেঘওয়াল
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), আইন ও বিচার এবং সংসদীয় বিষয়ক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ

ভারতীয় রেল

DD NEWS ডিডি নিউজে ইভেন্টটি লাইভ দেখুন | www.indianrailways.gov.in | আমাদের অনুসরণ করুন /RailMinIndia

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

অসুস্থ পরিবেশ

শাসক ও বিরোধীর মধ্যে যুক্তিযুক্ত আলোচনা, সমালোচনা না থাকলে গণতন্ত্রের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। তার ওপর সরকার যদি বিরোধীদের সমালোচনাকে দেশ বিরোধিতার নামান্তর ধরে নেয় তাহলে আরও বিপজ্জনক। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুরকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে বিজেপি বিরোধী সব দল। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতিতে সায় দিয়েছে প্রত্যেকে।

অপারেশন সিঁদুরের জবাবে পাকিস্তানি সেনার সীমান্তবর্তী এলাকায় গোলাবর্ষণে যুদ্ধ পরিস্থিতি পেকে উঠেছিল। তার মোকাবিলায় ভারতের প্রত্যাঘাতকেও কুর্নিশ জানিয়েছে সব বিরোধী দল। সেই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকগুলিতে বিরোধীরা সবাই শামিল হয়ে সরকারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিল। যদিও ওই বৈঠকগুলির একটিতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে হাজির ছিলেন না। বিরোধীরা তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেও অহেতুক হল্লা পাকায়নি।

দু'পক্ষের এমন দায়িত্বশীল ভূমিকা দেখে খানিকটা সময়ের জন্য মনে হয়েছিল, প্রয়োজনে উভয় শিবির পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই ভাবনার কাচের ঘরে এবার চিল পড়তে শুরু করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। পাকিস্তানকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া এবং মার্কিন চাপে ভারত পিছু হটল কি না, জানতে চেয়ে কেন্দ্রকে চেপে ধরেছে বিরোধীরা।

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রত্যাঘাতের খবর আগাম পাকিস্তানকে জানানো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের একটি মন্তব্য। এ নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ক্ষুব্ধ বিজেপি পালটা রাহুল পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে বিষোদ্গার করেছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে রাহুলের ছবি মিশিয়ে প্রচারের সুর সপ্তমে তুলেছে। তাঁকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়া উচিত বলে কটাক্ষও করছে।

পালটা মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ছবি মিশিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে হাত শিবির। তাদের বক্তব্য, কংগ্রেস কখনও ভারতীয় সেনার শৌর্যকে অসম্মান করেনি। বরং ভারতীয় সেনার বীরত্বে বাকি দেশবাসীর মতো কংগ্রেসও গর্বিত। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে, প্রশ্ন তুলেছে তারা। দেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে বলে কংগ্রেসের দাবি।

সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা, বিরোধিতার অধিকার শুধু বিরোধী দলের নয়, সব নাগরিকের আছে। জনতার ভোটে নির্বাচিত সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে। বরং সরকারের উচিত, নিজেদের অবস্থান দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করা। অপারেশন সিঁদুর এবং পাকিস্তানের আক্রমণ ভেস্তে দিয়ে প্রত্যাঘাত নিয়ে সেনাবাহিনী আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগগুলির উত্তর এখনও দিতে পারেননি সরকারের মুখপাত্রেরা।

সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই বন্ধনীতে ফেলে দেওয়ার যে দুঃসাহস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখিয়েছেন, তা নিন্দনীয়। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা হতে পারে না। স্বাধীনতার গত সাত দশকের বেশি ভারত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিগুলির একটিতে আসতে সক্ষম হয়েছে। এহেন একটি দেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের তুলনা টানা যায় না। অথচ সেটিই করেছেন ট্রাম্প।

মোদি সরকার কিন্তু এই ন্যারেটিভকে খারিজ করেনি। আন্তর্জাতিক দরবারে পাকিস্তানের যাবতীয় কাঁদুনির কঠোর কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত করাও জরুরি ছিল কেন্দ্রের তরফে। তা করার বদলে কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করাই যেন শাসক শিবিরের মুখ্য কাজ হয়ে উঠেছে। শাসক-বিরোধীদের রাজনৈতিক লড়াই, চাপানউতোরে দু'পক্ষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পরস্পরকে পাকিস্তানের দোসর বলে কলতলার ঝগড়ার মতো অসুস্থ পরিবেশ তৈরি করলে দেশের ভাবমূর্তিই কলুষিত হবে।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে- যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

হিমন্তর ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে অসমে

অসমে পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা বিধ্বস্ত। তৃণমূলের দশা আরও খারাপ। বিধানসভা নির্বাচনের সুরটা যেন বাঁধা হয়ে গেল।

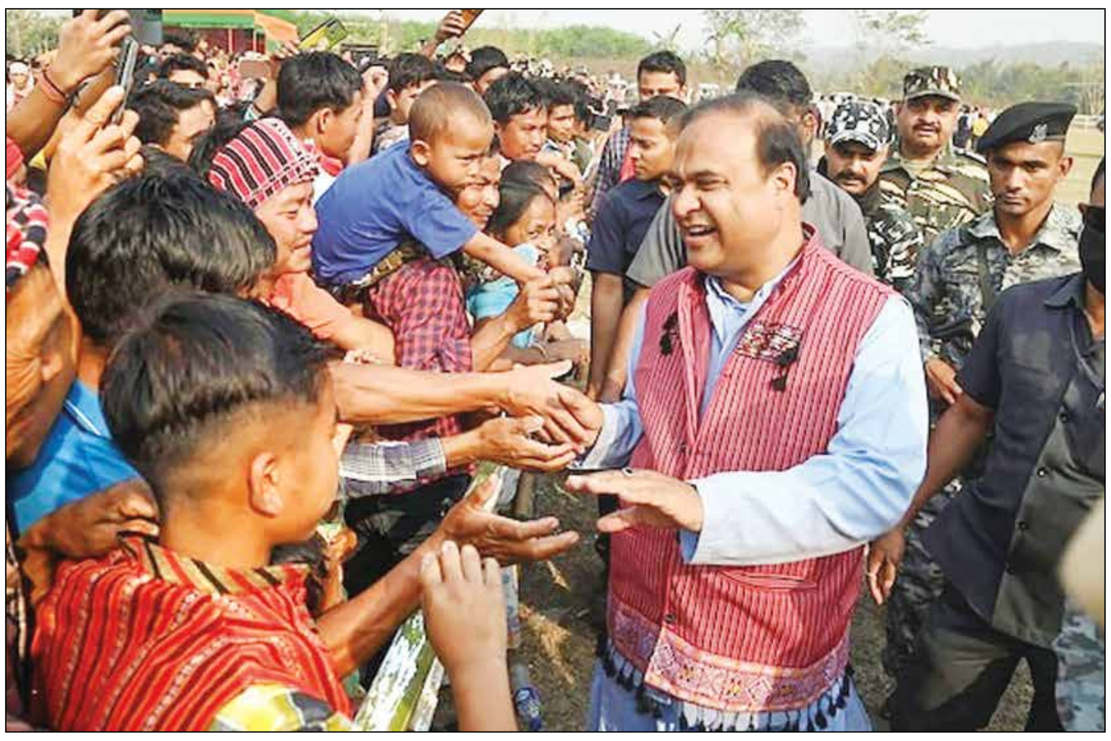

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

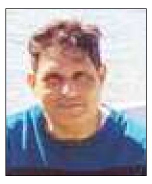

দেখতে দেখতে অনেকদিন বাংলা ছেড়ে অসমে। তবে এই গুয়াহাটি-বাসে এখনও পর্যন্ত সেভাবে চোখে পড়ল না রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনও ব্যস্ত জনজীবন এবং বিরোধীদের আছড়ে পড়া প্রতিবাদ। পঞ্চায়েত নির্বাচন কোথা দিয়ে এল এবং চলেও গেল। তার কোনও প্রভাব সেভাবে চোখেই পড়েনি।

অসম রাজ্যে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে সেটা একমাত্র বোধ হল ১১ মে। যেদিন নির্বাচনের গণনা শুরু হয়েছিল। আর দিন গড়াতেই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, গ্রাম্য জনজীবনও সেই পদ্মফুল এবং তার সঙ্গী রাজনৈতিক দলগুলির ওপরেই ভরসা রাখছে।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আধিপত্য থাকা জোরহাটে বিজয়কেতন উড়িয়েছিল। মোটের ওপর হিমন্ত-ঝড়ের সামনে কংগ্রেসের ফল ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই জোরহাটে পর্যুদস্ত কংগ্রেস। ২০১৪ সাল থেকেই জোরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে রেখেছে বিজেপি। মূলত মফসসল এলাকা হিসাবে পরিচিত এই আসনটিতে বিজেপি আধিপত্য তৈরি করেছিল হিন্দুত্বের জিগির তুলে।

সেই জোরহাটে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ-এর জয় বলতে গেলে বিরোধীদের পালে খানিকটা ভরসা জোগায়। কারণ, জোরহাটে কংগ্রেসের ভোট শেয়ার ছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ। সেই জোরহাটে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস গোহারা হেরেছে। জোরহাটে ১৬টি জেলা পরিষদের সবক'টিতেই জয় পেয়েছে বিজেপি জোট। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে জোরহাটে মোট আসন ৮৬, এর মধ্যে বিজেপির জয় ৮৩টি আসনে। বাকি ৩টি আসন গিয়েছে কংগ্রেসের দখলে।

অসমের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালে। কিন্তু শ্রীভূমির নির্বাচন ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা এবং ২০২৫-এ অসম বোর্ডের ১০ ও ১২ ক্লাসের পরীক্ষা থাকায় এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটদাতা ছিলেন ১ কোটি ৮০ লক্ষ ১৪ হাজার ৯১৩। এবারই প্রথম গাঁও পঞ্চায়েতে কোনও রাজনৈতিক দলের সিম্বল ব্যবহার হয়নি। কারণ, অসম পঞ্চায়েত সংশোধনী অ্যাক্ট ২০২৩ অনুযায়ী গাঁও পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক সিম্বলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সর্বশেষ যে ফল সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, জেলা পরিষদের ৩০১ আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। কংগ্রেসের দখলে ৭২টি জেলা পরিষদ আসন। বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ পেয়েছে ৮টি জেলা পরিষদ আসন। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী। নির্দল প্রার্থীরা ১৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছে। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল প্রথমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করতে নেমে ১৭টি আসনে জয়লাভ করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস? অসমে প্রথমবার পঞ্চায়েতে নির্বাচনে লড়াই করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি রমেন বরঠাকুরের নেতৃত্বে ৪ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে। অসম জাতীয় পরিষদে জয়ী হয়েছে ৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি জয়ী হয়েছে ১টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। নির্দল প্রার্থীরা ১৭৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে।

এই ফল বলে দিচ্ছে যে, অসমের গ্রাম্য স্তরে এবং ব্লক স্তরে বিজেপি কতটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। কারণ, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে বিজেপির আসন শেয়ার ছিল ৫০.৪৮ শতাংশ। ২০২৫-এ বিজেপির সেই আসন ৬৮.৫১ শতাংশ। ২০১৮ সালে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে বিজেপির আসন ছিল ৪৬.৬৬ শতাংশ, ২০২৫-এ সেই আসন ৫৭.৭০ শতাংশ। বিজেপি এবং তার দুই সঙ্গী অসম গণ পরিষদ, গণশক্তি এবং রাভা হাসোং যৌথ মঞ্চ যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়েছে, ২০২৬-এর নির্বাচনে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মারা।

অসমের বুকে বিজেপির এই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার জন্য কতগুলি উন্নয়ন প্রকল্পকে তুলে ধরছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই প্রকল্পগুলোর ফায়দা হাতেনাতে পাচ্ছেন সমাজের নীচুতলার মানুষ। যেমন- অরুণোদয় যোজনা, নিজুত ময়না, মহিলা উদয়মিতা প্রকল্প। এছাড়াও হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন এনডিএ অসম সরকার যেভাবে সরকারি স্তরে গ্রেড-থ্রি ও গ্রেড-ফোর'এর নিয়োগে একটা বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করেছে, তা-ও একটা অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। এর ফলে সমাজের নীচুতলার শিক্ষিত তরুণরা সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন।

একদিকে সরকারের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ফায়দা, তার সঙ্গে শাসকদলের প্রচার। অন্যদিকে, বিরোধী কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কোনও সুস্পষ্ট বিরোধিতার হাওয়া তৈরি করতে ব্যর্থ। যার ফল ভোটব্যাংকে গেরুয়া শিবিরকে এগিয়ে দিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। না হলে যে জোরহাটে মাত্র কয়েক মাস আগে লোকসভায় জয় পাওয়া গৌরব গগৈ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটিও জেলা পরিষদ আসন জয় করতে পারেননি।

সম্প্রতি অহোম রাজনীতির মঞ্চে অহোমিয়া অস্মিতাকে সামনে রেখে উত্থান হয়েছে অখিল গগৈ-এর। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অখিলের দল রাইজোর প্রথমবার লড়াই করতে নেমেছিল। তাদের নির্বাচনি ফল ভরসাযোগ্য নয়। এমনকি, যে শিবসাগর এলাকা রাইজোরের ঘরের মাঠ বলে পরিচিত, সেখানে ১২টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ১১টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি, বাকি একটি আসনে জয়ী বিজেপির জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ।

অথচ, ২০২১ সালে এই শিবসাগর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন অখিল গগৈ। তাদের আরও এক ঘরের মাঠ ডিমাও বিধানসভা ক্ষেত্রে ৮২টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনে জয় এসেছে। দেখা যাচ্ছে, অখিলরা যে ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলি বরাবর বিজেপি-বিরোধীদের জায়গা বলেই পরিচিত।

এমনকি, অখিলরা যে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলো ধুবড়ি, বরপেটা এবং মরিগাঁও জেলায়। আর এই এলাকাগুলি মূলত কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বলে পরিচিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি হিন্দুত্ব লাইনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস ও বাকি বিরোধী দলগুলি। কিন্তু, এর পরিবর্তিত আউটলাইনটা কী হতে পারে তার কোনও সন্ধানই এরা দিতে পারছে না। এমনকি, এই বিরোধীরা এমন এমন সব বিষয়ে কথা বলছেন, গুরুগম্ভীর ইস্যু খাড়া করছেন যে, তা সমাজের নীচুতলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেভাবে প্রচারই করেনি বিজেপি। অথচ, ভোটবাক্সে তাদের বিপুল জয়। এমনকি, বরাক উপত্যকায় যে এআইইউডিএফ-এর আধিপত্য ছিল তাকে এবার নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপি। বলতে গেলে বরাক এখন গেরুয়াময়। এর অন্যতম কারণ হিসাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তুলে ধরেছেন বিজেপির সাধারণ মানুষের মনের কথা অনুযায়ী সরকার চালানোর প্রক্রিয়াকে। একদিকে উন্নয়নের প্রকল্পের ফায়দা তুলে দেওয়া নীচুতলার মানুষকে, অন্যদিকে, একাধিক উন্নয়ন পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে রাজ্যের আর্থিক হালকে স্বাস্থ্যবর্ধক করার মতো কাজ- যার সুবিধা ভোগ করছেন শহরাঞ্চলের মানুষ থেকে বণিক মহল।

এই যে সকলের জন্য কাজ করার মতো একটা ভাবমূর্তি সরকারের তৈরি, তাতে অনেকটাই সফল হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে প্রবীণ সাংবাদিকরাও। সেইসঙ্গে এঁদের মতে, এই মুহূর্তে বিরোধী শিবিরে তেমনভাবে কোনও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা দেখা যাচ্ছে না, যিনি সঠিকভাবে বিজেপির এই উন্নয়নের লাইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেস ঢাকঢোল পিটিয়ে কী করল? উত্তর খোঁজা খুব সোজা। ১) পার্টির কোনও সংগঠন নেই। ২) কোনও গ্রহণযোগ্য নেতা নেই। ৩) বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকাতেও পায়নি ভোট। ৪) অসমিয়ারা পার্টিকে নিজের ভাবেনইনি। ৫) সামান্য ভোট দিয়েছেন মুসলিমরা, খুব অল্প জায়গায়।

হিমন্তময় অসমে অসমের তৃণমূল নিয়ে কোনও আলোচনার মানেই হয় না।

(লেখক সাংবাদিক। গুয়াহাটির বাসিন্দা)

আজ

১৭৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়।

১৯৫০

অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কেন ৫০০ জন বসে আছেন, আজ থেকে ৫০-১০০ জন বসতে পারবেন। আপনারা শিক্ষক, এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের অবস্থানে কোর্ট বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু অন্যের সমস্যা যাতে না হয়, সেটা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে। বিশৃঙ্খলা করা যাবে না।

- বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

ভাইরাল/১

একদল মেয়ের মারামারির ভিডিও ভাইরাল। ইন্দোরের বিজয়নগরে নাইট ক্লাব থেকে ফিরছিলেন নেহা ও তাঁর বন্ধু। পথে একদল ছেলেমেয়ে তাঁদের পিছু নেয়। দলের একটি ছেলে তাঁদের অশ্লীল মন্তব্য করে। প্রতিবাদ করায় শুরু হয় ঘুসি, লাথি, চুলোচুলি ও অকথ্য গালিগালাজ।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে বাড়ির টয়লেটের ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় মালিক হঠাৎ দেখেন, ভেতরে কিলবিল করছে সাপ। কোনওটা ট্যাংকের গায়ে বা নীচে, কোনওটা ওপরে ঘুরছে। পরে ৭০টিরও বেশি সাপ উদ্ধার করে বন দপ্তর।

জনমন

জনমত

পুলিশ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে!

২১ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ' শীর্ষক খবরটি পড়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এমন অনেক পুলিশ প্রশাসনে যুক্ত মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি যাঁদের ব্যবহার সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু বুধবার প্রকাশিত খবর পড়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী এতটা নিষ্ঠুর হলেন কী করে? হয় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না, নয়তো তাঁর মধ্যে মানবিকতা, মূল্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান লোপ পেয়েছে। এই ধরনের পুলিশকর্মীকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত বলে মনে করছি। জানি না প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করবে কি না।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

বিশেষ দিন নয়, গুরুত্ব পাক মানুষটি

আজকাল নানারকম দিবস বা ডে'র কথা শোনা যায়। মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, সিস্টার্স ডে -এমন আরও কত কী! প্রশ্ন হল, যে বিশেষ প্রিয় মানুষটিকে কেন্দ্র করে উৎসব, সেই মানুষটিকে কি আমরা সারাবছর ঠিক এভাবেই মনে রাখি? ক'দিন আগেই গেল মাদার্স ডে। এই উপলক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কত ছবি, কত ভালো ভালো কথা! অথচ সারা বছর হয়তো সেই মানুষটিকে কারও মনেই পড়ে না। মানুষটির দিন কাটে চোখের জলে, সুদিনের অপেক্ষায়। শুধু মা বলেই নন, সবার ক্ষেত্রেই একই কথা। তাই যে প্রিয় মানুষটিকে ঘিরে বিশেষ দিনের আয়োজন, তাঁকে ভালোবাসুন জীবনভর। কেউ কোনও উপহার চায় না, সারা বছরের জন্য চায় শুধু সহানুভূতি আর একটু সম্মান।

গার্গী কর হালদার
ডিফেন্স কলোনি, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।

এআই ছবিতে বিভ্রান্তি

বাস্তবতা আর বিশ্বস্ততার আরেক নাম সংবাদপত্র। সেখানে প্রকাশিত খবরের সঙ্গে থাকা ছবিটিকেও সমান মনোযোগ দিয়ে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইদানীংকালে দেখছি 'ছবি : এআই' নামক এক অপ্রয়োজনীয় চমক তৈরি করা হচ্ছে, যা আসলে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বা মানকে কমিয়ে দিচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। গোটা সমাজ যখন মুখ আর মুখোশের ছলনায় জর্জরিত, তখন মুদ্রিত গণমাধ্যম অন্তত সত্য খবরের সঙ্গে কাল্পনিক ছবি ছাপানো থেকে বিরত থাকবে, একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে এটুকু দাবি রাখি।

শুভশ্রী ব্যানার্জি
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

জগদীশচন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরি

আকাশে হারিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় রঙিন বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের রূপকার।

শুভংকর ঘোষ

প্রথম পরিচয়ে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার চিরকালই থাকবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র যাটের দশকে যখন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণের তত্ত্বকে না মেনে স্থির স্থিতিশীলতার নতুন তত্ত্বের মধ্যে মহাকর্ষের নতুন ধারণা অবতারণা করেছিলেন, কেউ ভাবতে পারেনি তিনি ভারতেই ফিরে আসবেন। সত্তরের দশকের প্রথমে যোগ দিলেন মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে। ভারতীয় বিজ্ঞান পেল একজন প্রখ্যাত গবেষক, প্রশাসক, শিক্ষক-মেন্টর, বিজ্ঞান লেখক, কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সার্থক রূপকারকে।

সদ্যপ্রয়াত নারলিকারের বিজ্ঞানীসত্তায় ছিল প্রতিভার রামধনুর নানা বর্ণচ্ছটা। যেমন কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ও সাধারণ বিজ্ঞানের গল্প লেখক হিসেবে যিনি নিজের মাতৃভাষা মারাঠিতে অসামান্য অবদান রেখে গেলেন। মারাঠা সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাদের বার্ষিক সম্মেলনে এই প্রথম কোনও বিজ্ঞানীকে বরণ করে নিয়েছিলেন সভাপতি পদে। ভারতীয় বিজ্ঞানের পুরোধা জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যোগ্য উত্তরসূরি তিনি।

জগদীশ বসুর অব্যক্ত, পলাতক তুফানের মতো নারলিকারের 'বামন ফিরে এল' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও সমান আকর্ষণের রচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রবর্তনের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে মহান চেষ্টা নিহিত ছিল তাই যেন বিংশ শতকের

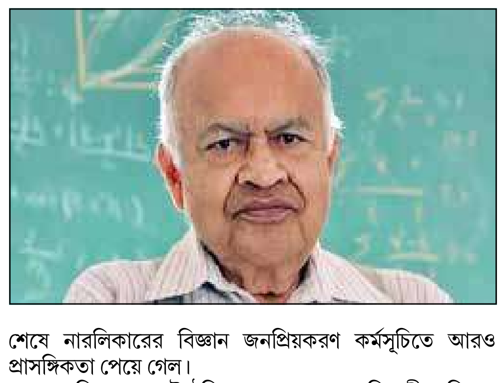

শেষে নারলিকারের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ কর্মসূচিতে আরও প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে গেল।

নারলিকার হয়ে উঠেছিলেন মানুষ গড়ার ব্যতিক্রমী কারিগর। বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে আছেন থানু পদ্মনাভন, সঞ্জীব ধুরন্ধর অজিত কেম্ভাবি, তরুণ সৌরদীপ। রমন অনুসন্ধান সংস্থানের বর্তমান নির্দেশক তরুণ সৌরদীপ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঘটনাটা। বিশ্বজুড়ে গবেষণা সংস্থাগুলোয় একটি প্রবণতা ভীষণ লক্ষ করা যায়। গবেষণায় সরাসরি কোনও অবদান না রেখে শুধু প্রোজেক্ট, বিভাগ এবং সংস্থার প্রধান থাকার কারণে কৃতিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট মেধায় ভাগ বসাতে কুণ্ঠিত হন না বেশিরভাগ মানুষ।

এ ব্যাপারে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর এতই সুনাম যে তিনি সঠিকভাবে জানেন না যে কতগুলো এমন গবেষণাপত্রের অংশীদার তিনি। অথচ সৌরদীপ যখন তাঁর একটি গবেষণায় শিক্ষক মেন্টর নারলিকারের নাম দিতে চাইলেন, নারলিকার 'না' করে দিলেন। কারণ সৌরদীপের গবেষণার কৃতিত্ব পুরোপুরি তারই, অনৈতিকতার পথে তিনি পা দেবেন না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের জন্য আধুনিক দূরবীক্ষণ টেলিস্কোপ বা দূরবিন অত্যন্ত দামি যন্ত্র। নারলিকার উদ্যোগ নিলেন যাতে দেশের সব শিক্ষার্থীরা এবং গবেষকরা একটি সহজলভ্য সংস্থানের মধ্যে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পায়। গড়ে তুললেন আইইউকা-ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। নিজের শিল্পসত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়াকে ডেকে নিয়েছিলেন ক্যাম্পাসে বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী ধারণায় রূপ দিতে। প্যারিস বা লন্ডনে যাওয়ার দরকার পড়বে না-বিখ্যাত ফুকো দোলকের দেখা মিলল এখানেই। বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে এই সংস্থানের নানা কর্মসূচি প্রস্তাবিত হয়েছিল।

তাই মনে হয়, সবকিছু অবাক করে মিলিয়ে দিয়ে নারলিকার রেখে গেলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার।

(লেখক কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৬

পাশাপাশি : ১।স্বার্থ, প্রয়োজন, যত্ন ৩। যে পোকার পা গুনে শেষ করা যায় না, বিছে, কেন্নো ৪। অবস্থা, দশা, হাল, উপায় ৫। কোনওরকমে, ঠিক ঠিক, কমও নয় বেশিও নয় ৭। মনসাগাছ ১০। শাঁখ কাটার অস্ত্র, শাঁখের করাত ১২। কিংবদন্তি, গুজব, জনপ্রবাদ ১৪। গন্ডার, অন্তরায়, একটি নদীর নাম ১৫। এদিক-ওদিক ১৬। সাহায্য, সহযোগিতা।

উপর-নীচ : ১। দীর্ঘসূত্রতা, আলসেমি ২। পৃথিবী, বিশ্ব, ভুবন, সমাজ ৩। শকট-দৈত্যের বধকারী শ্রীকৃষ্ণ ৬। তাজা, সতেজ, তরুণ ৮। জমি ৯। মনের ভাব, অভিপ্রায় ও চেষ্টা ১১। তৃপ্ত-এর কোমল রূপ ১৩। প্রকার, ধরন, রীতি, হাবভাব।

সমাধান ■ ৪১৪৫

পাশাপাশি : ২। মধুবনি ৫। জগতি ৬। বলভরসা ৮। নক্র ৯। ছন ১১। নাড়িনক্ষত্র ১৩। বাচিক ১৪। ময়দান।

উপর-নীচ : ১। গজরানি ২। মতি ৩। বখিল ৪। ভরসা ৬। বক্র ৭। ভজন ৮। নন্দন ৯। ছত্র ১০। শশিকর ১১। নাপাক ১২। ক্ষত্রিয় ১৩। বান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সিট রিপোর্টের ভরসায় হিন্দু ভোট দখলে মাঠে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ মে : মুর্শিদাবাদ হিংসায় সিটের রিপোর্টকে হাতিয়ার করে হিন্দু ভোট দলের ঝুলিতে টানতে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। এদিন আদালত নির্দিষ্ট বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটের রিপোর্ট হাতে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ও পহলগামের হিংসাকে অভিন্ন হিন্দু নিধন বলে দাবি করেছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদের হিংসায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিজেপির অভিযোগে সিটের সিলমোহর পড়ায় পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হামলায় বহিরাগত যোগ নিয়ে মিথ্যা বিবৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে সুর চড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সিটের রিপোর্ট আদালতে পেশ হওয়ার পরেই দিল্লি থেকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু দ্বিবেদী বলেন, 'পহলগামে বেছে বেছে যেভাবে হিন্দু নিধন হয়েছে, মুর্শিদাবাদেও একইভাবে বেছে বেছে হিন্দু ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে।' দ্বিবেদীর সওয়াল, পাক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসে ভারতের হামলার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কী দরকার বলে সহানুভূতি দেখালেও, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার আন্দোলনে সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে মরতে হবে কেন এই প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি তৃণমূলকে। হিন্দু নিধন কেন এই প্রশ্ন করেনি।

সামশেরগঞ্জের ঘটনায় তৃণমূলকে হিন্দু বিরোধী সরকার হিসেবে তুলে ধরে রাজ্যজুড়ে প্রচারে মুর্শিদাবাদকে মডেল করতে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। জেলা সফরে গিয়ে মুর্শিদাবাদের হিংসায় বহিরাগত যোগ দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষত উত্তরপ্রদেশ সহ বিজেপিশাসিত কিছু রাজ্যকে এই ব্যাপারে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। এদিন সিটের রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি কার্যত খারিজ করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'হামলায় বহিরাগত যোগের মিথ্যা দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য মানুষের কাছে ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।' তমলুকে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে শুভেন্দু বলেন, 'লজ্জা থাকলে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের মদতে হিন্দু নিধন হয়েছে।'

তিনদিনের বাস ধর্মঘট স্থগিত

কলকাতা, ২১ মে : বাস ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি। বুধবার পরিবহণ দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর তারা ঘোষণা করে, ২২, ২৩ ও ২৪ মে বাস ধর্মঘট স্থগিত করা হচ্ছে। এদিন বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে পরিবহণ সচিব, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) সহ ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠক হয়। তাঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট তুলে নেয় তাঁরা। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের আহ্বায়ক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আপাতত ধর্মঘট স্থগিত রাখছি। সাধারণ মানুষের পরিষেবার কথাও মাথায় রয়েছে। কিন্তু আমাদের দাবিদাওয়া পূরণ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হচ্ছে।' পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'ওঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখে আমরা পূরণ করার চেষ্টা করব। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

আইনের দ্বারস্থ বিকাশ ভবন

কলকাতা, ২১ মে : স্নাতকস্তরে ভর্তি নিয়ে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চরম দোলাচলে। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংরক্ষণ মামলা বিচারাধীন থাকায় স্নাতকে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। জটিলতা কাটাতে বিকাশ ভবনের তরফে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরও আইনি পরামর্শ নেওয়া শুরু করে দিয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অভিন্ন পোর্টালও তৈরি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ এলেই ভর্তির কাজ শুরু হয়ে যাবে। বুধবার থেকে এই পোর্টাল চালু হওয়ার কথা থাকলেও ওবিসি মামলার জটিলতায় পোর্টালের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। জটিলতা কাটাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের দ্বারস্থ হয়েছে।

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজও আছে। বুধবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

মুর্শিদাবাদ : হাইকোর্টের কমিটির রিপোর্ট

প্রশাসন ও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বই দায়ী

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ মে : ওয়াকফ ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনার নেপথ্যে পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাব ও শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট গঠিত তিন সদস্যের কমিটির রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকফ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় সম্প্রতি আদালতে রিপোর্ট পেশ করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। ওই রিপোর্টের পাঁচ নম্বর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে ১১ এপ্রিল হামলা চালানো হয়। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করা হয়েছে। বিধায়কের উপস্থিতিতে ভাঙচুর হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা দেখে ঘটনাস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে। আমিরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তিনি গ্রামে এসে দেখেন হামলায় কোন কোন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পরে সেগুলিতে বেছে বেছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমিরুল ইসলাম স্থানীয় বিধায়ক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রেজিস্ট্রার (আইন) যোগিন্দর সিং, পশ্চিমবঙ্গ লিগাল সার্ভিস অথরিটির সদস্য সচিব সত্য অর্ণব ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিসের রেজিস্ট্রার সৌগত চক্রবর্তী

কী অভিযোগ

- ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা
- স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে হামলায় স্থানীয় বিধায়কও ঘটনাস্থলে ছিলেন
- আমিরুল ইসলামের নির্দেশে অগ্নিসংযোগ
- গয়না, সম্পত্তি, গোরু-বাছুর লুট, জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন

মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলার পর এই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধুমাত্র বেতবোনা গ্রামে ১১৩টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পুলিশ ৩০০ মিটার দূরে থানা, তবুও নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। শুক্রবার বিকেল ও শনিবার স্থানীয়রা পুলিশকে ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিডিও অফিস থেকে ত্রিপল, বাক্স ও টিনের শেড দেওয়া হয় যা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না। গয়না, সম্পত্তি, গোরু, বাছুর দেদার লুট করে জামাকাপড় ও গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করা হয়েছে। এমনকি ওই সময় পারলালপুর হাইস্কুলে আশ্রিতদের জেলা প্রশাসন জোরপূর্বক ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য করে। বাড়ি, দোকানগুলি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে যা পুনরায় তৈরি করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই।

দুষ্কৃতীদের দ্বারা বিএসএফ আধিকারিক আক্রান্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর দাবিও জানিয়েছেন। জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল, যাতে আগুন না নেভানো যায়। এই ঘটনায় বাবা ও ছেলে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে দরজা ভেঙে বাড়ি থেকে টেনে বের করে পিছন দিক থেকে কুঠার মারা হয়েছিল। যতক্ষণ না তাঁদের মৃত্যু হয় একজন দুষ্কৃতী সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্থানীয় একটি শপিংমলেও লুট করা হয়েছিল। ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বৃহত্তরভাবে পরিকল্পনামাফিক মুর্শিদাবাদের দৃশ্যপট তৈরি করা হয়েছে। হাইকোর্টে কমিটির রিপোর্ট পেশের পরে বিজেপির স্থানীয় নেতারা যে রাজনীতি করতে শুরু করেছেন তা নতুন নয়। মুর্শিদাবাদ নিয়ে বিদ্বেষমূলক ও প্ররোচনামূলক অপপ্রচার করছে বিজেপি। এটি একটি বৃহত্তর চক্রান্ত।'

সোনিয়া-রাহুল পান ১৪২ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২১ মে : ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বলে দাবি করল ইডি। বুধবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনের এজলাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, অবৈধভাবে ওই টাকা পেয়েছিলেন গান্ধিরা। বুধবার ইডির কৌঁসুলি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দাবি ইডি'র

এসভি রাজু বলেন, 'সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির মাধ্যমে ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। দু-বছর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল হেরাল্ডের ৭৫১.৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আগে পর্যন্ত অভিযুক্তরা ওই টাকা ভোগ করেছিলেন। গান্ধিরা শুধু টাকা নয়ছয় করেননি, নিজেদের কাছে সেই টাকা ও সম্পত্তি রেখে অপরাধ চালিয়ে গিয়েছেন।'

ইডি জানিয়েছে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির পাশাপাশি স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবে এবং অন্যরাও যে এই দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, প্রাথমিকভাবে তার প্রমাণ রয়েছে।

বালোচিস্তান

পাক অভিযোগ ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২১ মে : পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাক-যোগের অভিযোগ তুলে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। ওই ঘটনাকে সামনে রেখে ভারতের সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের জবাবে এবার বালোচিস্তানের খুজদার শহরে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনায় নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে সুর চড়িয়েছে ইসলামাবাদ। যদিও পাকিস্তানের ওই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে ভারত।

বুধবার সকালে বালোচিস্তানের খুজদারে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী গাড়িবোমা হামলা চালায়। বিস্ফোরণে চারটি শিশুসহ মোট ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত ৩৮ জন। হামলার পরই ভারতের দিকে আঙুল তোলে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাক সেনাবাহিনী। ভারতীয় জঙ্গিরা পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদের বীজ বুনছে। আমজনতা ও নিষ্পাপ শিশুদের নিশানা করা হচ্ছে বলে দাবি করে পাক সেনা। জঙ্গি হামলায় শিশুদের নিহতের খবরে শোকপ্রকাশ করে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আজ সকালে খুজদারের ঘটনায় ভারতের যোগ থাকার যে ভিত্তিহীন অভিযোগ পাকিস্তান তুলেছে তা আমরা খারিজ করছি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উৎসকেন্দ্র হিসেবে যে বদনাম তারা কুড়িয়েছে তা থেকে নজর ঘোরাতে এবং নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে পাকিস্তান নিজেদের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য ভারতকে দোষারোপ করাটা পাকিস্তানের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

পাক মুখোশ খুলতে বিদেশে টিম মোদি

জাপান যাত্রা শুরু অভিষেকদের দলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ মে : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই এখন শুধু আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ নয়, এবার বিশ্বের ৩৩টি দেশের রাজধানীতেও শুরু হল ভারতের কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত পর্ব। বুধবার জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা-এর নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলটি জাপানের উদ্দেশে রওনা দেয়। তাদের প্রধান কাজ হল, বিশ্বের কাছে ভারতের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তুলে ধরা এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী চেহারার মুখোশ খুলে দেওয়া। ওই দলেই রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাড়া ওই দলটির বাকি সদস্যরা হলেন বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গি, প্রধান বড়ুয়া, হেমাঙ্গ যোশি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সলমন খুরসিদ, সিপিএমের জন ব্রিটাস এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মোহন কুমার।

জাপান সফরের আগে নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদল।

মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর ফোনালাপের পর ওই প্রতিনিধিদলে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় সরকার শামিল করায় অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। সেই অস্বস্তি কাটাতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কাকে পাঠানো হবে সেটা কেন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমরা লজ্জিত। কারণ এমন একজন ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন, যাঁর পাসপোর্ট ইডির কাছে জমা রাখতে হয়, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে বিদেশ যেতে হয়। এরকম একজন ব্যক্তি আর যাই হোক, ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না।'

জাপান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও যাবে এই দল। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি সাতটি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন। জাপান যাত্রার আগে সঞ্জয় ঝা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি। এটাই সবথেকে বড় ইস্যু। আমাদের প্রতিনিধিদল সারাবিশ্বের সামনে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়।' অপরদিকে জন ব্রিটাস বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বকে যে একজোট হতেই হবে সেই বার্তাই দেবে ভারত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে থাকার সময় এসে গিয়েছে।' অন্যদিকে বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গির কথায়, 'পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য, ওরা নিশ্চয়ই প্রচার চালাবে। আমাদের তাই উচিত, একজোট হয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে বিশ্ববাসীর সামনে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এখন সময় মিনতি নয়, বার্তা পাঠানোর। এক কণ্ঠে, দৃঢ় ভাষায়।'

প্রশ্ন উঠেছে এই ৩৩টি দেশকেই কেন বেছে নিয়েছে কেন্দ্র। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি মঙ্গলবার প্রতিনিধিদলগুলিকে তার ব্যাখ্যায় জানান, এই ৩৩টি দেশ নির্বাচনের পিছনে রয়েছে সুস্পষ্ট কৌশল। তাঁকে উদ্ধৃত করে বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারেঙ্গি জানান, এর মধ্যে অন্তত ১৫টি দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য (স্থায়ী ও অস্থায়ী), ৫টি ভবিষ্যৎ সদস্য দেশ ছাড়াও অনান্য কিছু দেশ রয়েছে।

বুকার পেল কন্নড় ভাষার গল্পের বই

লন্ডন, ২১ মে : ইতিহাস গড়ল বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প'। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানিত হল ভারতের আঞ্চলিক একটি ভাষা। এই প্রথম বুকার পুরস্কার জয় করল কন্নড় ভাষায় লেখা গল্পের বই।

লন্ডনের টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারিতে বিচারকদের প্রধান ম্যাক্স পোর্টার যখন বললেন, 'এই বইটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়, শোনার শিক্ষা দেয়, আর নীরব কণ্ঠগুলিকে ভাষা দেয়', তখনই যেন আঁচ করা গিয়েছিল, বিজয়ী বইটি বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

কন্নড় ভাষায় লেখা এই সাহসী ছোটগল্পগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন দীপা ভাস্থি। তিনিও এই পুরস্কারের অংশীদার। বইটিতে ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে লেখা মোট ১২টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলিতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের সাধারণ মেয়েদের জীবনের টানাপোড়েন, পরিবার ও সমাজের টানাপোড়েন খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এর একটি বিখ্যাত গল্প 'কালো গোখরো' অবলম্বনে গিরীশ কাসারভল্লি নির্মাণ করেছিলেন 'হাসিনা' ছবিটি।

পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত বানু মুস্তাক বললেন, 'এই মুহূর্তটা যেন এক আকাশে হাজার হাজার জোনাকি একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।' তিনি আরও বললেন, 'আমার গল্প আসলে বিশ্বাসের এক প্রেমপত্র। আমি বিশ্বাস করি, কোনও গল্পই নিছক স্থানীয় নয়। আমার গ্রামের বটগাছের নীচে জন্ম নেওয়া গল্পও আজ রাতের এই মঞ্চে আলো ফেলতে পারে। আপনি আমার কন্নড় ভাষাকে একটি 'অংশীদার ভাষা' করে তুলেছেন – এই ভাষা সহনশীলতা আর সূক্ষ্মতার গান গায়।'

ওয়াকফ দানমাত্র

ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয় : কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ মে : ওয়াকফ আসলে একটি দানের প্রক্রিয়া এবং এটি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য বা আবশ্যিক অংশ নয়। বুধবার শীর্ষ আদালতে এ কথাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ডের কাজ ধর্মীয় নয়, বরং সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। এতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তিতে কোনও বাধা নেই।'

মঙ্গলবারের পর বুধবারই দীর্ঘক্ষণ ধরে ওয়াকফ মামলার শুনানি চলল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে। বুধবার মূলত কেন্দ্রের বক্তব্য শুনল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষ। মামলাকারী পক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নতুন ওয়াকফ আইনে কী কী সুবিধা রয়েছে তা এদিন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চকে বোঝানোর চেষ্টা করেন মেহতা। কপিল সিবাল মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন, ওয়াকফ বোর্ড একটি ধর্মীয় বিষয়। সেই দাবিরও বিরোধিতা করেন মেহতা। মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষই। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহার করলেই তার ওপর মৌলিক অধিকার জন্মায় না। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ওয়াকফ কোনও আবশ্যিক অংশ নয় বলেও সুপ্রিম কোর্টে জানান সলিসিটর জেনারেল। আদালতে তিনি জানান, অনেক মুসলিমই আছেন, যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল নন। তাঁরা যদি ওয়াকফে সম্পত্তি দান না করেন, তবে কি তাঁরা মুসলিম নন? কোনও কিছু দান করা যে কোনও ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু তা আবশ্যিক নয়। তিনি আশ্বস্ত করেন, নতুন ওয়াকফ আইন ইসলাম ধর্মের কোনও আবশ্যিক কর্তব্যের উপর হস্তক্ষেপ করে না। বৃহস্পতিবার ফের শুনানি।

কলকাতার আকাশে রহস্যময় চার ড্রোন

কলকাতা, ২১ মে : সংঘর্ষ বিরতির পর আবার কলকাতার আকাশে উড়ল রহস্যময় ড্রোন! স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কলকাতা পুলিশের কপালে। গত সোমবার রাত পৌনে ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভবানীপুর, ময়দান ও রবীন্দ্র সদন সহ কলকাতার একাধিক এলাকায় এই ড্রোনের দেখা মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আকাশে এই ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছিল।

এই ড্রোন কোথা থেকে এল, কারাই বা এই ড্রোন ওড়াল, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভিক্টোরিয়া থেকে ব্রিগেডের ওপর দিয়ে কমপক্ষে ৪টি ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে এদিন। বেশিরভাগ ড্রোনই বিজয়দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম)-এর আশপাশে উড়েছে। এই 'রেড জোন'-এ কীভাবে ড্রোনের মতো নিষিদ্ধ জিনিস উড়ল,

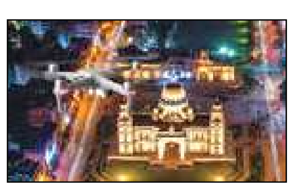

সেই নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে। রাস্তায় ডিউটিতে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা ড্রোনগুলি দেখে ওই রাতে লালবাজারে খবর দেন। তৎক্ষণাৎ লালবাজার কন্ট্রোল রুম ওই অঞ্চলের সমস্ত থানায় ড্রোন সতর্কতা জারি করে।

সেনা, বায়ুসেনা ও কলকাতা পুলিশ মিলিতভাবে এই ড্রোন রহস্যের তদন্তে নেমেছে। তাদের প্রাথমিক অনুমান, মেটিয়াবুরুজ বা বজবজ এলাকা থেকে এই ড্রোনগুলি ওড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ড্রোন ওড়ানোর পিছনে ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে নাকি নাশকতার ছক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৩

কলকাতা, ২১ মে : কলকাতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হলেন তিনজন। একজনকে আটক করা হয়েছে এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছে। বাকি দু-জনকে তপসিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর আবহে এমন ঘটনায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে কলকাতা পুলিশ।

ধৃতদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল কীভাবে, সেই নিয়ে তদন্ত চলছে। এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছ থেকে ধৃত তরুণের নাম সাদ্দাম হোসেন। আনন্দপুরের বাসিন্দা।

তপসিয়া রোড থেকে ধৃত দুই তরুণের নাম মহম্মদ ফাহিম এবং মহম্মদ ফাইয়াজ। দু-জনেই আনন্দপুরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল, ম্যাগাজিন এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে তপসিয়া থানার পুলিশ।

আফগানিস্তানেও এবার সিপেক

বেজিং, ২১ মে : সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে সামরিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। এর জবাবে নয়াদিল্লির চাপ বাড়িয়ে এবার চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর বা সিপেকের গণ্ডি আফগানিস্তানেও ছড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ ও বেজিং। বুধবার পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দার, চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং লিং এবং আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি একটি বৈঠক করেন। সেখানেই আফগানিস্তানকে

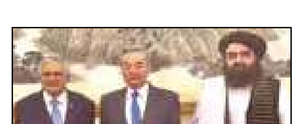

সিপেকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান, চিন এং আফগানিস্তান আঞ্চলিক শান্তি, স্থায়ীত্ব এবং সমৃদ্ধির ব্যাপারে একজোট। তিন নেতার একটি ছবিও পোস্ট করেছেন দার। পাক বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিন বিদেশমন্ত্রী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে সহযোগীতা আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আফগানিস্তানে সিপেক নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে এর আগে পাকিস্তানের দাবি উড়িয়ে ভারতকে সমর্থন করেছিল আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। সম্প্রতি মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। ভারত-আফগানিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি।

ব্যারাকপুর থেকে বাগডোগরা, সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির

চণ্ডীগড় ও কলকাতা, ২১ মে : পাকিস্তানের চর সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। খবর, জ্যোতি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারতের ব্ল্যাকআউট সংক্রান্ত স্পর্শকাতর তথ্য পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এক সদস্য 'দানিশ'-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

জ্যোতির ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও ডায়েরি খতিয়ে দেখে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। গোয়েন্দাদের অনুমান, বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরিই ছিল জ্যোতির।

জ্যোতির পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়েও এখন গভীর তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তিনি একাধিকবার বাংলায় এসেছিলেন শুধু তা-ই নয়, টো টো করে ঘুরেওছিলেন ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি, নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের সীমান্তঘেঁষা গুরুত্বপূর্ণ একাধিক এলাকায়।

তাঁর ব্লগে কলকাতার শিয়ালদা, হাওড়া, দমদম স্টেশন, গেদে সীমান্ত, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বরানগর মেট্রো স্টেশন, করোনেশন ব্রিজ, কাঁকুড়গাছি ব্রিজ, বালি ব্রিজ, দামোদর ব্রিজ, পার্ক সার্কাসের সেভেন পয়েন্টস ইত্যাদি জায়গার ছবি ও ভিডিও পোস্ট করা রয়েছে। পুলিশের দাবি, তিনি অন্তত বার তিনেক কলকাতায় এসেছেন। একবার শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ব্যারাকপুরে গিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়াও করেন সেখানকার জনপ্রিয় রেস্তোরাঁতে।

কলকাতায় ঘোরাঘুরির সময় জ্যোতির সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় ব্লগার

পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও, চরের কাছে আবদার

সৌমিত ভট্টাচার্য। গত বছর জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়। কলকাতায় পৌঁছে জ্যোতি সৌমিত্রকে ফোন করেন। পরে তাঁরা একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেন। সৌমিত জানিয়েছেন, 'ও পাকিস্তানের

সঙ্গে যুক্ত তা জানলে আমি কলকাতায় ঢুকতেই দিতাম না।' পুলিশ জানায়, দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে তিনি শিলিগুড়ির এক হোটেলে ছিলেন, দাবি করেছিলেন ভুটান যাচ্ছেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই সফর চলাকালীন তিনি চিকেনস নেক (শিলিগুড়ি করিডর) এলাকাতেও গিয়েছিলেন, যা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে রয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বাগডোগরা ও হাসিমারা ঘাঁটি এবং সুকনায় ৩৩ কোরের সদর দপ্তর। ব্যারাকপুরেও রয়েছে প্রাচীনতম বিমানঘাঁটি ও সেনা-প্রশাসনিক ভবন। কলকাতা হল ইস্টার্ন কমান্ড-এর সদর দপ্তর। সবমিলিয়ে তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, জ্যোতি তাঁর ভ্রমণব্লগার পরিচয়ের আড়ালে ভারত থেকে কোনও গোপন তথ্য পাচার করতেন কি না।

হরিয়ানা পুলিশের তরফে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে অবস্থানকালে জ্যোতি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানাতে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যের তদন্তকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তদন্ত চলছে।

সম্প্রতি জ্যোতি এবং আলি হাসান নামে এক আইএসআই এজেন্টের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনের কিছু অংশ সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই আইএসআইয়ের চরকে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন জ্যোতি। তিনি হাসানকে বলছেন, 'গেট মি ম্যারিড ইন পাকিস্তান' (অর্থাৎ 'পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও')। এই কথার মাধ্যমে তাঁর পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

দ্বাদশ শ্রেণির পর

উচ্চশিক্ষার রোডম্যাপ

সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না- এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্যলাভ সম্ভব।

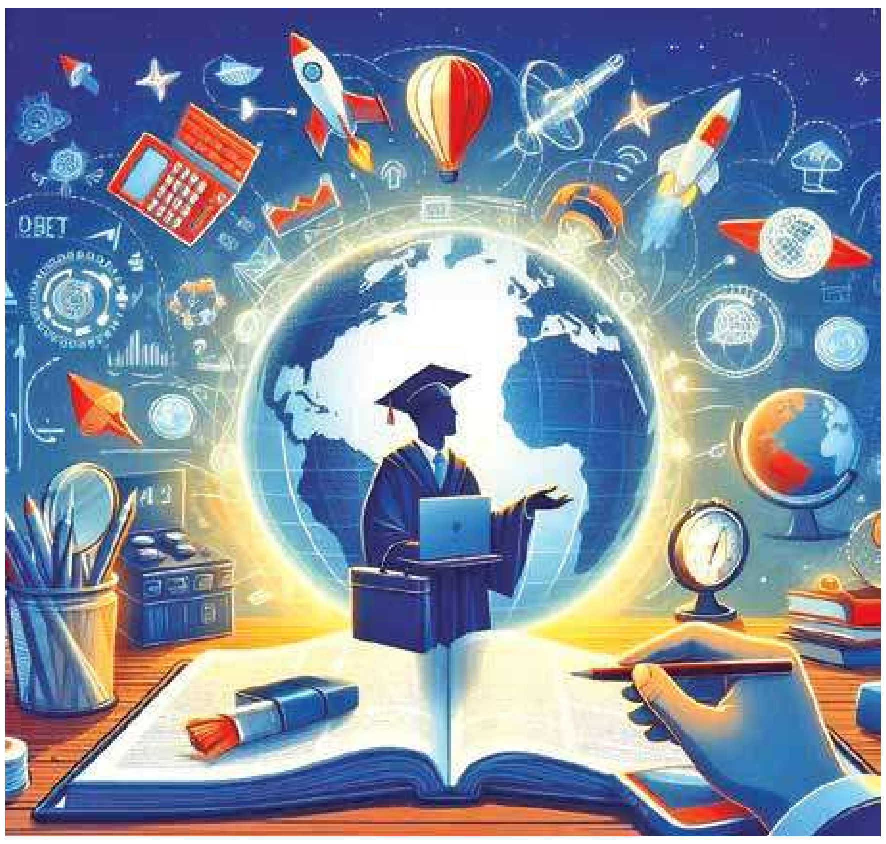

সুতপা সাহা, *অধ্যাপক*
ইংরেজি বিভাগ,
সূর্য সেন কলেজ, শিলিগুড়ি

আজকের সময়ে বুঝতে হবে যে, গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে পেশাগত ডিগ্রির চাহিদা প্রচুর। নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়তে আজকের দিনে প্রফেশনাল ডিগ্রির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না - এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ সম্ভব। আগামীদিনে কোনও বিষয় নিয়ে পড়লে অথবা কোনও কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সাফল্য পাবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সঙ্গে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করাও সমান জরুরি। মনে রাখা প্রয়োজন যে উন্নত দেশগুলো গতানুগতিক শিক্ষা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েন পড়ুয়ারা। বেশিরভাগেরই নিজেদের ইচ্ছের থেকেও বেশি পরিবারের চাপ থাকে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। কেউ আবার ভর্তি হতে চান প্রথাগত বিজ্ঞান বিষয়ে বা কলা বিভাগে কিংবা বাণিজ্য শাখায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে সরকারি চাকরির সুযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। অনেকেই সেই পথে যোগ্যতা অর্জনে আগ্রহী হন।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে কারণ আজকের দ্রুত ডিজিটালাইজড বিশ্বে অসংখ্য পেশা প্রবেশ করেছে। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অ্যানিমেশন, ই-সেলিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ইভেন্ট প্ল্যানিং, শেফ, কনটেন্ট রাইটার, কনসালট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, ডিজিটাল মার্কেটার এবং আরও অনেক পেশা আজকের তরুণদের আকর্ষণ করছে।

আজকালকার দিনে সবথেকে লাভদায়ক কেরিয়ার হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা। আজকের দিনে এআইয়ের সাহায্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করে চলা কাজ মাত্র কয়েক মিনিটেই হয়ে যাবে। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI Technology) এসে যাওয়ায় বহু বড় বড় সংস্থা কর্মী নিয়োগের বদলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আর এমন কর্মীই চাইছে সংস্থাগুলি যারা এই নয়া প্রযুক্তি (Best AI Course) সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ফলে এই সেক্টরে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, ডিগ্রি রয়েছে, তাঁরা প্রাধান্য পাবেন বেশি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এত দক্ষতার কারণে বহু সংস্থা তাদের প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল চ্যাটজিপিটি, গুগল জেমিনি ইত্যাদি। এআইয়ের জগতে দারুণ কেরিয়ার তৈরি করতে গেলে কম্পিউটার সায়েন্স এবং গণিতের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে চালু হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি কোর্স। যার পোশাকি নাম 'লোককথা পর্যটন ও সমষ্টি উন্নয়ন'। মাত্র ২০০০ টাকা খরচ করে ছ'মাসের এই সার্টিফিকেট কোর্সটি করতে পারা যায়। অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই করা যায় ক্লাস। বিশেষজ্ঞদের দাবি, আগামীদিনে পর্যটন ও লোকশিল্পের গুরুত্ব আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের কোর্স করা থাকলে নতুন ধরনের কাজের বাজারে পা ফেলতে সুবিধা হবে তরুণ-তরুণীদের। পর্যটনের স্টার্ট আপ শুরু করার ক্ষেত্রেও এই কোর্সটি সহায়ক হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

প্রতি বছর প্রায় ১৫-২০ লক্ষ শিক্ষার্থী NEET-এ বসেন। MBBS, BAMS, BHMS, BDS-এর মতো মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য NEET পাশ করা বাধ্যতামূলক। এটি বিশ্বের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা এবং এতে উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। যদি কেউ NEET-এ অকৃতকার্য হন বা অল্প সময়ে মেডিকেল ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে চান, তাহলে স্বল্পমেয়াদি মেডিকেল কোর্স তাদের জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

আর্টস বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও যদি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজ করতে চান, তাহলে তারা নার্সিং, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিকেল কোর্স বা স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। এছাড়া নার্সিং (GNM), ফার্মাসি, ডিফার্ম প্রভৃতির পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনলজি (DMLT), ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিসিয়ান (EMT), ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান, সার্টিফিকেট ইন জেরিয়াট্রিক কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স (CGCA), প্রভৃতি কোর্সের খোঁজখবর নিতে পারেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত সাফল্য পেতে চান এবং পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন চাকরির কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলি দিতে চান তাঁরা কিন্তু অবশ্যই পাশ কোর্স নির্বাচন করবেন।

উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দ অনুসারে ভ্রমণ ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা, ফ্যাশন ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন ডিজাইনিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো প্রফেশনাল কোর্সগুলিতে ভর্তি হয়ে নিজেদের স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পেয়ে যান। তবে এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি রয়েছে ফোটোগ্রাফি, ওয়েব ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন, জেমোলজি-র মতো বিষয়গুলি। এছাড়াও UGC এবং AICTE-এর তরফে কার্যকরী নানা ধরনের প্রফেশনাল কোর্স রয়েছে। এই সমস্ত কোর্সের আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে পারবেন।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের আগামীকালের অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুত করা। এটি অভিযোজনযোগ্যতা, সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার মতো দক্ষতা প্রদান করে যা পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক দৃশ্যপটে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেনে নাও নতুন বিষয় সম্পর্কে

ডঃ বিপুল মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, কালিয়াগঞ্জ কলেজ*
উত্তর দিনাজপুর

● ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স :

ডেটা সায়েন্স হল একটি বিশেষ কোর্স, যেখানে বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় থেকে বিভিন্ন ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ এবং তার প্রক্রিয়াকরণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

উচ্চমাধ্যমিকের পরে করা যেতে পারে বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স। এই কোর্সটি পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক এবং রসায়নবিদ্যা বিষয় তিনটি নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা ১৭ বছর। ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু প্রবেশিকা পরীক্ষাও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এই সমস্ত পরীক্ষা দিতে পারেন। কলকাতায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ডেটা সায়েন্সে বিএসসি করা যায়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোর্সটি করতে ১ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত কোর্স ফি হতে পারে।

এই কোর্স করলে ভবিষ্যতে বড় সংস্থায় বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে অ্যানালিটিক্স এবং ডেটা সায়েন্স-এর মতো বিষয়গুলি সারা বিশ্বের প্রতিটি সংস্থার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দেশ-বিদেশে দুর্দান্ত কেরিয়ারের সুযোগ রয়েছে। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, উইপ্র, ইনফোসিস, রিলায়েন্সের মতো সংস্থায় চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই কোর্স করে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

● আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং :

কম্পিউটার সায়েন্সের অধীনস্থ দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং। এই দুটি বিষয় ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম তৈরি করার জন্য শ্রেষ্ঠ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এদের কার্যাবলি আলাদা। মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা এবং আচরণ হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। অন্যদিকে, মেশিন লার্নিং হল মেশিনগুলিকে এআই-এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম করা এবং মেশিন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা।

কোর্সটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা রয়েছে। সেগুলি উত্তীর্ণ হলেও ভর্তি হওয়া যায়। পাশাপাশি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধা অনুযায়ী ভর্তি হওয়া যায়। কলকাতা ছাড়াও রাজ্যের এবং দেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে বিটেক করার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সাড়ে তিন লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত এই কোর্স ফি হতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া আমরা অচল। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য- সর্বত্রই উন্নত সফটওয়্যার, টেকনলজি- ইত্যাদির অবদান অনস্বীকার্য। তাই চাহিদার ওপর নির্ভর করে এই কোর্সটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। গুগল, ফেসবুক, অ্যাপল-এর মতো বিভিন্ন স্বনামধন্য সংস্থাগুলিতে এই কোর্স করে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

অভিব্যক্তির খুঁটিনাটি

মৌমিতা বিশ্বাস, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ

১. অভিব্যক্তি কথার অর্থ কী?

উঃ-স্পেনসার Evolution বা অভিব্যক্তি শব্দটির জনক। ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে Evolution শব্দটির উৎপত্তি। জীবের সকল ধারাবাহিক ক্রমিক পরিবর্তন যা সরল থেকে উন্নততর জটিল জীবের সৃষ্টি করে একে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন বলে।

২. কেমোজেনি বা ' রাসায়নিক বিবর্তনবাদ' কাকে বলে?

উঃ- বিজ্ঞানী হ্যালডেন ও ওপারিন কেমোজেনির পর্যায়গুলিতে লক্ষ করেন প্রাচীন পৃথিবীতে বিভিন্ন অজৈব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থগুলি পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীব গঠনের উপযুক্ত রাসায়নিক সৃষ্টি করে, একে কেমোজেনি বলে।

৩. হট ডাইলিউট সুপ বলতে কী বোঝো?

উঃ- আদিম পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে 1000^0C-এ নেমে আসলে অজৈব যৌগগুলি সরল জৈব যৌগ গঠন করে। বৃষ্টির জলের এই সরল জৈব যৌগগুলি সমুদ্রের জলে মিশে যে উত্তপ্ত তরল পদার্থ গঠন করে তা হট ডাইলিউট সুপ। হ্যালডেন একে প্রিবায়োটিক সুপ যা আদিকোষ সৃষ্টি করে বলে অভিহিত করেন।

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

৪. কোয়াসারভেট কী?

উঃ- আদিম পৃথিবীতে উত্তপ্ত জলে শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন প্রভৃতির বৃহদাকার জৈব অণুগুলি আন্তরাণবিক বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ও মিলিত হয়ে যে বড় কোলয়েড বিন্দু তৈরি করেছিল তাদের কোয়াসারভেট বলে। বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে এর থেকেই প্রোটোসেলের আবির্ভাব ঘটে।

৫. কোয়াসারভেট-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ- কোলয়েড বিন্দুগুলি নির্মিত 'পর্দা' বিন্যস্ত হয়ে হট ডাইলিউট সুপ থেকে পৃথক ছিল।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে উপাদানের নির্বাচিত শোষণে এরা সক্ষম হয়।

৬. মাইক্রোস্ফিয়ার কী?

উঃ- বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স-এর মতে, হট ডাইলিউট সুপে, লিপিড পর্দাবেষ্টিত ও বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট ছোট গোলকের আবির্ভাব হয়, যা নিউক্লিক অ্যাসিড ও নিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা আবৃত এগুলিই মাইক্রোস্ফিয়ার। ফক্স-এর মতানুসারে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি মাইক্রোস্ফিয়ার থেকে হয়, কোয়াসারভেট থেকে নয়।

৭. প্রোটোসেল কী?

উঃ- কোয়াসারভেটের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের অনুপ্রবেশ ঘটলে তা প্রথম আদি কোষ বা প্রোটোসেল গঠন করে। মাইক্রোস্ফিয়ারগুলি থেকে প্রোটোসেল সৃষ্টি হয়েছিল।

বিষয় পরিচিতি : জন প্রশাসন

সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক
ঘোষপুকুর কলেজ, দার্জিলিং

শিক্ষা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান দশকগুলিতে দেখা যাচ্ছে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। উন্নত দেশগুলিতে অনেকদিন আগে থেকেই গতানুগতিক শিক্ষার বদলে পেশাভিত্তিক অর্থাৎ রোজগারের পথ সুগম হয় এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশে নয়া শিক্ষানীতি ২০২০-তে এমনই কারিগরি শিক্ষা অপরিহার্য করা হয়েছে।

যারা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছ তারা স্নাতক স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি বেছে নিতে পারো। জন প্রশাসন বর্তমান দশকে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই বিষয়টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো, কার্যাবলি ও আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায়, যা আজ কর্মসংস্থানের পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়টি অধ্যয়নের মূল উপযোগিতা হল :

১। নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি।

২। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

৩। বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি।

৫। জনগণকে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান।

জন প্রশাসনের সঙ্গে পরবর্তীতে যদি প্রশাসনিক আইন অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় আইনি প্রক্রিয়াগুলি পরিচালনা করা জন প্রশাসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফলে কর্তৃত্বের মান বজায় রাখার জন্য আইনি বিষয়গুলি জানা থাকলে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। যে কোনও নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জন প্রশাসন অধ্যয়ন প্রয়োজন।

জন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্ভব :

১। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় প্রশাসকের পদ।

২। সচিব অথবা প্রশাসনিক সহকারী।

৩। মানবসম্পদ প্রশাসন।

৪। গ্রাহক সেবা প্রতিষ্ঠান।

৫। বাজেট বিশ্লেষক এবং তথ্য বিশ্লেষক।

৬। স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনা বা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা।

৭। জনজীবন পরিচালনা করা।

নিম্নলিখিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয় এবং উল্লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়।

1. Banaras Hindu University (through CUET- UG & PG).
2. Jamia Millia Islamia University (CUET- UG & PG).
3. Tata Institute of Social Science (CUTE- UG & PG).
4. Pondicherry University (CUET- UG & PG).
5. Punjab University (CBSE or equivalent Result).
6. Madras Christian College, Chennai (CBSE or equivalent Result & admission test).
7. Utkal University (CBSE or equivalent Result and admission test).
8. University of Lucknow (CBSE or equivalent Result).

উপরোক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয়। যেমন: Amity University (Noida & Ranchi); Adamas University (Kolkata); Lovely Professional University (New Delhi) etc.

জ্ঞান ও দক্ষতার ভারসাম্য ভবিষ্যতের পথে গুরুত্বপূর্ণ

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক তোমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরীক্ষা। বিশেষত উচ্চমাধ্যমিকের পর কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে এটা তোমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

গতানুগতিকভাবে না ভেবে একটু অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে বিষয় নির্বাচনে। আমরা শিক্ষক এবং অভিভাবকরা অনেক সময়ই ছাত্রছাত্রীদের পছন্দকে কম গুরুত্ব দিয়ে আমাদের মতকে তাদের উপর চাপিয়ে দিই। এইজন্য অনেক ছাত্রের সফলতা আসে না বা দেরিতে তাদের কর্মসংস্থান হয়। তোমাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে বিষয় নির্বাচনে – ১) কোন বিষয় পড়াশোনা করতে তোমার ভালো লাগে, ২) সেই বিষয়টির বর্তমানে কেমন চাহিদা অর্থাৎ সেই বিষয়টিতে চাকরির বাজার কেমন? যদি এমন হয় যে বিষয়টি তোমার পড়তে ভালো লাগে সেই বিষয়টির বর্তমানে চাহিদা নেই তবে তোমার দ্বিতীয় অপশন বেছে নিতে হবে। যদি দ্বিতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে তৃতীয় অপশন নিতে হবে। যদি তৃতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে সেটিও ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, তোমার একটা সিদ্ধান্তে তোমার জীবনে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে যায় না।

উচ্চমাধ্যমিকের পর কোনও ছাত্রছাত্রী ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, দর্শন, শিক্ষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করলে বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকে। ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি, জাদুঘর কিউরেটর, মিউজিয়াম কর্মী, জার্নালিস্ট, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক গবেষণাগারে ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কাজের সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organaisation) বিভিন্ন শাখা অফিসগুলিতে কাজের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদে জানতে গৌহাটি UNESCO সেন্টারে খোঁজ নিতে পারো। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চাইলে NET (National Eligibility Test) অথবা SET (State Eligibility Test) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। NET পরীক্ষায় পাশ করলে ভারতের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। আবার SET পরীক্ষায় পাশ করলে রাজ্যের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম ৫৫% (জেনারেল ক্যাটিগোরি) ও ৫০% (তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি) নম্বর থাকতে হবে। কেউ যদি IAS (Indian Administrative Service), IPS (Indian Police Service)-এ যোগ দিতে চায় তারাও বিশেষ সুবিধা পাবে। কারণ মূল পরীক্ষার লিখিত বেশ কয়েকটি পেপার শুধু ইতিহাসের উপর থাকে।

সময় পালটে যাচ্ছে, নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পছন্দমতো পড়তে হবে। সাফল্য আসবেই। শুধু নেগেটিভ চিন্তা না করে পদ্ধতি মেনে পড়তে হবে। সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারো। এখন বেশ কিছু শুল্কমুক্ত অনলাইন সরকারি নির্ভরযোগ্য সাইট রয়েছে যেখান থেকে তোমরা সমস্ত বিষয়ের বই ও স্টাডি মেটিরিয়াল পেতে পারো। মনে রাখতে হবে এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আকাশছোঁয়া। তাই শুরু থেকেই পরিশ্রম করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির পর শুধুমাত্র শিক্ষা অথবা দক্ষতা বিকাশ কোনওটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা আমাদের জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করে, আর দক্ষতা আমাদের সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়। তাই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত জ্ঞান এবং দক্ষতা বিকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নেওয়া।

টুকরো খবর

বাবলা খুনের মামলা সরল

মালদা, ২১ মে : জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাবলা সরকারের খুনের মামলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে স্থানান্তরিত হল অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক জজের ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে। এবিষয়ে সরকারি আইনজীবী অসিত বসু জানিয়েছেন, পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ৪ জুন। চলতি বছরের ২ জানুয়ারি নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন বাবলা। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নয়জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ইংরেজবাজারের তৃণমূল শহর কমিটির সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, প্রভাবশালী নেতা স্বপন শর্মাও এদের মধ্যে রয়েছে। ইতিমধ্যেই ধৃতদের জেল হেপাজত হয়েছে। সরকারিপক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, বুধবার আদালতে ভিডিও কলের মাধ্যমে অভিযুক্তদের দেখানো হয়।

ফোন ফেরত

বালুরঘাট, ২১ মে : শিয়ালদহ-বালুরঘাট ট্রেনের কোচ থেকে উদ্ধার হওয়া একটি মোবাইল তুলে দেওয়া হল মালিকের হাতে। বুধবার গাজলের নয়াপাড়ার শর্মিলা বিশ্বাসকে কুড়িয়ে পাওয়া মোবাইলটি তুলে দেয় আরপিএফ। এদিন ওই মহিলা গাজোলে ট্রেন থেকে নেমেছিলেন। বাড়ি যাওয়ার পর দেখেন তাঁর মোবাইলটি নেই। সেই সময় আরপিএফের তরফে ফোন আসে বাড়ির অন্য ফোনে। মোবাইল পাওয়া যাবে শুনে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন শর্মিলা। এদিন বালুরঘাট স্টেশনে মোবাইলটি ফেরত পান তিনি। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফেরত পেয়ে বালুরঘাট আরপিএফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শর্মিলা।

স্কুলমাঠে আলো

বালুরঘাট, ২১ মে : এক নম্বর ওয়ার্ডের তারণচন্দ্র হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে এলইডি আলোর ব্যবস্থা করল বালুরঘাট পুরসভা। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পথবাতির উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান অশোককুমার মিত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ, স্থানীয় কাউন্সিলার পিন্টু দাস, সমাজসেবী সুভাষ চাকি সহ স্কুল কর্তৃপক্ষ। শুধু স্কুল নয়, এই স্কুলের মাঠে একটি পুরোনো ঐতিহ্যবাহী হাট বসে। দীর্ঘদিন ধরে এই মাঠে রাতে অশালীন কার্যকলাপ চলত বলে অভিযোগ উঠেছিল।

ওরিয়েন্টেশন

গঙ্গারামপুর, ২১ মে : ২৩ তারিখ গঙ্গারামপুর শহরের নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নির্দেশে ওই অনুষ্ঠানটি হবে। উপস্থিত থাকবেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিআই (প্রাথমিক) আবুল হাসান। সেখানে গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা অংশ নেবে। ২৫ দফা কার্যক্রম নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হবে।

বাগান উদ্বোধন

মালদা, ২১ মে : মালদা কলেজের বোটানি বিভাগের উদ্যোগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নামে একটি ঔষধির একটি বাগান তৈরি করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ওই ভেষজ বাগানটির উদ্বোধন হল। কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, 'কলেজের বোটানি বিভাগ এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এদিন মেডিসিনাল প্ল্যান্ট গার্ডেনের উদ্বোধন হল। বাগানে আট হাজার আয়াপান ঔষধির চারা রোপণ করা হচ্ছে।'

সহায়তা

রায়গঞ্জ, ২১ মে : পথ দুর্ঘটনায় নিহত মহম্মদ সাগরের পরিবারের হাতে বুধবার আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ও মাদ্রাসা ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাগরের স্ত্রী আঞ্জুরা খাতুনের হাতে ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন দুপুরে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র, জেলা সমন্বয়ক প্রভাকর সাহা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নদীবক্ষে দেদার চাষ

মহানন্দার সর্বনাশ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২১ মে : ছাতা কেনার পর বছর দুয়েক ব্যবহার করলেই তার চেহারা পালটে যায়। একদিনে হঠাৎ এই পরিবর্তন আসে না। প্রতিদিন একটু একটু করে জং ধরে ছাতায়। ঠিক তেমনই নদীর কী কী ক্ষতি হচ্ছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু রোজ একটু একটু করে ক্ষত তৈরি হচ্ছে স্রোতস্বিনী মহানন্দার বুকে।

মহানন্দায় ক্ষত তৈরি হচ্ছে কীভাবে? নদীর চর দখল করে চলছে চাষাবাদ। অতিরিক্ত ফলনের 'নেশায়' যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে রাসায়নিক সার। যা গিয়ে মিশছে জলে। আর এতেই নদীর বুকে তৈরি হচ্ছে ক্ষত। কিন্তু ক্ষতস্থান এখনই দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসন কি বিষয়টি জানে না? নাকি সব জেনেও মুখে সেলোটেপ এঁটে বসে রয়েছে? পরিবেশপ্রেমীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেই খালাস।

ঠিক কোন এলাকায় এভাবে চাষাবাদ হচ্ছে? মালদায় মনস্কামনা মন্দিরের পাশ দিয়ে কিছুটা এগোলোই দেখা মিলবে স্রোতস্বিনী মহানন্দা। এলাকার নাম গয়েশপুর। এই রাস্তা ধরে এগোলে ডান হাতে পড়বে বিবেকানন্দ পার্ক। ২১ নম্বর ওয়ার্ড। সেই পার্কের পাশ দিয়ে মাটির রাস্তা ধরে সোজা গেলেই নদীর চর। এখানেই চলছে চাষাবাদ।

২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুতপা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল তিনি বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তারপরেও তিনি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কারণটা অবশ্য তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। সুতপার বক্তব্য, 'কাজ নেই। চাকরি নেই। মানুষ কী করবে? বর্ষার জল নেমে গেলে নদীর তীরে চাষ করে অন্তত পক্ষে পেটটা তো ভরাবে। এতে অন্যায়ের কী আছে?' তাঁর কথা থেকেই প্রশ্ন ওঠে, মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কার? নদীর বাস্তুতন্ত্র রক্ষার দায় কি তাঁর নেই? জবাব মেলেনি।

জবাব মিলবেই বা কেমন করে? সর্ষের মধ্যেই রয়েছে ভূত। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্থানীয় কয়েকজন 'দাদার' হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেই নদীবক্ষে চাষ করার 'ছাড়পত্র' পাওয়া যায়। এমনকি এই 'দাদারা' হাতপ্রতি জমিতে টাকা নেন। কী কী চাষ হচ্ছে এখানে? যব, মিষ্টি কুমড়ো, লাল শাক, পাট। দ্রুত ফলনের 'লোভে' দেদার ব্যবহার হচ্ছে রাসায়নিক সার।

এক চাষি রতন মহলদার জানাচ্ছেন, গত দু'-তিন বছর ধরে তিনি নদীবক্ষে চাষ করছেন। তাঁর কথা, 'গত বছর ধান চাষ করেছিলাম। ফলন ভালো হয়নি। এবার মিষ্টি কুমড়ো লাগিয়েছি।' এভাবে চাষ করলে নদীর ক্ষতি হবে না? প্রশ্ন শুনেই এড়িয়ে চলে যান তিনি। অন্য চাষিরা এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

এদিকে পরিবেশপ্রেমীরা আশঙ্কা করছেন, এভাবে নদীর চরে চাষ হতে থাকলে গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাবে। পরিবেশপ্রেমী সব্যসাচী মজুমদারের বক্তব্য, 'নদীবক্ষে যে চাষ হচ্ছে, তাতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে। যা নদীর জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।' কীটনাশক নদীর জলে মিশলে মহানন্দায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধরনের জীব, উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বাস্তুতন্ত্র।

কোথায় চাষ

- মনস্কামনা মন্দিরের পাশ দিয়ে কিছুটা এগোলেই গয়েশপুরের রাস্তা
- এই রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে ডান হাতে পড়বে বিবেকানন্দ পার্ক
- সেই পার্কের পাশ দিয়ে মাটির রাস্তা ধরে সোজা গেলেই মহানন্দা নদীর চর
- এখানেই নদীবক্ষে চলছে চাষাবাদ

'দাদাগিরি'

- কয়েকজন 'দাদার' হাতে টাকা গুঁজে দিলেই নদীবক্ষে চাষের 'ছাড়পত্র'
- এই 'দাদারা' হাতপ্রতি জমির জন্য টাকা নেন

কী কী চাষ

- যব, মিষ্টি কুমড়ো, লাল শাক, পাট

আশঙ্কা কোথায়

- দেদার ব্যবহার হচ্ছে রাসায়নিক সার, কীটনাশক
- বর্ষায় সেই কীটনাশক ধুয়ে গিয়ে মিশছে মহানন্দার জলে
- এতে নদীর বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা পরিবেশপ্রেমীদের

কাউন্সিলারের সাফাই

"কাজ নেই। চাকরি নেই। মানুষ কী করবে? বর্ষার জল নেমে গেলে নদীর তীরে চাষ করে অন্ততপক্ষে পেটটা তো ভরবে। এতে অন্যায়ের কী আছে?

- সুতপা মুখোপাধ্যায়

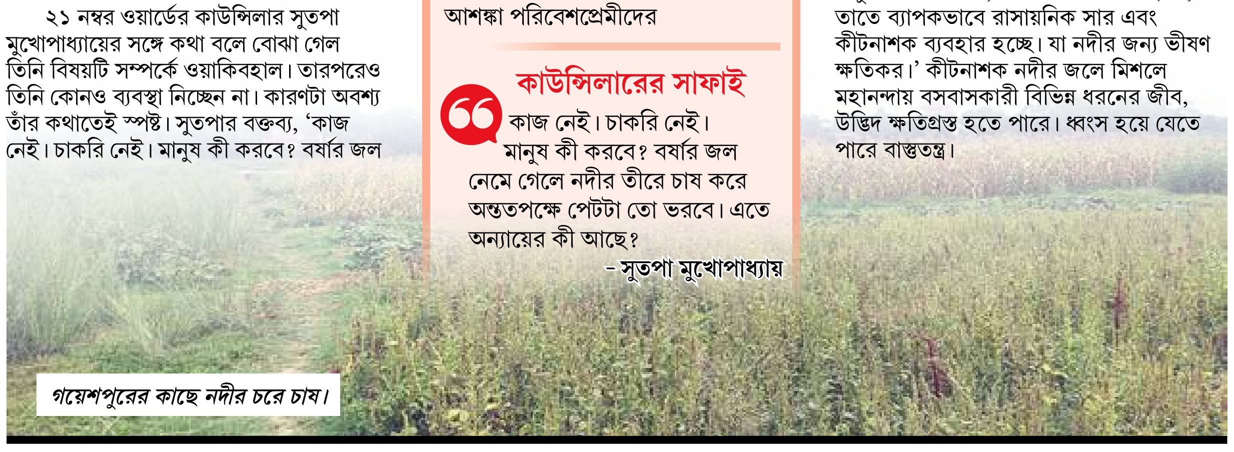

গয়েশপুরের কাছে নদীর চরে চাষ।

মাঠে ধান। বৃষ্টি আসার ভয়। বুধবার চয়ন হোড়ের তোলা ছবি।

গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

বিকল মেশিন, বন্ধ ডায়ালিসিস

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২১ মে : মেশিন খারাপ। তাই দেড় মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিট। এর জেরে চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে গঙ্গারামপুর মহকুমা সহ আশপাশের এলাকার রোগীদের। ফলে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল অথবা বেসরকারি জায়গায় বেশি টাকা খরচ করে ডায়ালিসিস পরিষেবা নিতে হচ্ছে রোগীদের।

এক রোগী অভিষেক রায় বলেন, 'আমি নিয়মিত গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে ডায়ালিসিস করাই। কিন্তু দুই মাস আগে মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। বাইরে থেকে করলেও সেখানে ভালো পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। নার্সিংহোমগুলিতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও আলাদা করে টাকা নিচ্ছে।'

কিন্তু সকলের পক্ষে এভাবে বেশি টাকা খরচ করে ডায়ালিসিস পরিষেবা নেওয়া সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। তাড়াতাড়ি মেশিন ঠিক করে পুনরায় ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু করার দাবিতে হাসপাতাল সুপারের কাছে লিখিত আবেদন করলেন তাঁরা।

কুশমণ্ডি ব্লকের এক বাসিন্দা মিন্টু দাসের বক্তব্য, 'আমার স্বামীকে সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালিসিস করাতে হয়। আগে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে করাতাম। বাধ্য হয়ে এখন একটি নার্সিংহোম থেকে করাতে হচ্ছে। সেখানে ১৫০০ টাকা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে কাটা হয়। আবার আলাদা করে ৮০০ টাকা দিতে হয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না। আমাদের পক্ষে এভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব না।'

২০১৫ সালে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পিপিপি মডেলে ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু হয়। এরপর পাঁচটি মেশিনে ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু হয়। গঙ্গারামপুর মহকুমা ছাড়াও তপন, কুমারগঞ্জ, গাজল, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অনেক রোগী আসেন। ডায়ালিসিস মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে।

বুনিয়াদপুরের এক বাসিন্দা সুজয় পাল বললেন, 'প্রায় দু'মাস ধরে হাসপাতালে ডায়ালিসিস বন্ধ রয়েছে। মোটা টাকা খরচ করে বাইরে থেকে করলেও পরিষেবা খারাপ। অনেক সময় হেনস্তার শিকার হতে হয়। অনেকের ডায়ালিসিস করবার পর কাঁপুনি হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছে। গঙ্গারামপুর হাসপাতালে যাতে দ্রুত ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু হয় এজন্য এদিন আমরা সুপারকে লিখিত আবেদন জানিয়েছি।'

এবিষয়ে হাসপাতাল সুপার ডাঃ বাবুসোনা সাহার বক্তব্য, 'কিছুদিন ধরে ডায়ালিসিস মেশিন খারাপ হওয়ায় পরিষেবা বন্ধ ছিল। তবে মেশিন সারিয়ে ডায়ালিসিস ইউনিটের জলের রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। তারা ওই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হয়নি। পুনরায় রিপোর্ট করে পাঠানো হবে। সন্তোষজনক রিপোর্ট এলে পুনরায় এই পরিষেবা চালু করা হবে।'

ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু করার আর্জি সুপারকে।

বিপাকে রোগীরা

- প্রায় দু'মাস ধরে ডায়ালিসিস মেশিন খারাপ
- এতে চরম বিপাকে পড়ছেন রোগীরা
- বাইরে থেকে করাতে মোটা টাকা খরচ হচ্ছে
- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও আলাদা টাকা নিচ্ছে নার্সিংহোমগুলি
- সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন সুপারকে

জাল লটারির টিকিট বিক্রি, গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ২১ মে : জাল লটারির টিকিট বিক্রির অভিযোগে এক লটারির টিকিট বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল ডিস্ট্রিক্ট ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ডিইবি)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম কাশেম আলি। হেমতাবাদ থানার কাকরসিং গ্রামে তার বাড়ি। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।

ধৃতের কাছ থেকে দশ হাজার টাকার জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এছাড়াও তাকে জেরা করে একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

হেলে রয়েছে নালার গাঁথনি

কালিয়াগঞ্জ, ২১ মে : কালিয়াগঞ্জ শহরের সাত নম্বর ওয়ার্ডের রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কের ধারে পূর্ব আখানগর এলাকায় একটি নিকাশিনালার একপাশের গাঁথনি হেলে রয়েছে। এদিকে বৃষ্টির মরশুমে নিকাশিনালার এমন অবস্থায় অসুবিধায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ওই এলাকার বাসিন্দা সমীর দাস ও প্রভা দাস অভিযোগ করে বলেন, পুরসভার তরফে যখন নর্দমাটি সংস্কার করা হয়েছিল তখন আমরা বলেছিলাম নর্দমার মাঝে পিলারের প্রয়োজন। কিন্তু ঠিকাদার শোনেনি। তার ফল এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে।' তবে বিজেপি কাউন্সিলার বর্ণালি দাস সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। এব্যাপারে চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে পুরসভার তহবিল থেকে এই নর্দমাটি সংস্কার করা হয়েছিল। তবে আবহাওয়া ঠিক হলে এখানে ৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও সুগভীর একটি নর্দমা তৈরি করে দেওয়া হবে।'

সমাপ্তি

গঙ্গারামপুর, ২১ মে : গঙ্গারামপুর কলেজ ফোটোগ্রাফি ক্লাবের উদ্যোগে ও দক্ষিণ দিনাজপুর ফিল্ম অ্যান্ড ফোটোগ্রাফি ক্লাবের সহযোগিতায় প্রায় একমাসব্যাপী ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনীর সমাপ্তি হল মঙ্গলবার। এদিন কলেজে এক্সপোজার নামে এই প্রদর্শনীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ দীপককুমার জানা, গঙ্গারামপুর কলেজ ফোটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্য অধ্যাপক সৌরভ শর্মাধিকারী ও ছাত্রছাত্রীরা।

অসাবধান হলে সোজা 'পাতালে'

কংগ্রেসপাড়ায় নদীবাঁধের রাস্তায় গর্ত

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ মে : সোমবার মাঝরাতে ভেঙেছিল আত্রেয়ী নদীর বাঁধের একাংশ। এবার বালুরঘাট পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসপাড়ায় নদীবাঁধের রাস্তায় তৈরি হয়েছে গর্ত। গর্তের পাশে ফাটল দেখা গিয়েছে। ফলে আতঙ্কে রয়েছেন এই এলাকার বাসিন্দারা। যে কোনও সময় পুরো রাস্তা ধসে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। অথচ হুঁশ নেই প্রশাসনের।

সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে রাতে। অন্ধকারে এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে গিয়ে যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। কেউ যাতে অসাবধানতাবশত গর্তে পা না দেন, তার জন্য ফাটলের কাছে রাখা হয়েছে গাছের ডাল। যদিও বিষয়টি নজরে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোককুমার মিত্র। তাঁর কথায়, বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

এদিকে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাম কাউন্সিলার প্রবীর দত্ত বলেছেন, 'কোথাও কোথাও রাস্তা বসে যাচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসতেই পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা রাস্তাটি দেখেও এসেছেন। আশা করছি, দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

আত্রেয়ী নদীর বাঁধের ওই রাস্তা দিয়ে কংগ্রেসপাড়ার বাসিন্দারা নিয়মিত যাতায়াত করেন। শর্টকাট হওয়ার দরুণ খিদিরপুর, হালদারপাড়া, সাহেব কাছারি এলাকার বহু মানুষের পছন্দ এই রাস্তা। এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গর্ত তৈরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে চিন্তিত হাজার হাজার মানুষ। প্রাথমিক অনুমান, বাঁধের রাস্তায় ইঁদুর মাটি কাটার ফলেই হয়তো এমনটা ঘটেছে। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুরসভা।

স্থানীয় বাসিন্দা উৎপল দাস প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। তিনি বলছিলেন, 'মঙ্গলবার হঠাৎ গর্তটা দেখতে পাই। বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।' পুরসভার কাছে তাঁর আবেদন, দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করা হোক। পুরসভা কবে কাজ শুরু করে, এখন সেটাই দেখার।

কংগ্রেসপাড়ায় নদীবাঁধের রাস্তায় গর্ত।

নাবালিকা উদ্ধার

বুনিয়াদপুর, ২১ মে : বুনিয়াদপুর পুরসভা এলাকা থেকে পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ এক নাবালিকাকে বংশীহারী থানার পুলিশ উদ্ধার করল। বছর সতেরোর ওই নাবালিকা ১৫ মে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েকে না পেয়ে নাবালিকার মা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মঙ্গলবার বর্ধমান থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। মেডিকেল পরীক্ষার পর বুধবার তাকে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

চুরির পর লন্ডভন্ড পুলিশকর্মীর বাড়ি।

আইন রক্ষকের বাড়িতেই চুরি

বুনিয়াদপুর, ২১ মে : পুলিশ সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেবে। এটাই তাদের কাজ। তারা আবার রক্ষকও। কিন্তু খোদ পুলিশের বাড়িতেই যদি চুরি হয়, তাহলে আর কিছু বলার থাকে কি? এমনটাই ঘটেছে বুনিয়াদপুরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মির্জাতিপুরে। মঙ্গলবার রাতে কলকাতা পুলিশে কর্মরত কনস্টেবল নিত্যানন্দ মণ্ডলের বাড়ির দরজার তালা ভেঙে সোনা ও রুপোর গয়না, কাঁসার বাসনপত্র সহ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

দুই বছর ধরে মির্জাতিপুরে বসবাস করছে নিত্যানন্দের পরিবার। কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকলেও ছুটিতে বাড়িতে আসেন তিনি। বাড়িতে স্ত্রী সোমা মণ্ডল, দুই ছেলেমেয়ে রয়েছেন। ঘটনার সময় কেউ বাড়িতে ছিলেন না। সোমা তাঁর সন্তানদের নিয়ে বামনগোলায় বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা এমন কাণ্ড ঘটায়। বুধবার বংশীহারী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঠিক কী ঘটেছিল? সোমা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বেলা একটা নাগাদ দরজায় তালা দিয়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি বাপের বাড়িতে যান। বুধবার সকালে প্রতিবেশী এক মহিলা লক্ষ করেন, সোমার বাড়ির তালা ভাঙা। গেটটা হাট করে খোলা। তাঁর সন্দেহ হতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সোমাকে ফোন করেন। বাপের বাড়ি থেকে ছুটে আসেন সোমা। ঘরে ঢুকতেই তাঁর মাথায় হাত পড়ে। তাঁর দাবি, আলমারি, শোকেসের সব জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় ছিল। টাকা, গয়না, বাসনপত্র সব উধাও। এরপর সোজা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন সোমা।

ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, খোদ পুলিশের বাড়িতেই যদি এভাবে চুরি হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? পুলিশ নিজের কাজটা সঠিকভাবে করছে কি? উত্তর সময়ই বলবে।

বেহাল মোহনবাটী বাজার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২১ মে : রায়গঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে থাকা শতাব্দীপ্রাচীন মোহনবাটী বাজারের পরিকাঠামোর উন্নয়ন না হওয়ায় কার্যত বেহাল দশা। বাজার কমিটির দাবি, সাংসদ এবং বিধায়ককে বহুবার জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। বর্তমানে মাছ ও সবজি বাজারের ১২৫ থেকে ১৩০ জন ব্যবসায়ীর দেওয়া ১০ টাকা চাঁদার উপর ভরসা করেই বাজারের পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। এবিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'বাজারের বেহাল পরিকাঠামোর বিষয়টি সাংসদ, বিধায়ককে জানিয়েছি, পুরসভাও বাজারের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তারা সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু উন্নয়নের জন্য এখনও এক টাকাও বরাদ্দ করেননি।'

বাজারটি একেবারে ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে। বর্ষাকালে বাজারের ভেতরে ঢোকা যায় না। জোড়াতালি ছাউনি দিয়ে কোনওরকমে চলছে বেচাকেনা। বাজারের সবজি বিক্রেতা দীপক সাহা বলেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছরের বেশি এখানে ব্যবসা করছি। অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি বর্ষাকালে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়।' কার্যত একই কথা শোনা যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ক্রেতার গলাতেও। তিনি জানান, বাজার করতে গিয়ে প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হয়।

রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত এখানে একটি শৌচাগার বানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রাক্তন সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী নিজের উন্নয়ন তহবিলের টাকায় এখানে পানীয় জলের প্ল্যান্ট বসিয়েছিলেন। এছাড়া পুরসভা বাজারের একদিকে ড্রেন ও রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও বাজারের সামগ্রিক পরিকাঠামোর কোনও উন্নয়ন নেই। সাংসদ কার্তিক পালের কথায়, 'বাজার সমিতির সদস্যদের বাজারের প্ল্যান ও এস্টিমেট জমা করতে বলেছিলাম, কিন্তু সেটা তারা এখনও করেননি।' অন্যদিকে, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন। তাঁকে ফোন ও মেসেজ করেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, তারা বোর্ডে আসার পর বাজারের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় ওই এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার ভোলা পালকে। সেই সঙ্গে বাজারে অনেক এলইডি লাইট লাগানো হয়েছে। বাজারের উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে দেখা করলে তারা অবশ্যই সাহায্য করবেন।

মোহনবাটী বাজারের শোচনীয় অবস্থা।

মমতার বৈঠকে মন্ত্রীর ভাই

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক পাননি বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সহ জেলার তিন বিজেপি বিধায়ক। অথচ বালুরঘাটের বালুছায়ায় সেই ভার্চুয়ালি প্রশাসনিক বৈঠকে প্রথম সারিতে বসে ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ভাই শার্দূল মিত্র। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন জেলা বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এমন ঘটনায় শোরগোল পড়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। শুধুমাত্র মন্ত্রীর ভাই হওয়ার সুবাদে কি জেলা প্রশাসনের তরফে শার্দূলকে সামনের সারিতে বসানো হয়েছে, প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। যদিও প্রশাসনের কেউ মুখ খোলেননি।

রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের না ডাকার বিষয়টি এরাজ্যে দস্তুর। কিন্তু প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রীর ভাই বসে থাকায়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্তর কটাক্ষ, 'কোনও প্রশাসনিক বৈঠক নয়। এটি তৃণমূলের বৈঠক। তা না হলে আমি সহ জেলার বিজেপি বিধায়কদের ডাকা হত। অথচ বৈঠকের প্রথম সারিতে বসে ছিলেন আমাদের জেলার মন্ত্রীর ভাই। এতেই পরিষ্কার কাদের মিটিং হল। এমনকি উত্তরবঙ্গের কোনও বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ককে ডাকা হয়নি। বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদদের বাদ দিয়ে কী করে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করবেন?' অন্যদিকে এবিষয়ে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লবের বক্তব্য, 'বৈঠকে আসার থাকলে তাঁরা যোগাযোগ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও বৈঠকে আমাদের তো ডাকা হয় না। তাহলে তাঁদের বৈঠকগুলি কি বিজেপির বৈঠক? তাছাড়া ভাই আমার প্রতিনিধি হিসেবেই উপস্থিত ছিল। ও থাকতেই পারে।'

মিলল বিদ্যুৎ

বহরমপুর, ২১ মে : পাঁচ বছর আগে বিদ্যুতের সংযোগ চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এতদিনে সেই সংযোগ পেল মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত চর লাগোয়া ভগবানগোলা এলাকার এক পরিবার। আশপাশের বাড়ি আলো ঝলমল করলেও এতদিন অন্ধকারে ডুবে থাকত আইনাল হকের বাড়ি। এই ঘটনা জানাজানি হতেই থানার উদ্যোগে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয় ওই বাড়িতে। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'আমরা ওই পরিবারকে থানায় লিখিত আবেদন করতে বলি। তার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে।'

ভগবানগোলার বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবেশীদের বাধায় নাকি এতদিন সংযোগ পাননি আইনালরা। এদিকে বিদ্যুৎ পেয়ে খুশি ওই পরিবারের সদস্যারা। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া রাজিয়া সুলতানা বলে, 'এতদিন কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। আর কষ্ট করতে হবে না।'

যাবজ্জীবন

মুর্শিদাবাদ, ২১ মে : কিশোর খুনে দোষীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। ২০২২ সালে রনি হালদার নামে এক কিশোরকে খুন করে দেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণমাটি এলাকায়। পরে ভাগীরথী থেকে উদ্ধার হয় ওই কিশোরের ক্ষতবিক্ষত দেহ। মৃতের ঠাকুমা মমতা হালদারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় রিন্টু বিশ্বাস নামে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে। তিন বছর মামলা চলে। অবশেষে এদিন রিন্টুকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করে বহরমপুর আদালত। বিচারক করিম-উর-রেজা দোষীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। দোষীর সাজা ঘোষণা হতেই এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের ঠাকুমা।

ছক্কা।। ছুটির দিনে ক্রিকেটে মগ্ন খুদেরা। বালুরঘাটের পাগলিগঞ্জে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বাঁধ ভাঙায় অন্য দেশের

প্রথম পাতার পর

৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি বাঁধ দেড় বছরের মধ্যেই ভেঙে যাওয়ায় এদিন মুখ্যমন্ত্রীও একাধিকবার এনিয়ে অসন্তোষ জানিয়েছেন। প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাসকের কাছে বাঁধ ভাঙার পর কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চান। জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'নদীপাড়ে যেসব এলাকায় ভাঙন হয়েছে ১০ দিনের মধ্যে সেসব সংস্কার হবে। পঞ্চায়েত, ব্লক ও পুরসভাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা হবে। সেচ দপ্তরকে কাজে যুক্ত করা হবে।'

সোমবার গভীর রাতে বালুরঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকরা এলাকার স্বল্প উচ্চতার ড্যামের কংক্রিটের কাঠামো জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ড্যামের ডানদিকে থাকা লোহার কাঠামো ভেঙে পড়েছিল, ভেসে গিয়েছিল কংক্রিটের সিঁড়িও। কিন্তু এবারে নদীগর্ভের কংক্রিটের কাঠামো ভেসে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলেছেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে নবনির্মিত বাঁধের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মাত্র দেড় বছর না হতেই ৩২ কোটির ওই বাঁধ জলে ভেসে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, গত কয়েক মাসে রাজ্য সরকার এই বাঁধের সংস্কার ও নিরাপত্তার জন্য যথাক্রমে ৮৭ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। তারপরেও গত তিন মাসে দু'বার বাঁধের ভাঙনে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

র‍্যাংক জাম্পে পরীক্ষার

প্রথম পাতার পর

বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মৌখিক নির্দেশে জানিয়ে দেন, হাজিরা দিতেই হবে এবং সেটা বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে। তবে তাঁদের একমাত্র স্বস্তি যে, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শিক্ষকদের আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রাজনৈতিক ব্যক্তি ও তাঁর অনুগামীরা হামলা চালায়।

রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা বলেন, 'এঁদের আচরণ দেখুন। দুষ্কৃতীমূলক আচরণ করা হয়েছে। আন্দোলনে বহিরাগতরা জড়িত। এরা শিক্ষক?' আন্দোলনকারীরা অবশ্য ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের একাংশ আবার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি নিয়ে সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে যান। দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গেও।

দুই শহরের ভোটার সুকান্তর স্ত্রী

তদন্তের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ মে : বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রীর দুই জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁর নাম রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাটে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ি থেকে বালুরঘাটে ভোটার কার্ড স্থানান্তরিত করেন সুকান্তর স্ত্রী কোয়েল চৌধুরী। কিন্তু তাঁর নাম থেকে গিয়েছে জলপাইগুড়ির ভোটার তালিকাতেও। সুকান্তের দাবি, সপ্তাহখানেক আগে বিষয়টি নজরে আসতেই কোয়েল নিজে জলপাইগুড়িতে থাকা নাম বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসককে তদন্ত করে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন সিইও।

ভূত ভোটার নিয়ে কম শোরগোল হয়নি রাজ্য রাজনীতিতে। ভিনরাজ্যের ভোটারদের এরাজ্যে ঢুকিয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলায় জেলায় ভূতুড়ে ভোটার ধরতে অভিযানে নেমেছিল তৃণমূল। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর স্ত্রীর দুই জায়গায় নাম থাকার বিষয়টি সামনে আসতেই, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের।

সুকান্ত মজুমদার

এবিষয়ে সুকান্তর দাবি, 'আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের। কারণ, কাজটি প্রশাসন করে থাকে। তবে তৃণমূল প্যাঁচে ফেলতে পারে বুঝতে পেরে আমি নিজেই আমার স্ত্রীকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনে আগের জায়গার নাম কাটার জন্য আবেদন করিয়েছি।'

তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে দাবি করুক, সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সহকারী সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'সুকান্ত মজুমদার মিথ্যা কথা বলছেন। আজ যখন বিষয়টি সামনে এসেছে, তখন তিনি তড়িঘড়ি বলছেন যে নাম কাটানোর আবেদন করেছেন। এমন তো নয়, বিষয়টি নজরে আসতে তড়িঘড়ি নাম কাটানোর বিষয়টি ফলাও করে বলছেন। তিনি দলের প্রভাব খাটিয়েই বালুরঘাটে স্ত্রীর ভোটার কার্ডে নাম তুলেছেন। এটা অস্বীকার করতে পারবেন না।'

এব্যাপারে জানতে চাইলে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক ও রিটার্নিং অফিসার বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

চিকিৎসায় ছেলেখেলা

প্রথম পাতার পর

তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম। বিভিন্ন গাফিলতিতে সিল করা হয়েছে আরও দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার। জরিমানা করা হয়েছে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকেই। মোট জরিমানার পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা।

আর গত বছর ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম ২৪টি নার্সিংহোমে হানা দেয়। বিভিন্ন গাফিলতিতে পাঁচটি নার্সিংহোমের সিই লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়। ৭টি নার্সিংহোমকে মোট ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ক্ষেত্রে জেলার চিত্রটা আরও খারাপ। গত বছর ১৮টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানার পর সিল করা হয় ১৬টিকে। ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জরিমানার পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে একটি এফআইআর-ও করা হয়।

এদিকে সুজাপুরের ওই নার্সিংহোমের কর্মকর্তা আতাউর রহমানের বক্তব্য, 'মানিকচকের এক রোগী সাকিরুল ইসলাম গত শুক্রবার আমাদের নার্সিংহোমে ভর্তি হন। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে তাঁর গলব্লাডার অপারেশন করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অপারেশন সাকসেসফুল ছিল। তার রেকর্ড আমাদের কাছে আছে। পরে ওই পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হয়। তারপরেই পরিবারের লোককে বিষয়টি বলা হয় এবং এখান থেকে দুর্গাপুর নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা অন্য নার্সিংহোমের চক্রান্তের শিকার হন।'

ওই নার্সিংহোমের এক চিকিৎসক বিপ্লব সিং বলেন, 'তদন্তকারী আধিকারিকরা সবদিক খতিয়ে দেখেছেন। অপারেশনের পরের দিনই রোগীকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। তার ভিডিও ফুটেজ আছে।'

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ১

বহরমপুর, ২১ মে : অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও বহরমপুর পুলিশ। ধৃত হাবলু শেখ রামরামপুর এলাকার বাসিন্দা। তার নামে আগেও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় চারটি মামলা রয়েছে। বুধবার মোটরবাইকে করে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ পাচার করার সময় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া নওদা রেলগেটের কাছে তাকে আটক করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় সাতটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ১৩টি ম্যাগাজিন, ১০ রাউন্ড কার্তুজ ও একটি বাইক। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মজিদ খান বলেন, 'ধৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিহারের মুঙ্গের থেকে আমদানি করে তা মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় মোটা দামে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল।'

রেষারেষি ভুলে হাত মেলানোর বার্তা

ভোটের প্রস্তুতিতে নেতাদের নির্দেশ মমতার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গের প্রতিটা জেলায় জোড়াফুল শিবিরের অন্দরে চোরাস্রোতের মতো বইছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কোনও জেলায় বিধায়ক-প্রাক্তন বিধায়ক, কোথাও একই দপ্তরের বর্তমান আর প্রাক্তন মন্ত্রী। এমনকি শহর-গ্রামীণ নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক 'সু' নয় একেবারে। অতীতে একাধিক নির্বাচনে দলের হারের নেপথ্যে রেষারেষি অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। পরিস্থিতি অজানা নয় দলনেত্রীর। বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে উত্তরের আটটি জেলার ৫৪টি আসনের গুরুত্ব বিলক্ষণ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই জনপ্রতিনিধিদের হাত মিলিয়ে চলার বার্তা দিলেন তিনি।

বুধবার কলকাতায় ফেরার আগে উত্তরকন্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে চায়ের টেবিলে এই পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আগামী কয়েকমাস সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালানো, অজানা-অচেনা লোককে এলাকায় দেখলে স্থানীয় থানাকে জানানো এবং চোখ-কান খোলা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কে আসছেন, কতদিন থাকছেন ইত্যাদি নজরে রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনদিনের সফরের শেষদিনে দুপুরে উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরাসরি উত্তরকন্যায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর দলের জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, সভাধিপতি, শিলিগুড়ির মেয়র, বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের আলাদাভাবে ঘরে ডেকে নেন নেত্রী। সেখানে তিনি সকলের সঙ্গে বসে চা পান করেন, প্রত্যেকের শারীরিক খোঁজখবরও নিয়েছেন।

শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি- সর্বত্র দলের কোন্দল নিয়ে চিন্তিত তৃণমূল। প্রতিটি জেলায় তিন-চারটে করে গোষ্ঠী সক্রিয়। তারা নিজেদের মতো করে দলীয় কাজকর্ম পরিচালনা করে বলে অভিযোগ। এতে অতীতেও ভোটবাক্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, আবারও পড়ার আশঙ্কায় শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এদিন সবাইকে একসঙ্গে ভোটের প্রস্তুতিতে নামার নির্দেশ দিলেন মমতা।

'চায়ে পে চর্চা'-তে মমতা সীমান্ত নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। বলেন, 'শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।' মমতা এ-ও বলেন, 'অনেক পরিযায়ী শ্রমিক এখানে একবার ভোট দেন, আবার অন্য রাজ্যেও দিচ্ছেন। এমন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সূত্রের খবর, ভোট প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারি কর্মচারীদের ওপর কিছুক্ষেত্রে নজরদারি প্রয়োজন, মমতা তেমনটাই এদিন বলেছেন জনপ্রতিনিধিদের। তাঁর বক্তব্য, 'সবাই নয়, দু'একজন ভোটার তালিকায় কিছু করলেও করতে পারে। কোথাও কোনও অভিযোগ পেলে পুলিশ-প্রশাসনকে জানাতে হবে।'

মাদক কারবারিদের হাতে আক্রান্ত

দুই আবগারি কর্মীকে মার

সৌরভ রায় ও বিশ্বজিৎ সরকার

হরিরামপুর ও রায়গঞ্জ, ২১ মে : মাদক কারবারিদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন আবগারি দপ্তরের দুই কনস্টেবল।

বুধবার ভোরে ইটাহার থানার হেমতপুর গ্রামের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। জখমদের নাম সাহেব আলি, অশোক মণ্ডল। তাঁরা দুজনই দপ্তরের কুশমণ্ডি সার্কেলে কর্মরত। তবে এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি বলে জানিয়েছে ইটাহার থানা। আবগারি দপ্তরের কুশমণ্ডির আধিকারিক অভিষেক ঘোষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি। আবগারি দপ্তরের জেলার কর্তারাও কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। আহতদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অপরজন বর্তমানে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রায়গঞ্জ মেডিকেলের চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'অশোক মণ্ডলের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে।'

ইটাহার, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডির বিভিন্ন এলাকায় মদের অবৈধ কারবার চলছে রমরমিয়ে। প্রায়ই এনিয়ে অভিযোগ আসছিল দপ্তরের কাছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এদিন ভোরে ইটাহার ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালান আবগারি দপ্তরের দুই কনস্টেবল সাহেব ও অশোক। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ হেমতপুরে নজরদারি শেষে তাঁরা বাইকে চেপে ফিরছিলেন। অভিযোগ, হেমতপুরের কাছে ওই দুই আবগারি কর্মীর পথ আটকে চড়াও হয় মাদকের কারবারিরা। দুজনকে বেধড়ক মারধর করে তারা পালিয়ে যায়। পরে জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে জেলায় শোরগোল পড়েছে। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল কনফারেন্স থাকায় পুলিশ আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। এদিকে, হেমতপুরের বাসিন্দাদের দাবি, ওই আবগারি কর্মীরা শুধু নজরদারির জন্য গ্রামে আসেননি, এসেছিলেন তোলা আদায় করতে। সেকারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে আবগারি দপ্তরের কর্তাদের মুখে কুলুপ।

কী অভিযোগ

ইটাহার, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডির বিভিন্ন এলাকায় মদের অবৈধ কারবার চলছে রমরমিয়ে

এদিন ভোরে ইটাহার ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালান আবগারি দপ্তরের দুই কনস্টেবল

ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ হেমতপুরে নজরদারি শেষে তাঁরা বাইকে চেপে ফিরছিলেন

অভিযোগ, হেমতপুরের কাছে ওই দুই আবগারি কর্মীর পথ আটকে বেধড়ক মারধর করা হয়

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

গাজোল ও কালিয়াচক, ২১ মে: পাথরবোঝাই লরি থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার। বুধবার দুপুরে এসটিএফ এবং গাজোল থানার পুলিশ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পান্ডুয়া এলাকায় অভিযান চালায়। লরিচালক ফিরোজ মোমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে কালিয়াচক ঠাকুরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। সংশ্লিস্ট লরির কেবিনে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৫ কেজি ৬৩৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার বাজারমূল্য পাঁচ কোটি টাকা। লরিটিকেও আটক করা হয়েছে। এর আগে অনেকবার অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার পাওয়া গেলেও এত পরিমাণ মাদক একসঙ্গে বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। বিপুল ওই মাদক মণিপুর থেকে শিলিগুড়ি হয়ে মালদার কালিয়াচকের দিকে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অন্যদিকে, কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানা। ধৃতদের নাম মনমোহন সিং (৪০), ডাবলু কুমার ওরফে যাদব (২৩) ও বিজয় কুমার (২৩)। মনমোহন ও বিজয়ের বাড়ি বিহারের মাধেপুর জেলার চৌসা এলাকায়। ডাবলুর বাড়ি বিহারের সহরসা জেলার বৈজনাথপুরে। মঙ্গলবার রাতে সুজাপুরে হানা দিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। বুধবার তাদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পুলিশ সুজাপুর এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১ কেজি ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানান, ব্রাউন সুগার সহ বিহারের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। মাদক পাচারচক্রে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নয়া চেয়ারম্যান

বহরমপুর, ২১ মে : মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তাঁর জায়গায় নয়া চেয়ারম্যান করা হল হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখকে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন রবিউল।

কাশ্মীরে গিয়ে

প্রথম পাতার পর

তাই ছেলেটা অল্প বয়সে বাইরে গিয়েছিল কাজের খোঁজে। আমাদের তো সেই সামর্থ্যও নেই যে ছেলেকে খুঁজতে কাশ্মীর যাব। আমরা চাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক।'

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুও আশফাকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবে সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে খোঁচাও দিয়েছেন। বলেছেন, 'রাজ্য থেকে প্রতি বছর এইভাবে প্রচুর মানুষ ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছে কাজের খোঁজে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি রাজ্যে নাকি অনেক কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন।'

ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

প্রথম পাতার পর

কমিশনের প্রধান ছিলেন এবং পরে সাধারণ সম্পাদক হন, যা সংগঠনের সর্বোচ্চ পদ। তাঁর খোঁজে ছিল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা পুলিশ। তাঁর মৃত্যু এই অঞ্চলে মাওবাদী আন্দোলনের ওপর বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

বাহিনীর সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'নকশালবাদকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই আমাদের লক্ষ্য। আমি আমাদের নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্যে গর্বিত। আমরা দেশের মানুষকে শান্তি ও উন্নত জীবন দিতে বদ্ধপরিকর।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা একে 'ঐতিহাসিক সাফল্য' বলেছেন। তিনি বলেন, 'তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম কোনও সাধারণ সম্পাদক স্তরের মাওবাদী নেতাকে খতম করা সম্ভব হয়েছে। বাসবরাজু ছিলেন নকশাল আন্দোলনের মেরুদণ্ড।' তিনি আরও জানান, 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর অংশ হিসাবে শুধু ছত্তিশগড় নয়, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রেও অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে এখন পর্যন্ত ৫৪ জন নকশালকে গ্রেপ্তার এবং ৮৪ জনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৬ সালে ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করা হবে। তারপর থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাওবাদী দমন ও হত্যা অভিযান চলছে। সেই অভিযানের অংশ হিসাবেই বুধবার সকালে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের আবুজমাড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকা মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। পুলিশের কাছে খবর ছিল, আবুজমাড়ে লুকিয়ে রয়েছেন এক শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী কমান্ডার। প্রথমে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পরে জানা যায়, ওই কমান্ডারই হলেন বাসবরাজু।

ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এই অভিযানের সাফল্য ঘোষণা করে জানান, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে রাজ্যকে সম্পূর্ণ মাওবাদীমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, '৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেও আমাদের বাহিনী যেভাবে অভিযান চালাচ্ছে, তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা ও সব বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই। বস্তারের মানুষ এখন শান্তি ও উন্নয়ন চায়।'

গত ২১ এপ্রিল থেকে কারেগুট্টা পাহাড় এলাকায় শুরু হয়েছে মাওবাদী দমন অভিযান। সিআরপিএফের জঙ্গলযুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনী 'কোবরা'র পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র পুলিশ ও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড বাহিনী, মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০, তেলেঙ্গানা পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনী রয়েছে ওই দলে। মাঝে একদিনের জন্য অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিল। যৌথবাহিনীর দাবি অনুযায়ী, ধাপে ধাপে প্রায় শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে 'বৃহত্তম' মাওবাদী নির্মূল অভিযান।

পুলিশের ভূমিকায় রুষ্ট

প্রথম পাতার পর

আমাদের রাজ্যে ঢুকে সাধারণ মানুষ, এমনকি আমাদের সমর্থকদের কাছ থেকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, মোবাইল নম্বর, জীবিকার বিস্তারিত নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

মালদার জেলা শাসককে তিনি বলেন, 'মালদাতেই দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন।' সার্বিকভাবে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কোথাও যেন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা না হয়। আইবি-কে সক্রিয় হতে হবে। ভিলেজ পুলিশ এজন্যই তৈরি করা হয়েছিল।' পুলিশের ভূমিকাতে অনেকবারই অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই পুলিশমন্ত্রী।

কিন্তু কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ রায় বসুনিয়া ভারী যানবাহন চলাচলে গ্রামের রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করায় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকেই কার্যত তাঁর ধমক খেতে হয়েছে। তিনি কড়া ভাষায় বলেছেন, 'বলতে বলতে আমার জিভ ক্ষয়ে গেল, আর কতবার বলব। কেন্দ্র টাকা দেয় না। তবুও আমরা গ্রামে

রাস্তা বানাচ্ছি। আর ভারী ট্রাক ঢুকে সেই রাস্তা খারাপ করে দেবে! পুলিশ কী করছে? আর কবে ব্যবস্থা নেবে?'

অস্বস্তিতে পড়ে রাজীব কুমার 'আমি এটা দেখছি ম্যাম' বললেও তাঁর রাগ পড়েনি। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম নিয়েও সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা সবাই খারাপ নয়, কিন্তু কম্পিউটারে যাঁরা নাম তুলছেন তাঁদের ওপরে নজর রাখা প্রয়োজন। সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে।'

প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁর আরেকটি কড়া বার্তা ছিল ভেজাল ওষুধ নিয়ে। তিনি বলেন, 'গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, সেটা দেখতে হবে।' এই সমস্যা ঠেকাতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আচমকা হাসপাতাল ও ওষুধের দোকান পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেন।

ভারী বৃষ্টি হলেই উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি, নদীভাঙনের বিপদ বাড়ে বলে আগাম পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দিয়ে গেলেন মমতা। বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবার আগেই বর্ষা শুরু হয়েছে। তাই সব জেলাকে বর্ষা মোকাবিলায় নামতে হবে। ব্লকগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সবসময় জেলা শাসকের নির্দেশের জন্য বসে থাকলে হবে না।' ভুটান থেকে হঠাৎ জল ছেড়ে দেওয়ায় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বন্যায় ভেসে যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা কেন্দ্রকে বলেছি, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গড়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিও রাখা হোক। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গঙ্গা ভাঙন- দুটোই কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।'

মাহিকে হারিয়ে গুরু-প্রণাম বৈভবের

> নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুইশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন। -মহেন্দ্র সিং ধোনি

নয়াদিল্লি, ২১ মে : শুধু ব্যাটিং নয়, সিনিয়ারদের প্রতি তাঁর আচরণও মন জিতছে সবার।

বাইশ গজের লড়াইয়ে গতকাল মহেন্দ্র সিং ধোনির দলকে হারালেন। ১৮৭ রান তাড়া করতে নেমে যশস্বী জয়সওয়াল (৩৬), বৈভব সূর্যবংশীদের (৫৭) ঝোড়ো শুরু রাজস্থান রয়্যালসের জয়ের ভিত তৈরি করে দেয়। যার হাত ধরে শেষপর্যন্ত শেষ ম্যাচ জেতার সান্ত্বনা পুরস্কার রাজস্থানের। ৩৩ বলে ৫৭ রানের আগ্রাসী ইনিংসে বৈভবও বুঝিয়ে দেন সে হারিয়ে যেতে আসেননি।

চেন্নাই বনাম রাজস্থানের নিয়মরক্ষার ম্যাচকে বলা হচ্ছিল 'প্রজন্মের লড়াই'। পরিষ্কার করে বললে তেতাল্লিশের ধোনি বনাম চোদ্দোর বৈভব। যে যুদ্ধে জেতার খুশি থাকলেও সিনিয়ারকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেনি বিহার তথা বর্তমান প্রজন্মের নয়া মুখ। ম্যাচ শেষে সৌজন্য বিনিময়ের সময়ে নিজের আদর্শ মাহিকে প্রণাম করে বৈভব। শ্রদ্ধা জানিয়ে স্পর্শ করে কিংবদন্তির পা।

'বাচ্চা' বৈভবের যে আচরণে মুগ্ধ ধোনিও। বুকে টেনে নেন প্রতিপক্ষের তরুণ তুর্কিকে। পরে বৈভব সহ ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে সাফল্যের গুরুমন্ত্রও শোনান মাহি। জোর দিলেন চাপের মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা এবং ধারাবাহিকতায়। দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা নিয়েও সাবধান করলেন ক্যাপ্টেন কুল।

মাহির মন্ত্র শেখার ইচ্ছেটাকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সতীর্থ থেকে সিনিয়ার, প্রত্যেকের থেকে শিখতে হবে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যে যা এগিয়ে দেবে। ভারতীয় ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়কের মতে, প্রত্যাশার চাপকে মাথায় চেপে বসতে দিলে হবে না। কোচিং স্টাফ, সিনিয়ার প্লেয়ারদের দেখে শিখতে হবে, কীভাবে তারা সেই চাপ সামলায়। গেম-

তরুণদের সাফল্যের মন্ত্র ধোনির

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে ধোনি বলেছেন, 'নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন।'

রিডিং গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ প্রজন্মকে বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে, পরামর্শ মাহির।

দুই দল লিগের মাঝপথেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যায়। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ম্যাচ ছিল দুই দলের জন্য মুখরক্ষার। তরুণ এবং রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার। হতাশ করেনি দুই শিবিরের তরুণ প্রজন্ম। প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮৭ করে চেন্নাই। সিনিয়ারদের ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল তরুণ আয়ুষ মাত্রে (৪৩), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৪২), শিবম দুবেরা (৩৯)।

ম্যাচের সেরা আকাশ মাধওয়াল ৩ উইকেট নেন। বাকি কাজটা সেরে দেয় রাজস্থানের ব্যাটাররা। পরে অধিনায়ক সঞ্জু বলেছেন, 'বৈভবকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। একশোয় একশো। স্লোয়ার বলকেও কভারের ওপর দিকে ছক্কা হাঁকাল। মাঝের ওভারে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাল, যা ওর পরিণত ক্রিকেট বোধের পরিচয় রাখে।'

অভিষেক আইপিএলে অন্যতম চমক বৈভব সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন দ্রাবিড় স্যারকে। জানান, সহজাত ক্রিকেট খেলার ছাড় পেয়েছিলেন। যা কাজে লাগিয়েছেন। পাশাপাশি পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং স্টাইল বদলে ফেলার কথাও বৈভবের মুখে। নিজের খেলার ওপরই সবসময় ফোকাস রেখেছেন। দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলেছে। সাফল্যের রহস্য সেটাই।

এবার তো অবসর নাও, ধোনিকে বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ২১ মে : অনেক হয়েছে। এবার থামো।

আইপিএলকে আলবিদা জানিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলো। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে পরামর্শ ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের। চেন্নাই সুপার কিংসের আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মরশুম ২০২৫। ১৩ ম্যাচে ১০টিতেই হার। ধোনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গারের মতে, বাস্তব মেনে নিয়ে ধোনি এবং সিএসকে-র উচিত সামনের দিকে তাকানো।

সেই রাস্তা বাতলে দিয়ে প্রাক্তন টেস্ট অলরাউন্ডার বাঙ্গারের দাবি, '৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ। আমি যদি এমএস হতাম, তাহলে নিজেকে বলতাম অনেক হয়েছে।'

বাঙ্গারের মতে, মাহির নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই। ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বার্থ রক্ষার্থে খেলা চালিয়ে যাওয়া মূল কারণ হলেও সবকিছুর একটা শেষ আছে। ব্যর্থতা

> ৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ।
>
> **সঞ্জয় বাঙ্গার**

ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরেরও উচিত পালাবদলের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা। এটাই সঠিক সময়। আর মাহির প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের চাপ ঝেড়ে আগামীর জন্য অন্য রাস্তা বেছে নেওয়া।

তবে আরও এক মরশুম ধোনি টেনে দিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঙ্গার যদি মনে করেন, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্যাপ্টেন কুল যে জায়গায় রয়েছেন, এটাই উপযুক্ত সময় প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর। ধোনি অবশ্য অবসর নিয়ে পরিষ্কার কিছু বলেননি। উলটে হেয়ালি বাড়িয়েছেন। তবে চেন্নাই ব্রিগেডে পরিবর্তন দরকার, তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

'ইচ্ছে হলে স্থানীয় ক্রিকেট খেলো'

হলুদ ব্রিগেডের অন্দরমহলের খবর, প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পালাবদল, ভবিষ্যতের ভাবনায় তরুণ প্রজন্মের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের। ২০২৭ সালের আইপিএলের পর পরবর্তী মেগা নিলামেই হয়তো পুরোদস্তুর সেই উদ্যোগ দেখা যাবে। তার আগে দলের ফাঁকফোকর মেরামত করতে মিনি নিলাম, আইপিএলের উইন্ডোকে কাজে লাগানো ছাড়া রাস্তা নেই। ধোনি-সর্বস্ব মাহি-ব্রিগেডে শেষপর্যন্ত কী ঘটবে, উত্তর সময়ের হাতে।

ফোকাস নষ্টের ভয়ে ফোন বন্ধ বৈভবের

চোদ্দোতেই আইপিএলে ঝড় তুলেছেন বৈভব সূর্যবংশী।

নয়াদিল্লি, ২১ মে : এবারের মতো অভিযান শেষ।

১৪ ম্যাচে মাত্র ৪টিতে জয়। হতাশা কাটাতে আরও এক বছরের প্রতীক্ষা। চোখ ২০২৬ সালের আইপিএলে। তার আগে দলে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা। আর সেই ইঙ্গিতই কার্যত দিয়ে রাখলেন স্বয়ং হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পর কিছুটা অবাক করে রিয়ান পরাগের অধিনায়কত্বকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন।

রাজস্থান রয়্যালসের নিয়মিত অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। চোটের জন্য প্রথম কয়েকটা ম্যাচে খেলতে পারেননি। পরে একাধিক ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শুধু ব্যাটিং করেছেন। রিয়ান নেতৃত্ব দিলেও প্রাক্তনদের সমালোচনার মুখে পড়েন। যদিও উলটো দাবি দ্রাবিড়ের।

অভিযান শেষে রিয়ানকে যেভাবে দ্রাবিড় প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, দুয়ে দুয়ে চার দেখছেন অনেকে। মজার কথা, চেন্নাই ম্যাচে গতকাল নেতৃত্ব দেন সঞ্জুই। কিছুটা অবাক করেই ম্যাচের পর দ্রাবিড় বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে রিয়ান যথেষ্ট ভালো করেছে। ব্যাটার সঞ্জুকে আমরা মিস করেছি শুরুর দিকে। তবে নেতৃত্বের গুরুভার পরাগ দারুণভাবে সামলেছে।'

দ্রাবিড়ের মতে, সঞ্জুর চোট তাদের পরিকল্পনা গুলিয়ে দিয়েছে। টপ অর্ডারের কম্বিনেশন তৈরি করতে অনেকগুলি ম্যাচ চলে যায়। প্রভাব পড়েছে পারফরমেন্সে। টানা হারে প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে চলে যায় রাজস্থান। তারপরও রিয়ানের নেতৃত্বের কারণেই নাকি বেশ কিছু ম্যাচে জেতার সুযোগ তৈরি হয়েছিল! চাপের মুখে অধিনায়ক হিসেবে খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে দ্রাবিড় কি জেনেবুঝেই অধিনায়ক রিয়ানের প্রশংসা করলেন। আগামীর পরিকল্পনার অধিনায়ক হিসেবে রিয়ানের নাম ভাসিয়ে দিলেন। উত্তর সময়ের হাতে।

রিয়ানের নেতৃত্বের প্রশংসায় বদলের ইঙ্গিত দ্রাবিড়ের

দ্রাবিড়ের সহকারী ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের মুখে আবার বৈভব সূর্যবংশীর বন্দনা। তরুণ বৈভবের দুরন্ত অভিষেক, ব্যর্থ লিগ অভিযানে রাজস্থানের প্রাপ্তি। বৈভবকে ১.৩ কোটি টাকায় নেওয়ার পর অনেকে ভ্রু কুঁচকেছিলেন। কিন্তু হতাশ করেনি বৈভব (৭ ম্যাচে ২৫২ রান)। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শতরানের পর ফোনের বন্যা। মনঃসংযোগ ঠিক রাখতে কারওর ফোন ধরেনি। দিনের পর দিন ফোন বন্ধ পর্যন্ত রেখেছিলেন। ৫০০-র বেশি মিসড কল, ভরে যায় মেসেজ বক্স। কিন্তু ফোনে হাত দেননি!

বৈভবের যে অনুশাসনে মুগ্ধ ব্যাটিং কোচ রাঠোরও বলছিলেন, 'ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন হল কাজ করছি। প্রায় তিন-চার মাস হবে। ওর মধ্যে সাফল্যের সব রসদ দেখেছি। পাওয়ার প্লে-তে আগ্রাসী ব্যাটিং হোক বা চাপের মুখে নিজেকে মেলে ধরা। প্রভাবিত করেছে আমাদের। এদিনও (চেন্নাই ম্যাচে) অত্যন্ত পরিণত ব্যাটিং করল। আমি নিশ্চিত এবারের অভিজ্ঞতা, সাফল্য এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বৈভবকে।'

স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে পিকলবলে মেতে বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে বুধবার।

রোকো ছাড়াও শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিং : স্টোকস

লন্ডন, ২১ মে : শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে আইপিএল। একইসঙ্গে কাউন্টডাউন শুরু হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের।

তার আগে আগামী শুক্র বা শনিবারের মধ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। হবু অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া কেমন হবে, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। সঙ্গে বিলেত সফরে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স নিয়েও আলোচনার শেষ নেই।

এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসছে আরও একটি দিক। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং শক্তি কতটা কমল, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ

নম্র হওয়ার বার্তা বাজের

রয়েছে দুনিয়ার। ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ শুরুর আগে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ২০ জুন থেকে শুরু হতে চলা ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, কোহলি-রোহিতরা না থাকলেও ভারতীয় ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিভার ব্যাপ্তি এতই বিশাল যে, কখনও বিপক্ষ হিসেবে ভারতকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্টোকসের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতদের বিশাল অবদান রয়েছে। সম্প্রতি ওরা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে। তার জন্য ভারতের ব্যাটিং শক্তি কমে গিয়েছে বলে মনে হয় না আমার।'

অতীতে আইপিএলের সুবাদে ভারতে এসেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার ভাণ্ডার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'আইপিএলের সুবাদে ভারতীয় ক্রিকেটকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, ভারতীয় দলকে কখনই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আর ভারতে ব্যাটিং প্রতিভার কোনও অভাব নেই। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভারতকে হালকাভাবে নিলে সমস্যা হবেই।' একদিকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক যখন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে টিম ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। তখন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ইংরেজ ক্রিকেটারদের আরও নম্র হওয়ার পাশে বাইশ গজের লড়াইয়ে পরিণতবোধ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ইংলিশ সামারের আগে সম্প্রতি সমর্থকদের সঙ্গে এক খোলামেলা আড্ডায় দেখা গিয়েছিল স্টোকসদের। সেখানে সমর্থকদের নানা প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিলেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাজ (ম্যাককুলামের ডাকনাম) আজ তাঁর দলকে নয়া বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, 'বাইশ গজের লড়াইয়ে দল হিসেবে যেমন আমাদের নম্র হতে হবে, আরও পরিণতবোধ দেখাতে হবে। ঠিক তেমনই আরও স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে।' বিলেতের ক্রিকেটে বাজবলের জন্ম দেওয়া স্টোকস-ম্যাককুলামের জুটি 'নয়া' টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে কেমন করেন, সেদিকে ক্রিকেটমহলের নজর থাকবেই।

প্রথম দুইয়ে থাকার ম্যাচ শুভমানদের

ফের ঋষভের দিকে চোখ

আহমেদাবাদ, ২১ মে : প্রথম লক্ষ্যপূরণ।

চলতি লিগে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের টিকিট প্রাপ্তি। অবশ্য কাজ এখনও শেষ হয়নি। দ্বিতীয় আইপিএল খেতাবের স্বপ্নপূরণের রাস্তাকে মসৃণ করতে টার্গেট আপাতত গ্রুপ লিগে প্রথম দুইয়ে থাকা। অর্থাৎ, ফাইনালে ওঠার জোড়া সুযোগ। যা নিশ্চিত করতে আর একটা জয় দরকার গুজরাট টাইটান্সের।

আইপিএলে আজ

গুজরাট টাইটান্স
বনাম
লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আগামীকাল যে লক্ষ্যপূরণে চলতি লিগে নিজেদের ১৩ নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে শুভমান গিলের দল (১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট)। প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস (১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট)। শেষ চার ম্যাচ হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে যারা ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে।

ব্যাটে-বলে চলতি লিগে সবচেয়ে ধারাবাহিক গুজরাট। হেডকোচ আশিস নেহেরার বিন্দাস মেজাজের প্রতিফলনে চাপমুক্ত ক্রিকেটের নমুনা তুলে ধরছেন বি সাই সুদর্শন, শুভমান গিলরা। বিদেশি শেরফানে রাদারফোর্ড ভরসা জোগাচ্ছেন। তবে মিডল অর্ডারে 'মূল অস্ত্র' জস বাটলার। সুদর্শন-গিলের ভালো শুরুর ওপর দাঁড়িয়ে দারুণ ফিনিশ করছেন।

তবে গ্রুপ লিগের পরই দেশে ফিরবেন বাটলার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ)। একইভাবে কাগিসো রাবাদোকে পাওয়া যাবে না বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য। ফলে প্রথম দুইয়ে থাকার পাশাপাশি বাটলার-রাবাদাদের বিকল্প বেছে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকবে গুজরাট থিংকট্যাংকের ওপর।

মিডল অর্ডারের অন্যতম মুখ শাহরুখ খান আশ্বস্ত করছেন। গুজরাট সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জানান, টপঅর্ডার ভালো খেলছে। মিডল অর্ডারও তৈরি বাকি দায়িত্ব পালনে। সুদর্শন-শুভমানরা ১৫-১৬ ওভার পর্যন্ত ইনিংসকে টেনে দিচ্ছেন। দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। যা বজায় থাকার প্রার্থনা থাকলেও প্রয়োজনে মিডল অর্ডারও তৈরি যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে।

আশিস নেহেরার দলের বড় অ্যাডভান্টেজ দেশীয় ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতা। বোলিং ব্রিগেডে দাপট দেখাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর, আর্শাদ খানরা। রাবাদা দেশে ফিরলে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ব্যাটিংয়ে সেখানে তুরুপের তাস সুদর্শন-শুভমান। অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে সেরা দুই ব্যাটার (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে পর্যন্ত)।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে সুদর্শন-গিলের ২০৫ রানের অবিচ্ছিন্ন পার্টনারশিপের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখাচ্ছিল মুস্তাফিজুর রহমান, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, দুষ্মন্ত চামিরার মতো আন্তর্জাতিক বোলারদের। আগামীকাল সেখানে আবেশ খান, রবি বিষ্ণোই, আকাশ দীপদের নিয়ে গড়া লখনউয়ের বোলিংকে সামলানোর ভার। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের নড়বড়ে বোলিং আরও কমজোরি স্পিনার দ্বিগবেশ রাঠির নির্বাসনে (অভিষেক শর্মার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে)।

বৃহস্পতিবার বিশেষ ল্যাভেন্ডার জার্সিতে নামবেন শুভমান গিলরা।

তুলনায় লখনউ ব্যাটিং চাপে রাখতে পারে গুজরাটকে। আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শরা পরীক্ষার সামনে ফেলতে পারেন শুভমানের বোলিং ব্রিগেডকে। প্রসিধ, সিরাজ, সাই কিশোররা কীভাবে তা সামলানো চোখ থাকবে। নজর থাকবে রশিদ খানের স্পিন ঘূর্ণির ওপরও। দলগত টক্করের মধ্যে ফের আতশকাচের নীচে ঋষভ পন্থ।

আবার ব্যর্থ নাকি অবশেষে রানে ফিরবেন? প্রশ্নটাকে ঘিরে পারদ চড়ছে। খরা না কাটলে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেদিকে চোখ থাকবে। উলটোটা হলেই বা কী? তবে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঋষভের রানে ফেরা জরুরি। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভক্তদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় কিনা, সেটাই দেখার।

মর্যাদা রক্ষার ম্যাচেও ঋষভ পন্থের ভরসা নিকোলাস পুরান।

মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন

প্রণয়-শ্রীকান্তরা দ্বিতীয় রাউন্ডে, হার সিন্ধুর

কুয়ালা লামপুর, ২১ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন ওপেনে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে গেলেন এইচএস প্রণয়, কিদাম্বি শ্রীকান্তরা। অন্যদিকে খারাপ ফর্ম অব্যাহত রইল পিভি সিন্ধুর। হেরে প্রথম রাউন্ডেই তিনি বিদায় নিলেন। প্রথম গেম হেরেও এক ঘণ্টা বাইশ মিনিটের লড়াইয়ে প্রণয় জিতেছেন পঞ্চম বাছাই জাপানের কেনতা নিশিমোতোর বিরুদ্ধে। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ১৯-২১, ২১-১৭, ২১-১৬ পয়েন্টে। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রণয়ের প্রতিপক্ষ জাপানেরই ইয়ুশি তানাকা।

সতীশ করুণাকরণও বুধবার অঘটন ঘটালেন তৃতীয় বাছাই চিনা তাইপেইয়ের চৌউ তিয়েন চেং-কে হারিয়ে। স্ট্রেট সেটে মাত্র ৩৯ মিনিটে সতীশ ম্যাচ পকেটে পোরেন ২১-১৩, ২১-১৪ ব্যবধানে। পরবর্তী রাউন্ডে করুণাকরণ লড়বেন ফ্রান্সের ক্রিস্তো পোপোভের বিরুদ্ধে।

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শ্রীকান্ত হারিয়েছেন চিনের ষষ্ঠ বাছাই লু গুয়াং জু-কে। দ্বিতীয় গেম হারলেও তৃতীয় গেম জিতে ম্যাচ ৫৭ মিনিটে শেষ করে দেন শ্রীকান্ত। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ২৩-২১, ১৩-২১, ২১-১১।

সিন্ধু প্রথম রাউন্ডেই ১১-২১, ২১-১৪, ১৫-২১ পয়েন্টে হারলেন ভিয়েতনামের নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে। অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো পৌঁছে গিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। তারা ২১-১৮, ১৫-২১, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আদনান মৌলানা-ইনদাহ কাহয়া সারি জামিলকে।

একইসঙ্গে পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন আয়ুষ শেট্টিও। তিনি ২০-২২, ২১-১০, ২১-৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন কানাডার ব্রিয়ান ইয়ংকে।

নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে হারের পর পিভি সিন্ধু। বুধবার।

ভারত সফরে ম্যাগুয়েররা

লন্ডন, ২১ মে : ভারত সফরে আসছেন তিন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকা হ্যারি ম্যাগুয়ের, দিয়েগো ডালোট ও আন্দ্রে ওনানা। ২৯ মে মুম্বইতে 'ইউনাইটেড উই প্লে'-নামক একটা ফুটবল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তারা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম দলের খেলোয়াড়রা ভারতে আসছেন। এর আগে ২০২২ সালে ডিসেম্বরে ডেভিড ডে গিয়া, অ্যান্থনি এলাঙ্গা ও ডনি ভ্যান ডি বিক ভারতে এসেছিলেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের প্রতীক (রসগোল্লা) -আজ ২২শে মে, তোমার ১৩তম শুভ জন্মদিন পালন করলে, কেক, পায়েস, মিষ্টি খেয়ে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দীর্ঘায়ু হও এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের নিকট। আশীর্বাদ ও ভালোবাসান্তে-**দাদু, (সুবোধ রায়), দিদা (পপি), ঠাম্মি (গীতা), বাবা (প্রকাশ), মা (তানিয়া), মামা, মামি ও আপনজনেরা।** ময়নাগুড়ি, জটেশ্বর।

অভিষেককে নিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : অভিষেক সিংয়ের জন্য ঝাঁপাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

মেহতাব সিংকে দলে নেওয়ার জন্য সবদিক থেকে চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিতে হচ্ছে তাদের। কারণ, তাঁর জন্য বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি চেয়ে বসে মুম্বই সিটি এফসি। তাছাড়া যা খবর তাতে শুরুতে আগ্রহী হলেও এখন মেহতাব নিজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আসতে বেশি আগ্রহী। ফলে তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা চলছে

বাগানে আগ্রহী মেহতাব

এই পাঞ্জাবি ডিফেন্ডারের। যদিও মোহনবাগানের সঙ্গেও চুক্তি হয়নি এখনও। এসব কারণেই অভিষেককে পেতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল। সুযোগ বুঝে অবশ্য পাঞ্জাব এফসিও ট্রান্সফার ফি বাড়াচ্ছে অভিষেকের। তাঁর ট্রান্সফার ফি-র টাকা একান্তই দিতে না পারলে হয়তো তৃতীয় পছন্দের রাহুল ভেকের দিকেই হাত বাড়াবে ইস্টবেঙ্গল। তবে হরমিপাম রুইভাকে ছেড়ে দিলে বেঙ্গালুরু রাহুলকে ছাড়বে কিনা প্রশ্ন সেখানেও। তবু ডিফেন্সে একজন ভারতীয় সেন্টার ব্যাক চাইছেন অস্কার ব্রুজোঁ। ইস্টবেঙ্গল সম্ভবত ছেড়ে দিচ্ছে নীশু কুমার ও নন্দকুমার শেখরকে। এখনও পর্যন্ত বিদেশি হিসাবে মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও মহম্মদ রশিদকে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বাকি আরও দুজনকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। সবমিলিয়ে দল ঢেলে সাজাতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল।

ফোকাস নষ্টের ভয়ে ফোন বন্ধ বৈভবের

-খবর এগারোর পাতায়

WALK IN INTERVIEW

Any graduate within 23 to 35 years of age, resident of Malda district having good experience, communication skills, command over local language, flair for conduction training and willing to carry out extensive field visit for a hiatus responsibility of a District Trainer under a resource group can appear in the Walk in Interview on 08.06.2025 by 11 A.M. sharp with all necessary documents at DTC Rajadighi Community Health Service Society, Village Eklakhi, Post. Rajadighi, District - Malda, Pin No. 732102. This daily honorarium-based involvement is linked with successfull completion of Training of Trainers (TOT) under state training Centre. (C/116528)

ব্যর্থ রোহিত, রেকর্ড সূর্যের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৮০/৫

মুম্বই, ২১ মে : বিরাট কোহলিকে সম্মান জানাতে ১৭ মে তাঁর ১৮ নম্বর টেস্টের জার্সিতে সমর্থকরা মাঠ ভরিয়েছিলেন। কিন্তু বেয়াড়া বৃষ্টিতে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ভক্তরা।

৭ মে লাল বলের ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। অবসর গ্রহের বাসিন্দা হওয়ার পর বুধবার প্রথমবার মাঠে নামলেন হিটম্যান। প্রিয় তারকাকে সম্মান জানাতে এদিন রোহিতের ৪৫ নম্বর জার্সিতে সেজেছিলেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকরা। জার্সির সামনে লেখা ছিল, 'মুম্বই চা রাজা।' কিন্তু আয়োজনই সার। মাত্র ৫ রানে ফিরলেন রোহিত। তাঁর জন্য তৈরি মঞ্চে অবশ্য রেকর্ডবুকে নাম লেখালেন 'মুম্বই চা ভাউ' সূর্যকুমার যাদব।

অর্ধশতরানের পথে সূর্যকুমার যাদব। বুধবার মুম্বইয়ে।

অক্ষর প্যাটেলের জ্বর থাকায় এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্ব সামলান ফাফ ডুপ্লেসি। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শুরুটা ভালো হয়নি। মুস্তাফিজুর রহমানের (৩০/১) বাইরের বল অহেতুক তাড়া করতে গিয়ে জঘন্য শটে উইকেট দিয়ে এসেছেন রোহিত। রায়ান রিকেলটন (২৫), উইল জ্যাকস (২১) সেট হয়েও ইনিংস লম্বা করতে না পারায় মুম্বই ৫৮/৩ হয়ে যায়। রিকেলটনকে ফিরিয়ে আইপিএলে একশো উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখেন কুলদীপ যাদব (২২/১)।

এখান থেকেই শুরু হয় 'স্কাই শো।' তিলক ভার্মাকে (২৭) নিয়ে ইনিংস গড়ায় মন দেন সূর্য (৪৩ বলে অপরাজিত ৭৩)। এভাবেই টি২০-তে সর্বাধিক টানা ১৩টি ২৫ প্লাস স্কোর করে টেম্বা বাভুমার সঙ্গে যুগ্মভাবে রেকর্ড গড়ে ফেলেন তিনি। সাতটি চার ও চারটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে চেনা শটের সঙ্গে খুচরো রানেও জোর দেন সূর্য।

সূর্যের তেজের সঙ্গে শেষবেলায় মুকেশ কুমারের (৪৮/২) থেকে ২৭ রান নিয়ে আসর জমিয়ে দেন নমন ধীর (৮ বলে অপরাজিত ২৪)। মুম্বই থামে ১৮০/৫ স্কোরে।

নিয়ম বদল নিয়ে প্রশ্ন

'ক্ষিপ্ত' কেকেআরের চিঠি বিসিসিআই-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারিভাবে প্রতিযোগিতার ফাইনালের কেন্দ্র ঘোষণা যেমন হয়েছে, তেমনি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে 'কাটঅফ' টাইম এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে আইপিএলের ম্যাচে বৃষ্টি হলে রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সময় আরও এক ঘণ্টা বাড়িয়ে রাত ১১.৫৬ করার।

প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়ার পর কেন এমন সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খানের দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে 'ক্ষোভপ্রকাশ' করে চিঠি দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, একই প্রতিযোগিতার মাঝে কেন এমন নিয়ম বদল হল? এই নিয়ম পরিবর্তন আগে করা হলে কেকেআর হয়তো এখনও প্লে-অফের দৌড়ে থাকত। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে যখন স্থগিত হয়েছিল আইপিএল, তখন

> ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারের ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।
>
> **ভেঙ্কি মাইশোর**
> কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও

বাকি থাকা দুই ম্যাচে জিততেই হত নাইটদের। গত ১৭ মে ফের আইপিএল শুরুর দিনই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল নাইটদের। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। খেলা হয়নি এক বলও। ফলে আজিঙ্কা রাহানেদের প্লে-অফ স্বপ্নও বৃষ্টিতে ভেসে যায়। সম্প্রতি বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে অপেক্ষার সময় বোর্ডের তরফে এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর আজ কেকেআরের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'মরশুমের মাঝপথে অনেক সময় নিয়ম বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝলাম। তবে এমন নিয়ম পরিবর্তনের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা থাকলে ভালো হত।'

কেন এমন কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নাইট সিইও। তাঁর যুক্তি হল, 'ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারে ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।' বাজিগরের দলের ক্ষোভ নিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য গতরাতেই নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন রাহানেরা।

কোচ ছাড়াই ফরাসি ওপেনে জকোভিচ

জেনেভা, ২১ মে : ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম আর শততম খেতাবের অপেক্ষা বেড়েই চলেছে নোভাক জকোভিচের।

২০২৩ ইউএস ওপেনের পর আর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি জোকার। চেনা ছন্দেও নেই সার্বিয়ান তারকা। ২৫ মে ফরাসি ওপেন শুরু। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই মুহূর্তে জেনেভা ওপেনে খেলছেন জকোভিচ। সেখানেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কোচ ছাড়াই রোলা গারোঁয় নামবেন তিনি।

২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের প্রস্তুতিতে নোভাক জকোভিচ। জেনেভায় বুধবার।

সদ্য অ্যান্ডি মারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এবার নতুন কোচ নির্বাচনের বিষয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে নারাজ সার্বিয়ান টেনিস তারকা। বলেছেন, 'এখনই আমার কোনও কোচ প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে চাইছি না। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আগামী কয়েকটা প্রতিযোগিতায় দেখি কী হয়।' অর্থাৎ কোচকে ছাড়াই যে তিনি ফরাসি ওপেনে নামবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গত ছয় মাস মারের অধীনে খেলেছেন জকোভিচ। কেন এত তাড়াতাড়ি একসঙ্গে পথচলা শেষ হয়ে গেল? নোভাকের স্পষ্ট জবাব, 'কোর্ট থেকে ওর সঙ্গে তেমন কিছু অর্জন করতে পারব বলে মনে হচ্ছিল না। তবে মারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আগের মতোই থাকবে।'

এদিকে রোম ওপেন জিতে রোলা গারোঁয় পা রাখছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। জানিক সিনারের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই আরও আত্মবিশ্বাসী স্প্যানিশ তারকা। বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা প্লেয়ার এই মুহূর্তে সিনার। ও কোর্টে নামা মানেই জেতা। আমি আমার সেরা খেলাটা খেলতে না পারলে ওকে হারানো সম্ভব ছিল না।' তাঁর সংযোজন, 'সিনারের বিরুদ্ধে খেলার জন্য বাড়তি মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। মেজাজটাই আলাদা। বলব না সেটা রাফায়েল নাদাল বা রজার ফেডেরারের মতো। তবে ওর বিরুদ্ধে খেললে আমি বাড়তি শক্তি পাই।'

আন্তর্জাতিক চা দিবসে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে শচীন ইনস্টাগ্রামে লিখলেন, 'চা মানেই আরও এক কাপ হয়ে যাক।'

ফের বাদ বাবর, রিজওয়ানরা

লাহোর, ২১ মে : চলতি মাসে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। সেই জন্য বুধবার ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দল থেকে বাদ পড়েছেন তিন তারকা বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শা আফ্রিদি।

গত নিউজিল্যান্ড সিরিজেও পাক দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানকে। তবে শাহিন কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। যদিও সেই সিরিজে পাকিস্তান হেরেছিল। পিসিবি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পিএসএলের পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করেই দল ঘোষণা করা হয়েছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে মাইক হেসনের এটাই প্রথম সিরিজ হতে চলেছে। কয়েকদিন আগেই তিনি আকিব জাভেদের জায়গায় পাক দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশ সিরিজে পাক দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা। দীর্ঘদিন পরে প্রত্যাবর্তন করেছেন পেস বোলার হাসান আলি। এছাড়াও চোট সারিয়ে ফখর জামান ও সাইম আয়ুব দলে ফিরেছেন।

পাক বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সিরিজের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হবে। তবে সিরিজের তিনটি ম্যাচই লাহোরে হবে বলে পিসিবি জানিয়েছে।

টি২০ স্কোয়াড : সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), শাদাব খান, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শা, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ ওয়াসিম, মহম্মদ ইরফান খান, নাসিম শা, সাহিবজাদা খান ও সাইম আয়ুব।

জাতীয় শিবিরে ফিট আশিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন আশিক কুরুনিয়ান।

দিন তিনেক কেটে যাওয়ায় হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বাকিরা আগে শিবিরে যোগ দিলেও আশিক কুরুনিয়ান ও রাহুল ভেকে অসুস্থতা ও পারিবারিক কারণে যোগ দেননি শুরু থেকে। তবে গত রাতে কলকাতায় এসে এদিন থেকে প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন আশিকও। আপাতত তিনি সুস্থ বলেই শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন দলের সঙ্গে বল নিয়ে অনুশীলন না করলেও জিম এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেছেন। রাহুল অবশ্য আসবেন আগামী শুক্রবার। ২৯ মে প্রীতি ম্যাচ খেলতে ব্যাংকক

উড়ে যাওয়ার আগে অবশ্য এখানে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে দলকে দেখে নিতে চান কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের বিপক্ষে খেলবে ভারতীয় দল। আসলে বাংলাদেশের বিপক্ষে দলের পারফরমেন্সে খুশি নন তিনি। তাই বলেছেন, 'প্রতিটি ফিফা উইন্ডোতেই দল উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ ম্যাচ ছাড়া। তবে এটাও ঘটনা ওই ম্যাচে আমরা বেশ কয়েকজন প্রথম একাদশের ফুটবলারকে পাইনি। তবে সেটা কোনও অজুহাত হতে পারে না খারাপ খেলার জন্য। হংকং ম্যাচটা কঠিন হবে। তাই তার আগে ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার।' বাংলাদেশ কোচ জাভি কাব্রেরার সঙ্গে হওয়া কথার ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছেন, 'কাব্রেরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনিও বলছিলেন, এই গ্রুপে শেষপর্যন্ত কী হবে তা বলা মুশকিল। সব দলই জিততে পারে। এখন বাকি পাঁচ ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনাল।'

বাংলা দলের বিপক্ষে ম্যাচ কোথায় খেলবে তাঁর দল সেটা এখনও ঠিক হয়নি।

এদিকে, মঙ্গলবার মাঠে গোটা দলকে উৎসাহ দেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

শূন্যে তুলে কেভিন ডি ব্রুয়েনকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সতীর্থদের।

উষ্ণ অভ্যর্থনায় বিদায় ব্রুয়েনকে

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ মে : মঙ্গলবার রাতে এতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সবটা ঘিরে শুধুই কেভিন ডি ব্রুয়েন।

গত এক দশকে নীল ম্যাঞ্চেস্টারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার কারিগর যদি হন পেপ গুয়ার্দিওলা, তবে সেই দলের প্রাণভোমরা নিঃসন্দেহে ডি ব্রুয়েন। উলফসবার্গ ছেড়ে ২০১৫ সালে সিটিতে যোগ দেন বেলজিয়ান ফুটবলার। এই জার্সিই তাঁর নামের সঙ্গে তারকার তকমাটা জুড়ে দিয়েছে। ম্যান সিটির হয়ে ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব সাফল্যই ছুঁয়েছেন। মঙ্গল রাতেই 'প্রিয় জার্সিতে' শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন তিনি। ডি ব্রুয়েনের বিদায়ি অনুষ্ঠানের আয়োজনে কোনও খামতি রাখেনি তাঁর ক্লাবও।

এতিহাদের গ্যালারির অনেকটা জায়গাজুড়ে বিশাল টিফোয় ব্রুয়েনের ছবি। পাশে লেখা, 'কিং কেভ'। জায়েন্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠল সিটি জার্সিতে তাঁর স্মরণীয় মুহূর্তগুলি। এর মাঝেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে ঢুকলেন বেলজিয়ান তারকা। ডি ব্রুয়েনকে অভিবাদন জানালেন তাঁর সতীর্থ ও ক্লাব কর্তারা। সেই সঙ্গে বিশেষ সংবর্ধনা। সিটি কর্তৃপক্ষের ঘোষণা, স্টেডিয়ামের বাইরে তৈরি হবে ব্রুয়েনের মূর্তি।

জিতে তিনে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

বিদায়বেলায় অনুভূতি জানানোর সময় ব্রুইনের আবেগের বিস্ফোরণ। বলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টারই আমার ঘর। আমার সন্তানরা এখানেই বড় হয়েছে। অনেকটা সময় কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। সেটা যে দশ বছর হয়ে যাবে কখনও ভাবিনি। সবসময় চেষ্টা করেছি ফুটবল উপভোগ করতে। তবে এই জার্সিই আমার সেরাটা বের করে এনেছে। ক্লাব হিসাবে আমরা প্রায় সবকিছু জিতেছি। তার চেয়েও বড়, অনেক বন্ধু পেয়েছি। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আবারও এখানে ফিরে আসব।' প্রিয় শিষ্যের বিদায়ে চোখে জল গুয়ার্দিওলার। বলেছেন, 'দশ বছর খেলার পর এমন বিদায়, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। তবে আমাদের জন্য দিনটা কষ্টের।'

এদিকে মঙ্গলবার এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ওমর মারমৌশ, বার্নার্ডো সিলভা ও নিকো গঞ্জালেজ সিটির হয়ে গোলগুলি করেন। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বর থেকে সরাসরি তিনে উঠে আসে গুয়ার্দিওলার দল।

উত্তরের খেলা

হারল প্রতিবাদ

হলদিবাড়ি, ২১ মে : দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবল বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মালদা প্রতিবাদ ০-১ গোলে সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে হেরেছে। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা বিশাখা বর্মন। বৃহস্পতিবার খেলবে পুরুলিয়ার কেএমএফসি ও ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব।

জাতীয় স্তরের বিচারক সুশান্ত

মালবাজার, ২১ মে : জাতীয় স্তরের তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন ডামডিমের সুশান্ত দে। ডুয়ার্স থেকে সুশান্তই প্রথম যিনি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় বিচারক হওয়ার সুযোগ পেলেন।

জিতল ফ্রেন্ডস

গাজোল, ২১ মে : দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি ফুটবলে বুধবার বলরামপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব ১-০ গোলে শৈলেন এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন রবিলাল মুর্মু। বৃহস্পতিবার খেলবে এসটি ইলেভেন এবং ভালকাডাঙা শ্যামসুন্দর ক্লাব।

জয়ী ইউনিক

হলদিবাড়ি, ২১ মে : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল লিগে বুধবার আয়োজকরা ৩-০ গোলে সাতকুড়া ইয়ং স্টারকে হারিয়েছে। ক্লাবের মাঠে রাজেশ মল্লিক, শুভঙ্কর বাড়ুই ও ম্যাচের সেরা রোহিত রায় গোল করেন। শুক্রবার খেলবে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ও পাণ্ডাপাড়া বয়েজ।

জেতালেন নিশান্ত

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে মালবাজার এটিও-কে। টাউন ক্লাবের মাঠে গোল করেন নিশান্ত লোহার। ম্যাচের সেরা নেতাজির বিশাল রায়।

হার কুচলিবাড়ির

মেখলিগঞ্জ, ২১ মে : নবগত স্পোর্টিং ক্লাবের কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবলে বুধবার পুরুলিয়া মহিলা অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। গোল করেন রঞ্জিনী বাউড়ি, শীলা ভক্তি ও পিঙ্কি ভক্তি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

17.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42L 49202 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবন উন্নত করার জন্য আমাকে একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং এখন থেকে আমি নিশ্চিত করব আমার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম করার। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা বাপন কোলে - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিলিগুড়ির প্রতিনিধি কমে এবার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে : দুইদিন আগে ধুমধাম করে কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ক্রিকেটারদের ড্রাফটিং হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের জন্য নুতন করে কোনও আলোর সন্ধান মেলেনি। আট দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পুরুষ ও মহিলা বিভাগ মিলিয়ে শিলিগুড়ি থেকে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র পাঁচজন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সে রয়েছেন মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন। এছাড়াও স্ম্যাশার্স মালদায় অরুণা বর্মন এবং কলকাতা টাইগার্সে অঙ্কিতা মহন্ত সুযোগ পেয়েছেন। অথচ এই প্রতিযোগিতায় গতবছর দল পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির সাতজন। একজনকে রাখা হয় স্ট্যান্ড বাই তালিকায়। মাঝের সময়টাতে পুরুষদের টি২০ টুর্নামেন্টে শিলিগুড়ি রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে মহিলা বিভাগে। তারপরও কেন এই উপেক্ষা শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের?

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

অঙ্কিতা মহন্ত	মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন	অরুণা বর্মন

> হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।
>
> -কুন্তল গোস্বামী, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব

কুন্তল বলেছেন, 'হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে এখনই সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। মহিলা বিভাগে দুইজন ও পুরুষ বিভাগে শিলিগুড়ির আরও একজনের বেশি সম্ভাবনা দেখছি না।'

মার্চ মাসে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের শিলিগুড়ি সফরের সময় মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তৎকালীন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা আবেদন রেখেছিলেন প্রো টি২০ লিগে শিলিগুড়ির প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর। কিন্তু সেই সংখ্যা তো বাড়েনি, বরং কমে গিয়েছে। যা দেখে হতাশা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'সব জেলা সিএবি সংযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে। শিলিগুড়ির সিএবি প্রতিনিধি কী করছেন? শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা সুযোগ না পেলে এই শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি রেখে কী লাভ?' কুন্তল অবশ্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'সিএবি শুধু টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। দলগঠন ফ্র্যাঞ্চাইজিরা নিজেদের চাহিদামতো করে থাকে।'